নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৭-২০১৮

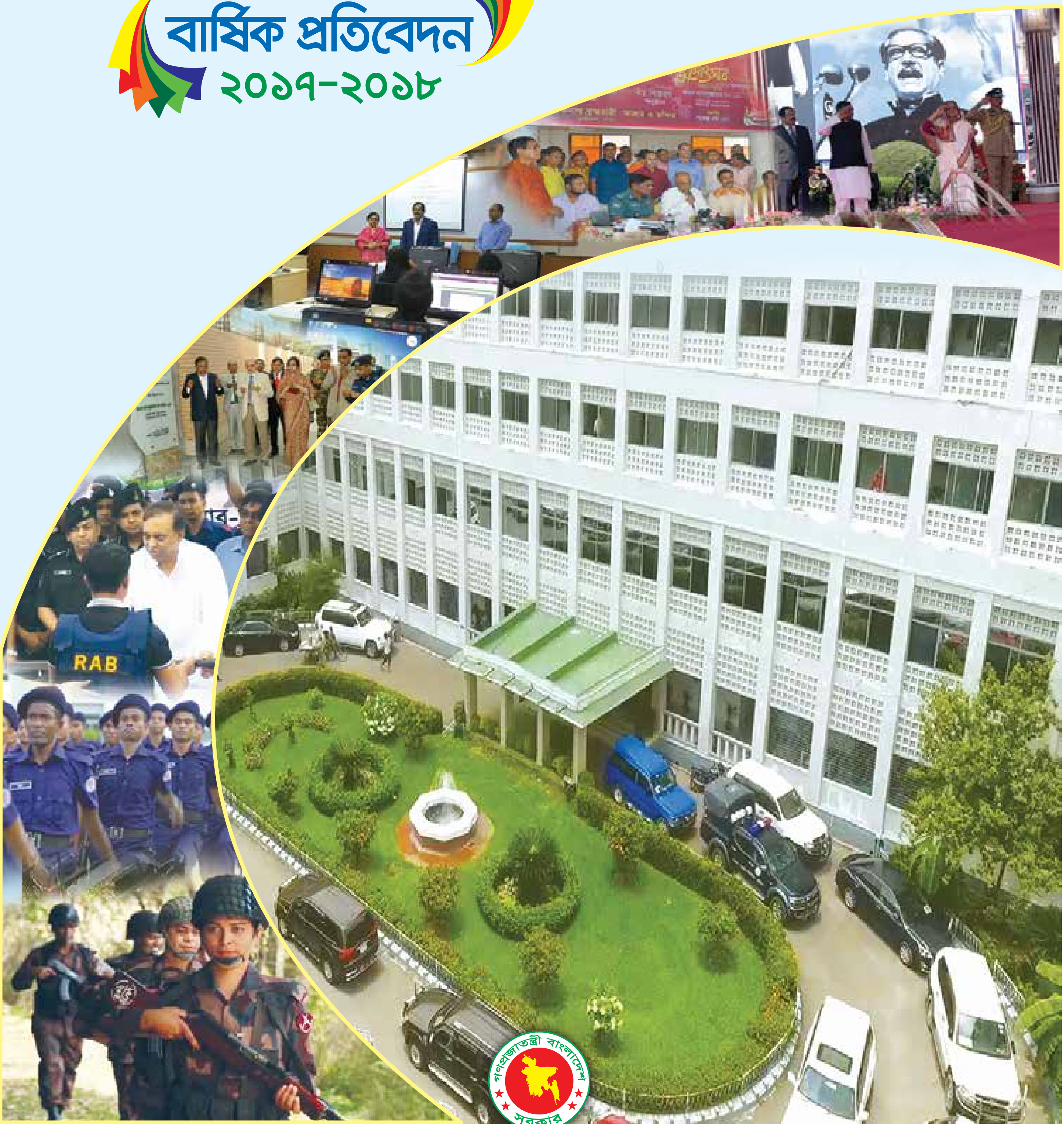

জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৭-২০১৮

জননিরাপত্তা বিভাগ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

নিরাপদ জীবন ও
শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ
জননিরাপত্তা বিভাগ

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭-২০১৮

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

জনাব আসাদুজ্জামান খান, এম.পি
মাননীয় মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা ও নির্দেশনায়

জনাব মোস্তাফা কামাল উদ্দীন
সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা উপকমিটি

রুহী রহমান, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ), আহ্বায়ক
ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, যুগ্মসচিব (প্রশাসন)-সদস্য সচিব
তাহ্‌মিনা বেগম, উপসচিব (আইন-২) - সদস্য
আবু নাছের ভূঁঞা, উপসচিব (বাজেট-২) - সদস্য
আবু হাসনাত মোঃ মঈনউদ্দিন, উপসচিব (প্রশাসন-৩)-সদস্য
প্রকাশ চন্দ্র কর্মকার, সহকারী প্রোগ্রামার - সদস্য

সহযোগিতায়

জননিরাপত্তা বিভাগ ও এর আওতাধীন
অধিদপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

প্রকাশনায়

জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mhapsd.gov.bd

প্রকাশকাল

জানুয়ারি ২০১৯

মুদ্রণ

জলসিঁড়ি প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজিং, ২৬২, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
মেইল: jalshireepress@gmail.com

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ
জননিরাপত্তা বিভাগ

মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সুখী সমৃদ্ধ, ক্ষুধা-দারিদ্র মুক্ত সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রযুক্তিনির্ভর, জ্ঞান সমৃদ্ধ, অসাম্প্রদায়িক, দুর্নীতিমুক্ত, স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়তে বদ্ধপরিকর। 'রূপকল্প ২০২১' -এর ধারাবাহিকতায় ২০৪১ -এর 'উন্নত বাংলাদেশ' গড়ার প্রত্যয়ে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। এই প্রত্যয় অর্জনের জন্য সুশাসন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ নিশ্চিত করা অপরিহার্য। উন্নয়নের অভিযাত্রাকে সুগম ও বাধামুক্ত রাখার জন্য জননিরাপত্তা বিভাগ নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ কর্তৃক ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত।

বর্তমান সরকারের উজ্জ্বলতম সাফল্য হচ্ছে সন্ত্রাস ও জঙ্গিমুক্ত বাংলাদেশ। ইতোমধ্যে জঙ্গিবাদ ও চরমপন্থিদের দমন, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি প্রতিরোধ, যুদ্ধাপরাধী ও মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার এবং বিভিন্ন চাঞ্চল্যকর মামলার বিচার নিশ্চিতসহ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পন্ন করে জনমনে শান্তি ও আস্থা অর্জন করেছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী বছরের প্রাক্কালে জননিরাপত্তা বিভাগের ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের সংকলনটি অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ।

এ বার্ষিক প্রতিবেদন জননিরাপত্তা বিভাগ ও এর আওতাধীন বাংলাদেশ পুলিশ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থাসমূহের কর্মকাণ্ড সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আমি মনে করি এ সংকলন থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে সংশ্লিষ্ট সকলে আগামী দিনগুলোতে আরও বেশি উৎসাহ নিয়ে কাজ করবেন এবং বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নিজেদেরকে আরও দক্ষ ও উপযোগী করে গড়ে তুলবেন।

আমি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ কার্যক্রমের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আসাদুজ্জামান খান, এম.পি

সচিব
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বার্ষিক প্রতিবেদনে মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রমের প্রতিফলন ঘটে। জননিরাপত্তা বিভাগের উন্নয়ন কার্যক্রমসহ সার্বিক কর্মকাণ্ডের সন্নিবেশ ঘটিয়ে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পেরে আমি আনন্দিত।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ ‘নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ’ গঠনের অভিলক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অভিপ্রায়ে দেশের সার্বিক আইন-শৃংখলা ব্যবস্থা স্থিতিশীল রাখা এ বিভাগের অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে এর আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য নীতি প্রণয়ন, কর্মকাণ্ড পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান, দেশের আইন-শৃঙ্খলা ও নাগরিক অধিকার, জল ও স্থল সীমান্ত সুরক্ষা, সীমান্তবর্তী এলাকার অপরাধ ও চোরাচালান দমন, বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলায় এ বিভাগ বদ্ধপরিকর।

বার্ষিক প্রতিবেদনটি এ বিভাগের ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের প্রতিচ্ছবি। বর্তমান সরকারের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও সহযোগিতার ফলে এ বিভাগের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহ একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা বিনির্মাণে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জঙ্গিবাদ দমনে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, জলদস্যু/বনদস্যু দমন, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি প্রতিরোধ এবং মোবাইল ও সাইবারক্রাইম দমনে সাফল্য অর্জন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যপূরণ, শুদ্ধাচার কর্মকৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, উদ্ভাবনী চর্চা, সিটিজেন চার্টার, সেবা-পদ্ধতি সহজীকরণ, নিরাপত্তা কার্যক্রমের সচিত্র প্রতিবেদন ইত্যাদি বিষয় এ প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে।

নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গঠনে এ বিভাগের সাম্প্রতিক অর্জনের সঠিক প্রতিফলন এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে। এ প্রতিবেদনটি সর্বসাধারণের জন্য একটি তথ্যকণিকা হিসেবে কাজ করবে বলে আমার বিশ্বাস। প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এবং তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য দপ্তর/সংস্থাসমূহকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন

অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আহ্বায়কের কথা

নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গঠনের অভিলক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অভিপ্রায়ে দেশের সার্বিক জননিরাপত্তা ব্যবস্থা স্থিতিশীল রাখার ওপর সরকার সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। এ লক্ষ্য অর্জনে জননিরাপত্তা বিভাগ এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধানে সফলতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন একটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডের প্রতিচ্ছবি; এর মাধ্যমে জননিরাপত্তা বিভাগ সম্পর্কে সকল নাগরিক একটি সামগ্রিক ধারণা পেয়ে থাকেন। এ মহতী কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরে আনন্দিত ও সম্মানিত বোধ করছি। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে এ বিভাগের ও অধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের সার্বিক কর্মকাণ্ডের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে; যার মাধ্যমে এ বিভাগের ও আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের সাম্প্রতিক সময়ের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন ও উন্নয়ন, কার্যক্রম ও সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও মাদকমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে জননিরাপত্তা বিভাগ এবং এর আওতাধীন সংস্থা/দপ্তরের দায়িত্ব পালন সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ ধারণা পাওয়া যাবে।

বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রস্তুতের জন্য তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও সন্নিবেশনায় জননিরাপত্তা বিভাগের কয়েকজন কর্মকর্তা নিরলসভাবে সহযোগিতা প্রদান করেছেন। তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

রুহী রহমান

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭-২০১৮

জননিরাপত্তা বিভাগ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বিষয়সূচি	পৃষ্ঠা
জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১৭
বাংলাদেশ পুলিশ	৪৩
র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)	৭৫
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	৮৯
বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড	১১৯
বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী	১২৫
ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার	১৩৩
তদন্ত সংস্থা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল	১৪৩

আসাদুজ্জামান খান, এম.পি
মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন
সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী, বিপিএম (বার)
বাংলাদেশ পুলিশ

মেজর জেনারেল মোঃ সাফিনুল ইসলাম, এনডিসি, পিএসসি
মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ

মেজর জেনারেল কাজী শরীফ কায়কোবাদ, এনডিসি, পিএসসি
বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

রিয়ার এডমিরাল এম আশরাফুল হক, এনডিসি, পিএসসি
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড

মুহ. আবদুল হান্নান খান, পিপিএম
কো-অর্ডিনেটর, তদন্ত সংস্থা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, জিয়াউল আহসান, বিপিএম (বার), পিপিএম (বার)
পরিচালক, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার

জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

১. ভূমিকা

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধিক্ষেত্র ও কর্মপরিধির আওতায় এ মন্ত্রণালয়ের কর্মবন্টন সময়োপযোগী করে ২০১৭ সালের ১৯ জানুয়ারি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন দুটি পৃথক বিভাগ জননিরাপত্তা বিভাগ ও সুরক্ষা সেবা বিভাগ সৃজন করা হয়।

জননিরাপত্তা বিভাগ দেশের অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, সীমান্ত সুরক্ষা ও জনগণের সার্বিক নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্বে নিয়োজিত। এ বিভাগের অভীষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন নিশ্চিত করা। এ বিভাগ তার আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা যথাক্রমে বাংলাদেশ পুলিশ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি) এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা-এর মাধ্যমে কার্যসম্পাদন করে থাকে। এ বিভাগ-এর কর্মপরিধির আওতায় দেশের অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার লক্ষ্যে বিচারিক ও নির্বাহী আদেশ প্রতিপালন, গোয়েন্দা কার্যাবলি এবং স্থল ও জলসীমা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত। একটি দেশের উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো দেশের আইন-শৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখা। জনসাধারণের সার্বিক নিরাপত্তা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সম্পাদিত জননিরাপত্তা বিভাগের সকল কার্যক্রম বাংলাদেশের সার্বিক অগ্রযাত্রা ও টেকসই উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ১৬-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১.১ ভিশন

নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ।

১.২ মিশন

- জননিরাপত্তা বিষয়ক আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে জননিরাপত্তা ও শান্তি নিশ্চিতকরণ;
- বাংলাদেশের সীমান্ত সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ।

১.৩ কৌশলগত পরিকল্পনা

টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ ও যথাযথ জননিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে একটি আধুনিক জননিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

১.৪ জননিরাপত্তা বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. দেশে শান্তি, শৃঙ্খলা ও আইনের শাসন জোরদারকরণ;

২. সীমান্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণ;

৩. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও জঙ্গি কার্যক্রম রোধে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;

৪. দেশের জলসীমা সংলগ্ন সীমান্ত টহল ও নিরাপত্তা জোরদারকরণ;

৫. বিজ্ঞানভিত্তিক তদন্ত ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন;

৬. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োগ জোরদারকরণ;

৭. মানবসম্পদ উন্নয়ন

১.৫ প্রধান কার্যাবলি

১. জননিরাপত্তার সাথে সম্পর্কিত নীতিনির্ধারণী প্রশাসনিক কার্যক্রম এবং এতদসংক্রান্ত আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

২. কৌশলগত গোয়েন্দা কার্যাবলি পরিচালনা;

৩. আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে দেশের স্থিতিশীল উন্নয়ন সুসংহতকরণ;

৪. সীমান্ত সুরক্ষা ও চোরাচালান প্রতিরোধ কার্যক্রম;

৫. সন্ত্রাস ও উগ্রবাদ দমনে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে সম্মিলিত কার্যক্রম গ্রহণ;

৬. জননিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যগণের প্রয়োজনীয় অস্ত্র, সরঞ্জাম, রসদ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;

৭. যুদ্ধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে রুজুকৃত মামলার যথাযথ প্রসিকিউশন দাখিল এবং ভিকটিম ও সাক্ষীদের নিরাপত্তা বিধান;

৮. জননিরাপত্তা রক্ষায় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দেশের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা ও চুক্তিসম্পাদন।

১.৬ Allocation of Business

1. Security and Intelligence, Police, Armed Police, Railway Police, Port Police, Border Security Force, National Militia and Para Military Forces.
2. Law and order.
3. Administration of B.C.S. (Police).
4. Administration of B.C.S. (Ansar).
5. Administration of Border Guard Bangladesh.
6. Internal security matters relating to public security arising out of dealing and agreements with other countries, INTERPOL.
7. Preventive detention.
8. Proescription of books and publications.
9. Security measures of the Bangladesh Secretariat.
10. Arms Act.
11. Police Commission.
12. Police Awards.
13. Border Security.
14. Anti-Smuggling and related matters.
15. Administration of funds raised by public subscription or donations lying dormant.
16. Control of carnivals, fairs, melas, gambling, betting, etc.
17. The Control of Disorderly and Dangerous Persons (Goondas) Act.
18. Forensic Laboratory.
19. Civil Uniform Rules.
20. War Injuries Scheme and War Injuries Compensation Insurance.
21. Gallantry Awards and decorations in respect of forces under its control.
22. Matters relating to the emergency provisions of the Constitution (other than those related to financial emergency). 23. National festivals.
24. Political pensions.
25. Prevention from the bringing into Bangladesh of undesirable Literature under Customs Act.
26. Poisons.
27. Offences against laws with respect to any of the matters dealt with in this Division.
28. Administration of Explosive Substance Act and Explosive Act.
29. Security and Protection of VVIPsNIPs.
30. The Official Secret Act.
31. Secretariat administration including financial matters allotted to this Division.
32. Administration and control of subordinate offices and organisations under this Division.
33. Coast Guard.
34. Lawful Tele-Communication Interception and Monitoring according to the Bangladesh Tele-Communication Act.
35. Liaison with International Organisations and matters relating to treaties and agreements with other countries and world bodies relating to sub jects allotted to this Division.
36. All Laws on subjects allotted to this Division.
37. Inquiries and statistics on any of the subjects allotted to this Division.
38. Fees in respect of any of the subjects allotted to this Division except fees taken in Courts.
39. Proclamation of Emergency and revocation of Emergency. 141A
40. Suspension of enforcement of Fundamental Rights 141C(1)"; during Emergency.

১.৭ জনবল

পদের নাম	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা
সচিব	০১	০১	-
অতিরিক্ত সচিব	০১	০৫	-
যুগ্মসচিব	০৫	১০	-
উপসচিব	১২	১৯	-
উপপ্রধান	০১	০১	-
সিনিয়র সহকারী সচিব (সচিবের একান্ত সচিব)	০১	০১	০১
সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	৩১	১০	২১
সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান	০২	০১	০১
সিস্টেম এনালিস্ট	০১	-	০১
প্রোগ্রামার	০১	-	০১
সহঃ প্রোগ্রামার	০২	১	০১
সহকারী মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার	০১	-	০১
হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	০১	০১	-
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৩১	১১	২০
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২০	০৭	১৩
সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১	-	০১
সহকারী গ্রন্থাগারিক	০১	-	০১
সাঁট মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	১৬	১০	৬
হিসাবরক্ষক	০১	০১	-
ক্যাশিয়ার	০১	-	০১
কম্পিউটার অপারেটর	০৬	০১	০৫
অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৯	১৮	০১
ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর	০১	০১	-
অফিস সহায়ক	৪২	৩০	১২
সর্বমোট	১৯৯	১২৮	৮৭

সাংগঠনিক কাঠামো

জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

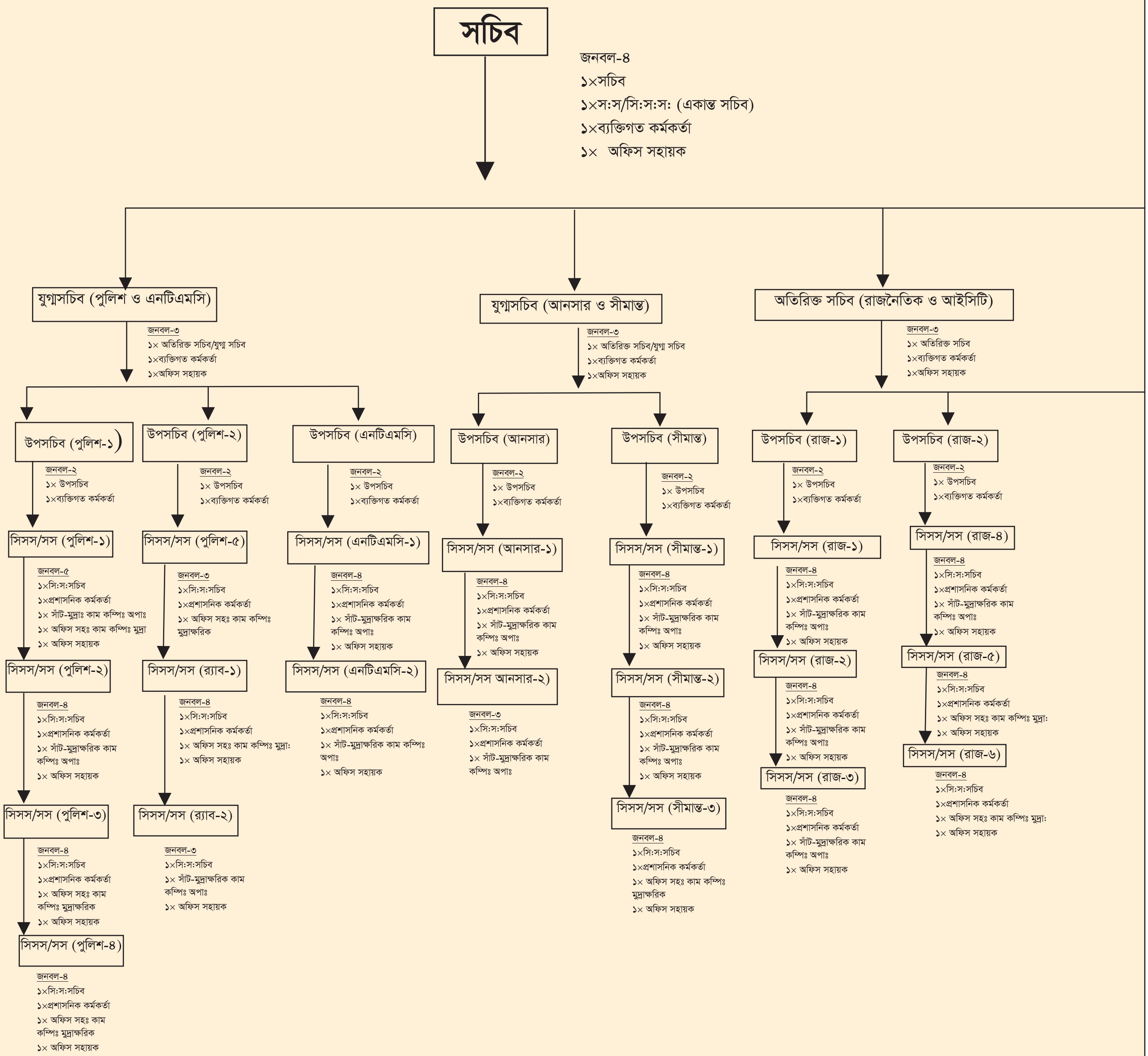

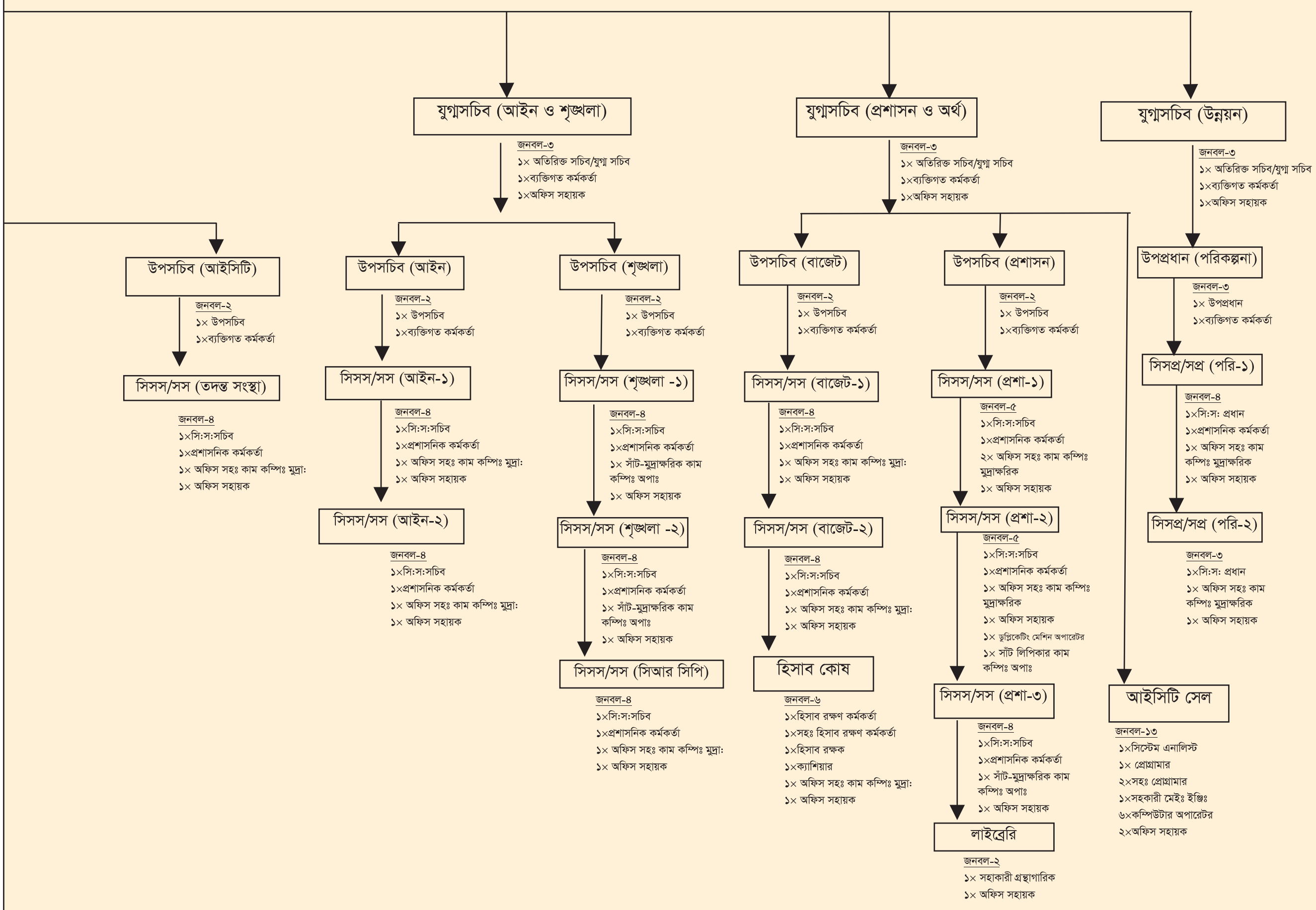
যুগ্মসচিব (আইন ও শৃঙ্খলা)
জনবল-৩
১× অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম সচিব
১×ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
১×অফিস সহায়ক
যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও অর্থ)
জনবল-৩
১× অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম সচিব
১×ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
১×অফিস সহায়ক
যুগ্মসচিব (উন্নয়ন)
জনবল-৩
১× অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম সচিব
১×ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
১×অফিস সহায়ক
উপসচিব (আইসিটি)
জনবল-২
১× উপসচিব
১×ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
সিসস/সস (তদন্ত সংস্থা)
জনবল-৪
১×সি:স:সচিব
১×প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১× অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রা:
১× অফিস সহায়ক
উপসচিব (আইন)
জনবল-২
১× উপসচিব
১×ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
সিসস/সস (আইন-১)
জনবল-৪
১×সি:স:সচিব
১×প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১× অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রা:
১× অফিস সহায়ক
সিসস/সস (আইন-২)
জনবল-৪
১×সি:স:সচিব
১×প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১× অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রা:
১× অফিস সহায়ক
উপসচিব (শৃঙ্খলা)
জনবল-২
১× উপসচিব
১×ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
সিসস/সস (শৃঙ্খলা -১)
জনবল-৪
১×সি:স:সচিব
১×প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১× সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিঃ অপাঃ
১× অফিস সহায়ক
সিসস/সস (শৃঙ্খলা -২)
জনবল-৪
১×সি:স:সচিব
১×প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১× সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিঃ অপাঃ
১× অফিস সহায়ক
সিসস/সস (সিআর সিপি)
জনবল-৪
১×সি:স:সচিব
১×প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১× অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রা:
১× অফিস সহায়ক
উপসচিব (বাজেট)
জনবল-২
১× উপসচিব
১×ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
সিসস/সস (বাজেট-১)
জনবল-৪
১×সি:স:সচিব
১×প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১× অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রা:
১× অফিস সহায়ক
সিসস/সস (বাজেট-২)
জনবল-৪
১×সি:স:সচিব
১×প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১× অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রা:
১× অফিস সহায়ক
হিসাব কোষ
জনবল-৬
১×হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
১×সহঃ হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
১×হিসাব রক্ষক
১×ক্যাশিয়ার
১× অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রা:
১× অফিস সহায়ক
উপসচিব (প্রশাসন)
জনবল-২
১× উপসচিব
১×ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
সিসস/সস (প্রশা-১)
জনবল-৫
১×সি:স:সচিব
১×প্রশাসনিক কর্মকর্তা
২× অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রাক্ষরিক
১× অফিস সহায়ক
সিসস/সস (প্রশা-২)
জনবল-৫
১×সি:স:সচিব
১×প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১× অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রাক্ষরিক
১× অফিস সহায়ক
১× ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর
১× সাঁট লিপিকার কাম কম্পিঃ অপাঃ
সিসস/সস (প্রশা-৩)
জনবল-৪
১×সি:স:সচিব
১×প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১× সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিঃ অপাঃ
১× অফিস সহায়ক
লাইব্রেরি
জনবল-২
১× সহাকারী গ্রন্থাগারিক
১× অফিস সহায়ক
আইসিটি সেল
জনবল-১৩
১×সিস্টেম এনালিস্ট
১× প্রোগ্রামার
২×সহঃ প্রোগ্রামার
১×সহকারী মেইঃ ইঞ্জিঃ
৬×কম্পিউটার অপারেটর
২×অফিস সহায়ক
উপপ্রধান (পরিকল্পনা)
জনবল-৩
১× উপপ্রধান
১×ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
সিসপ্র/সপ্র (পরি-১)
জনবল-৪
১×সি:স: প্রধান
১×প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১× অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রাক্ষরিক
১× অফিস সহায়ক
সিসপ্র/সপ্র (পরি-২)
জনবল-৩
১×সি:স: প্রধান
১× অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রাক্ষরিক
১× অফিস সহায়ক

১.৮ জননিরাপত্তা বিভাগের সাফল্য ২০১৭-২০১৮ : 'নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ' এই অভীষ্ট সামনে নিয়ে দেশের চলমান উন্নয়নের ধারা সুসংহত করার লক্ষ্যে জননিরাপত্তা বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ গণমুখী জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর ১৬.১.১ ও ১৬.২.২ অনুযায়ী মানব পাচার শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসা এবং পরিকল্পিত খুনের ঘটনা কমিয়ে আনা এ বিভাগের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশের কাতারে নিয়ে যাওয়ার জন্য সকল নাগরিকের নিরাপদ জীবন নিশ্চিত করা এ বিভাগের মূল লক্ষ্য। সরকারের এই লক্ষ্য অর্জনে জননিরাপত্তা বিভাগের অধীন বাংলাদেশ পুলিশ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার, তদন্ত সংস্থা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, পরস্পর সহযোগিতা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে এবং সীমান্তে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে।

জননিরাপত্তা বিভাগের মাসিক সমন্বয় সভা

১.৯ উল্লেখযোগ্য অর্জন: ২০১৭-২০১৮

১. সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমন: বর্তমান সরকারের আমলে জঙ্গিবাদ ও চরমপন্থীদের দমনে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। চলতি বছরে সন্ত্রাস দমন আইনের অধীন ৮২টি মামলায় চার্জশীট প্রস্তুত করে পূর্বানুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে 'হলি আর্টিসান'-এ সন্ত্রাসী হামলার ঘটনার মামলার তদন্ত সম্পন্ন হয়েছে এবং চার্জশীট সরকার কর্তৃক পূর্বানুমোদন পেয়েছে। সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি প্রতিরোধ, যুদ্ধাপরাধী ও মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার, ২১শে আগস্ট গ্রেনেড হামলার বিচারসহ বিভিন্ন চাঞ্চল্যকর মামলার বিচার নিশ্চিত করার জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, মোট ২৯টি চাঞ্চল্যকর মামলা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

২. আইন প্রণয়ন ও যুগোপযোগী করণ: জানুয়ারি ২০০৯ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে পূর্বের ধারাবাহিকতায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেশের জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানে মোট ১৮টি নতুন আইন প্রণয়ন, সংশোধন ও যুগোপযোগী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ সবের মধ্যে মোবাইল কোর্ট আইন ২০০৯; সন্ত্রাসবিরোধী আইন ২০০৯; সিলেট মহানগরী পুলিশ আইন, ২০০৯; বরিশাল মহানগরী পুলিশ আইন, ২০০৯; জাতির পিতার পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা আইন, ২০০৯; বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন, ২০১০; ব্যাটালিয়ন আনসার (সংশোধন) আইন, ২০১০; কোস্ট গার্ড অধিদপ্তর কর্মকর্তা ও কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০১০; মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২; রংপুর মহানগরী পুলিশ আইন, ২০১৮ এবং গাজীপুর মহানগরী পুলিশ আইন, ২০১৮ উল্লেখযোগ্য।

৩. জাতির পিতার খুনিদের বিচার নিশ্চিতকরণ : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর খুনিদের দেশে ফিরিয়ে এনে দণ্ড কার্যকর করার জন্য ইতোমধ্যে ইন্টারপোলের মাধ্যমে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জাতির পিতার হত্যা মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত খুনিদের ছবি সংবলিত তথ্য প্রেরণপূর্বক তাদের অবস্থান চিহ্নিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পলাতক আসামীদের মধ্যে লে: কর্নেল (অব:) খন্দকার আবদুর রশিদ এর মালিকানাধীন ১৬.৯৪ একর এবং যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত মেজর (অব.) আবু মোহাম্মদ রাশেদ চৌধুরীর মালিকানাধীন ১.১৫ একর ভূমি বাজেয়াপ্ত করে খাস খতিয়ানভুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া কানাডায় অবস্থানরত মেজর (অব.) নূর চৌধুরী এবং মেজর (অব.) আবু মোহাম্মদ রাশেদ চৌধুরীকে কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র হতে ফেরত আনার লক্ষ্যে নিয়োগকৃত 'ল' ফার্মের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য পলাতক আসামীদের অবস্থান শনাক্ত করে গ্রেফতারের জন্য ইন্টারপোলের মাধ্যমে রেড নোটিশ জারি করা হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মহোদয় সাংবাদিকদের সাথে জাতির পিতার খুনিদের বিচার নিশ্চিতকরণ বিষয়ে ব্রিফিং করছেন

৪. মায়ানমার থেকে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তা বিধান : সাম্প্রতিক সময়ের বিশ্বমানবাধিকার পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বহুল আলোচিত মায়ানমার থেকে বাংলাদেশে আসা বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের মানবিক বিপর্যয় দক্ষতার সাথে মোকাবেলায় জননিরাপত্তা বিভাগ রোহিঙ্গা সেল গঠন করে সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। উক্ত সেলের মাধ্যমে ২২ মে ২০১৮ পর্যন্ত বালুখালী, কুতুপালংসহ মোট ১২টি অস্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করণ, আগত মোট ১১,০৮,৭৭৭ (এগার লক্ষ আট হাজার সাতশত সাতাত্তর) জন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বায়োমেট্রিক নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে। রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশের ১১টি চেকপোস্ট স্থাপন করা হয়েছে। নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হচ্ছে এবং সীমান্তে বিজিবি ও কোস্ট গার্ডের তৎপরতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৫. বাজেট ব্যবস্থাপনা : জননিরাপত্তা বিভাগের অধীনদ প্তর/সংস্থাসমূহকে ২০৪১ সালের অভীষ্ট অর্জনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যথাযথ পরিমাণ বাজেট বরাদ্দ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অবিভক্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বর্তমান জননিরাপত্তা বিভাগ কর্তৃক ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থ বছর পর্যন্ত সর্বমোট বরাদ্দ ১,০৩,৬৬৮.৯৬ কোটি (এক লক্ষ তিন হাজার ছয়শত আটষট্টি কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ) টাকা। বিগত ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাজেট ১৯,৩৯৭ কোটি (উনিশ হাজার তিনশত সাতানব্বই কোটি) টাকা এবং বর্তমান ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে জননিরাপত্তা বিভাগের বাজেট বরাদ্দ ২১৪২৬ কোটি

(একুশ হাজার চারশত ছাব্বিশ কোটি) টাকা যা বিগত অর্থ বছরের তুলনায় প্রায় ২০২৯ কোটি (দুই হাজার ঊনত্রিশ কোটি) টাকা বেশি। উন্নয়ন বাজেটের আওতায় বাংলাদেশ পুলিশে ৫১ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে; যার মধ্যে র‍্যাব কমপ্লেক্স, থানা ভবন, সার্কেল অফিস ভবন, ফরেনসিক ডিএনএ ল্যাব, সিআইডি ভবন, পুলিশ স্টাফ কলেজ ভবন এবং পুলিশ একাডেমির নতুন ভবন; বিজিবির নতুন বিওপি এবং ৩টি নতুন হাসপাতাল নির্মাণ; আনসারের ১৫টি ব্যাটেলিয়ন সদর দপ্তর কমপ্লেক্স, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য ২০টি জাহাজ ও ১০৩টি আধুনিক বোট সংগ্রহ এবং এনটিএমসির নিজস্ব ভবন নির্মাণ ও নিরাপত্তা সরঞ্জাম ক্রয় উল্লেখযোগ্য। এছাড়া সকল বাহিনীর জন্য বিভিন্ন ধরনের সরঞ্জাম, রসদ, গাড়ি, ক্রয় করা হয়েছে। জননিরাপত্তা বিভাগের অধীন বাহিনীসমূহের আধুনিকায়নে সরকারের বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে।

৬. বাংলাদেশ পুলিশ : ১৯৭১ সালে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধের মাধ্যমে গড়ে উঠা বাংলাদেশ পুলিশ দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা সুসংহত করে বর্তমান সরকারের ধারাবাহিক উন্নয়নকে স্থিতিশীল ও সুদৃঢ় করেছে। একটি দেশের টেকসই উন্নয়ন ও জীবনমানের উন্নতির পূর্বশর্ত অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ পুলিশ পূর্বের তুলনায় বর্তমানে অধিক জনবান্ধব, শক্তিশালী ও আধুনিক। বর্তমান সরকার ২০৪১ সালে দেশকে উন্নত দেশে পরিণত করার যে স্বপ্ন নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে এর সংঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ পুলিশের প্রশিক্ষণ মনোবল ও সাংগঠনিক কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে। বিগত নয় বছরে বাংলাদেশ পুলিশের জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামোর ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে। ২০০৯ সালে পুলিশে মোট জনবল ছিল ১,২৯,৯৩০ (এক লক্ষ উনত্রিশ হাজার নয়শত ত্রিশ) জন এবং বর্তমানে মোট জনবল ২,০৯,১৪১ (দুই লক্ষ নয় হাজার একশত একচল্লিশ) জন। জানুয়ারি ২০০৯ থেকে জুন ২০১৮-এর মধ্যে নীতিগতভাবে অনুমোদিত ৮২,০৩১ টি পদের মধ্যে অদ্যাবধি ৭৮,৫৩৬টি পদ সৃজিত হয়েছে। জানুয়ারি ২০০৯ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত বাংলাদেশ পুলিশের মোট ৯২৫৪৭ (বিরানব্বই হাজার পাঁচশত সাতচল্লিশ) নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ পুলিশের ১৫টি নতুন ইউনিট, ৪৩টি থানা এবং ৮৯টি তদন্ত কেন্দ্র গঠিত হয়েছে। বর্তমান সরকারের সময়কালে বাংলাদেশ পুলিশের নতুন ইউনিট হিসেবে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ, রংপুর রেঞ্জ, পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই), ২টি সিকিউরিটি প্রটেকশন ব্যাটালিয়ন, ট্যুরিস্ট পুলিশ, নৌ পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশ প্রভৃতি নতুন বিশেষায়িত ইউনিট গঠন করা হয়েছে। এছাড়া, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে বহুল প্রতীক্ষিত পুলিশ এন্টি-টেররিজম ইউনিট গঠন করা হয়েছে। বর্তমান সরকার দেশের জঙ্গি তৎপরতা, সন্ত্রাসী কার্যক্রম ও মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি ঘোষণা করেছে। গত ১৮ মে ২০১৮ থেকে ২৫ জুন ২০১৮ পর্যন্ত দেশব্যাপী চলমান মাদক বিরোধী অভিযানে মোট ১৮,০৫২ টি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং ২৫,৭৯৭ জন আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে। মানুষের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নের ফলে সারা দেশে জনমনে স্বস্তি ফিরে এসেছে। সম্প্রতি সাধারণ মানুষকে তাৎক্ষণিক পুলিশি সহায়তা, অ্যাম্বুলেন্স ও ফায়ার সার্ভিসের সেবাদানের জন্য 'জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯'-এর কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

পুলিশ সপ্তাহ ২০১৮ অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ পুলিশের নারী সদস্যদের কার্যক্রম

বর্তমানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে পুলিশ প্রেরণে বাংলাদেশ বিশ্বে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে। এ পর্যন্ত ২১টি দেশে পুলিশ বাহিনীর ১৮,০৭৩ জন সদস্য জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে তাঁদের দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন। তন্মধ্যে ১,১০৯ জন মহিলা পুলিশ সদস্য জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন সম্পন্ন করেন। বর্তমানে পুলিশের ৮০২ জন সদস্য ৫টি Formed Police Unit (FPU); UNPOL Ges Professional Job-এর মাধ্যমে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করছেন। গত ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়োজিত জনবল ও সরঞ্জামের Reimbursement বাবদ বাংলাদেশ সর্বমোট ৩,৯৩৫ কোটি ২১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৫৬৬ টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে।

৭. বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ : সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে বাংলাদেশের ৪৪২৭ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত সুরক্ষায় এবং দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখার জন্য ২২৩ বছরের ঐতিহ্যবাহী বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আস্থার সংঙ্গে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন, ২০১০-এর পুনর্গঠনের আওতায় পূর্বের ১২টি সেক্টর, ১টি সদর দপ্তর ও জনবল কাঠামো পুনর্গঠন করে ৫টি রিজিওনাল কমাণ্ড (১টি এডহক রিজিয়নসহ), ৪টি রিজিওনাল ইন্টিলিজেন্স ব্যুরো, ৪টি নতুন সেক্টর স্থাপনসহ ১৬টি সেক্টর, ১৫টি নতুন ব্যাটেলিয়ন গঠনসহ ৫৭টি ব্যাটেলিয়ন পুনর্গঠন, ২২৫টি নতুন বিওপি স্থাপনসহ ৬৮৬টি বিওপি পুনর্গঠন করে সীমান্তে নজরদারি সুসংহত করা হয়েছে।

রামু রিজিয়ন সদর দপ্তর এবং নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর ব্যাটালিয়নের পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান-২০১৮

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়, জননিরাপত্তা বিভাগের সচিব ও মহাপরিচালক বিজিবি

এছাড়াও রাজস্ব বাজেটের আওতায় দুর্গম সীমান্ত এলাকায় ডিজিটাল বর্ডার কন্ট্রোল এণ্ড সার্ভিলেন্স সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে ৩০ কিলোমিটার সার্ভিলেন্স জোরদার করা হয়েছে। ২০০৯ সালে বিজিবির জনবল ছিল ৪৪২৮৫ (চুয়াল্লিশ হাজার দুইশত পঁচাশি) জন এবং বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৫৩১৮৭ (তিপান্ন হাজার একশত সাতাশি) জন হয়েছে। বিজিবি ভিশন ২০৪১-এর আলোকে ১৫ হাজার নতুন জনবল নিয়োগ কার্যক্রম চলমান আছে। ২০১৬ সালে প্রথম বারের মতো বিজিবিতে নারী সদস্য নিয়োগ করা হয় এবং বর্তমানে এ বাহিনীতে নারী সদস্যের সংখ্যা ৩৮৪ জন। ২০০৯ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত বিজিবির উল্লেখযোগ্য উন্নয়নের মধ্যে ৪টি ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ, পিলখানা হাসপাতালের আধুনিকায়ন, বিজিবি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট গঠন, সীমান্ত ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, ১০০ মেগাওয়াট সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপনের উদ্যোগ, এয়ার উইং স্থাপন, ডগ স্কোয়াড গঠন ও সীমান্ত হাট পরিচালনা ইত্যাদি।

৩রা আগস্ট ২০১৭ তারিখ এ সীমান্ত ব্যাংক লিমিটেড প্রধান শাখা সীমান্ত কল্যাণ ভবন এ স্থানান্তর এবং সীমান্ত এটিএম বুথ এর শুভ উদ্বোধন করেন বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আবুল হোসেন, এনডিসি, পিএসসি, পি ইঞ্জ।

বিজিবি কর্তৃক উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যাদি বিনষ্টকরণ কর্মসূচি স্থির চিত্র

বাংলাদেশের সংঙ্গে ভারত ও মায়ানমারের ৫৩৯ কিলোমিটার সীমান্তের ৪০২ কিলোমিটার দুর্গম সীমান্ত এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্ত পরিস্থিতি এবং বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের বিষয়টি বিবেচনা করে কক্সবাজারে একটি এডহক রিজিয়ন সৃজন ও এর সদরদপ্তর স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সীমান্ত এলাকায় পর্যায়ক্রমে সীমান্ত সড়ক (রিং রোড) নির্মাণ করার জন্য একটি প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৮. বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড : বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় এলাকা এবং অভ্যন্তরীণ নদী পথে আইন প্রয়োগকারী ও শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা হিসেবে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও নির্ভরতার সঙ্গে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দায়িত্ব পালন করে আসছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দিক নির্দেশনায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাহিনীর অপারেশনাল কর্মকাণ্ড পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি বেগবান হয়েছে। কোস্ট গার্ডের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ২০০৯ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত এ বাহিনীতে ২০ (ওপিভি, আইপিভি ও এফপিভি) জাহাজ এবং ১০৩টি বোট সংযোজিত হয়েছে।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ইনশোর প্যাট্রল ভেসেল উদ্বোধন অনুষ্ঠান

বর্তমান সরকার এযাবত বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য ২টি বেইজ, ১০টি স্টেশন এবং ১২টি আউট পোস্ট স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছে এবং পটুয়াখালি জেলায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। কোস্ট গার্ড বাহিনী বর্তমানে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ৫৩টি স্টেশন ও আউট পোস্ট পরিচালনা করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের উন্নতমানের জলযান

৯. আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী : সরকারের নিয়মিত আইন-শৃংখলা বাহিনীর সহযোগী বাহিনী হিসেবে প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের সকল নির্বাচনসহ প্রত্যন্ত অঞ্চল, শিল্পকারখানা, নৌ পরিবহন, কেপিআই, ব্যাংক ও সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা কাজে অবদান রেখে যাচ্ছে। উল্লিখিত দায়িত্বের পাশাপাশি এ বাহিনী গ্রামীণ জনগণের আর্থ-সামাজিক ও আত্মকর্মসংস্থামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে যাচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়নে যার সুদূর প্রসারী প্রভাব রয়েছে। বিগত ২০০৯ সাল থেকে ২০১৮ পর্যন্ত এ বাহিনীতে ২টি ব্যাটেলিয়নের ৮৩২ টি পদসহ অন্যান্য পদে সর্বমোট ১৬৩২টি পদ সৃজন করা হয়েছে। বর্তমানে এ বাহিনীতে মোট নিয়মিত সদস্য ৩৬৮৩১ জন এবং স্বেচ্ছাসেবী রয়েছে ৬০,১৯,১৫৭ (ষাট লক্ষ উনিশ হাজার একশত সাতান্ন) জন।

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যদের চাকরিকে একটি নিয়মতান্ত্রিক ধারায় প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের চাকরি স্থায়ীকরণ সময়সীমা ০৯ বছর হতে ০৬ বছরে নামিয়ে আনা হয়েছে। আনসার ব্যাটালিয়ন আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ১৫টি ব্যাটালিয়ন সদরে নতুন ভবন নির্মাণ কার্যক্রমের মধ্যে ০৫টির নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট ১০টির নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। 'আনসার ও ভিডিপি'র ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম পর্যায়ে ১৫টি আনসার ব্যাটালিয়ন)' এবং 'জেলা সদরে ও ব্যাটালিয়ন সদরে আনসার ও ভিডিপি'র ব্যারাক সমূহের ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ'-শীর্ষক দুটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় সম্ভাব্য দুষ্কৃতকারী দমন ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আনসার স্ট্রাইকিং ফোর্স মোতায়েন করা হয়।

এছাড়া মানিকগঞ্জে ১টি আনসার ব্যাটালিয়ন স্থাপন করা হয়েছে। পদ্মা সেতুর উভয় প্রান্তে (মাওয়া এবং জাজিরা) ২টি আনসার ব্যাটালিয়ন স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী ও ভিআইপিদের নিরবচ্ছিন্ন সুরক্ষা প্রদান, তাদের হাউজ গার্ড প্রদান এবং সরকার নির্ধারিত গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নিরাপত্তা দেয়ার লক্ষ্যে ২টি গার্ড ব্যাটালিয়ন গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর উন্নয়ন মূলক কার্য উদ্বোধন

১০. ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি) : টেলি-ইন্টারনেটভিত্তিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগসমূহ আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে মনিটরিং-এর আওতায় এনে অপরাধী শনাক্তকরণ, দেশ বিরোধী কার্যক্রম শনাক্তকরণ ও সন্ত্রাস দমনের মাধ্যমে দেশের ধারাবাহিক উন্নয়নকে সুসংহত করার জন্য সুপার মনিটরিং এজেন্সি হিসেবে ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি) ২০১৩ সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে পৃথিবীর সর্বাধুনিক প্রযুক্তি Open Source Intelligence Monitoring System (OSINT) Ges Integrated Lawful Interception System (ILIS)-ক্রয়ের মাধ্যমে Data Interception Ges Voice Interception সম্পন্ন করা হচ্ছে। বর্তমানে Voice Interception মনিটরিং-এর সুবিধা ভোগী সংস্থাগুলো হচ্ছে NSI, DGFI, Police, RAB, Coast Gurd, BGB, ACC এবং NBR।

মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে এনটিএমসিতে অনুষ্ঠিত সভা

১১. তদন্ত সংস্থা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল : তদন্ত সংস্থা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ১৯৭১ সালে সংঘটিত মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচার বর্তমান সরকারের একটি প্রধান রাজনৈতিক অঙ্গীকার। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালস এ্যাক্ট ১৯৭৩ এর ৮(১) ধারামতে ২০১০ সালের ২৫ মার্চ তারিখে তদন্ত সংস্থা গঠিত হয়। ২০১১ সনে পুণর্গঠিত তদন্ত সংস্থা জুন ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ৬৪ (চৌষট্টি) টি মামলায় ২৩৭ (দুইশত সাতত্রিশ) জনের বিরুদ্ধে তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। তন্মধ্যে ৩৩ (তেত্রিশ) টি মামলায় ৬৮ জনের বিরুদ্ধে বিচার কার্য সম্পন্ন হয়েছে। ৪২ (বিয়াল্লিশ) জনের বিরুদ্ধে মৃত্যু দণ্ডাদেশ এবং ২৫ (পঁচিশ) জনের বিরুদ্ধে আমৃত্যু কারা দণ্ডাদেশ দেয়া হয়। ১ জনের ২০ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়। মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত ৬ (ছয়) জনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকরী করা হয়েছে। বর্তমানে ৩১টি মামলায় ১৬৯ (একশত উনসত্তুর) জনের বিরুদ্ধে বিচারিক কার্যক্রম বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। তদন্ত সংস্থায় ২৭ (সাতাশ) টি মামলায় ২৭ (সাতাশ) জনের বিরুদ্ধে মামলা তদন্তাধীন আছে। বিভিন্ন কোর্ট, থানা ও জনগণের নিকট হ'তে সারাদেশে ৩৫৩০ (তিন হাজার পাঁচশত ত্রিশ) জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ৬৬৫ (ছয়শত পঁয়ষট্টি) টি মামলা/অভিযোগ অনুসন্ধান /তদন্তের অপেক্ষায় আছে। স্বাধীনতার দীর্ঘ সময় পর ১৯৭১ সালে সংঘঠিত মানবতা বিরোধী অপরাধ ঘটনার অভিযোগ তদন্ত করে বিচার শেষে সকল মামলায় সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করে তদন্ত সংস্থা যথেষ্ট দক্ষতা ও সফলতা দেখিয়েছে।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রধান কার্যালয়, ধানমন্ডি, ঢাকা

১.১০ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) : মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এ সব কার্যক্রমের আওতায় মন্ত্রণালয়ে যথারীতি নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়াও আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ হতে নিয়মিতভাবে অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা হয়ে থাকে।

১.১১ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো ২০১৭-২০১৮

কার্যক্রম	সূচক	একক	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রশাসনিক ইউনিট	জুলাই/২০১৬ জুন/২০১৭ সময়ের জন্য পরিকল্পনা		অগ্রগতি পরিবীক্ষণ					মন্তব্য
				ভিত্তিলেখা (Baseline) জুন ২০১৬	লক্ষ্যমাত্রা		১ম কোয়ার্টার জুলাই/১৬-সেপ্টেম্বর/১৬	২য় কোয়ার্টার অক্টোবর/১৬-ডিসেম্বর/১৬	৩য় কোয়ার্টার জানুয়ারি/১৭-মার্চ/১৭	৪র্থ কোয়ার্টার এপ্রিল/১৭-জুন/১৭	
১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা											
১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা	অনুষ্ঠিত সভা	সংখ্যা	ফোকাল পয়েন্ট	১০	০৪	লক্ষ্যমাত্রা	০১	০১	০১	০১	
						প্রকৃত অর্জন					
১.২ অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা	অনুষ্ঠিত সভা	সংখ্যা	ফোকাল পয়েন্ট	০০	০৪	লক্ষ্যমাত্রা	০১	০১	০১	০১	
						প্রকৃত অর্জন					
২. সচেতনতা বৃদ্ধি											
২.১ সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা	অনুষ্ঠিত সভা	সংখ্যা	ফোকাল পয়েন্ট	০৬	০৬	লক্ষ্যমাত্রা	০১	০১	০১	০১	
						প্রকৃত অর্জন					
২.২ শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ	প্রশিক্ষণার্থী	সংখ্যা	ফোকাল পয়েন্ট	২০০	২৫০	লক্ষ্যমাত্রা	৫০	৬০	৬০	৮০	
						প্রকৃত অর্জন					
৩. আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংস্কার											
৩.১ 'কর্মকর্তা ও কর্মচারী (বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর) নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯৯ সংশোধন	সংশোধিত বিধিমালা	%	যুগ্মসচিব (অগ্নি)	০০	নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯৯ সংশোধন	লক্ষ্যমাত্রা	নিয়োগ বিধিমালা সংশোধনের জন্য অভ্যন্তরীণ সভা আহ্বান	নিয়োগ বিধিমালা সংশোধনের জন্য খসড়া প্রস্তুতকরণ	নিয়োগ বিধিমালা সংশোধনের জন্য সম্মতি চেয়ে জনপ্রশসন মন্ত্রণালযের প্রস্তাব প্রেরণ	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি প্রাপ্তি সাপেক্ষে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	
						প্রকৃত অর্জন					
৩.২ অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ বিধিমালা ২০১৪ সংশোধন	সংশোধিত বিধিমালা	%	যুগ্মসচিব (অগ্নি)	২৫	অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ বিধিমালা	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ বিধিমালা ২০১৪ সংশোধনের জন্য সুপারিশমালা প্রণয়ন	অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ বিধিমালা ২০১৪ সংশোধনের উপলক্ষে ভোটিং এর জন্য	আইন মন্ত্রণালয়ের ভোটিং প্রাপ্তি সাপেক্ষে অর্থ বিভাগের সম্মতির জন্য প্রস্তাব প্রেরণ	অর্থ বিভাগের সম্মতি প্রাপ্তি সাপেক্ষে SRO জারিকরণ	
					২০১৪ সংশোধন			আইন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ			
						প্রকৃত অর্জন					
৩.৩ The Bangladesh Fire Service Medal Regulations, ১৯৮৩ সংশোধন	সংশোধিত রেগুলেশন	%	যুগ্মসচিব (অগ্নি)	২৫	The Bangladesh Fire Service Medal Regulations ১৯৮৩ সংশোধন চূড়ান্তকরণ	লক্ষ্যমাত্রা	রেগুলেশন সংশোধনের বিষয়ে খসড়া প্রণয়ন	রেগুলেশন সংশোধনের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মতামত গ্রহণ	রেগুলেশন সংশোধনের বিষয়ে অর্থ বিভাগের মতামত গ্রহণ	রেগুলেশন সংশোধনের বিষয়ে ভোটিং এর জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ	
						প্রকৃত অর্জন					
৩.৪ বাংলাদেশ কোস্টগার্ড আইন, ২০১৬ এর অধীন প্রবিধানমালা প্রণয়ন	প্রণীত বিধিমালা	%	অতি: সচিব (আসী)	২৫	বাংলাদেশ কোস্টগার্ড আইন, ২০১৬ এর অধীন বিধিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম চূড়ান্তকরণ	লক্ষ্যমাত্রা	প্রস্তাবিত বিধিমালার খসড়া প্রণয়নের জন্য অভ্যন্তরীন কমিটি গঠন	প্রস্তাবিত বিধিমালার খসড়া প্রণয়ন	খসড়া বিধিমালা বিষয়ে অর্থ বিভাগের মতামত গ্রহণ	অর্থ বিভাগের সম্মতির পর ভোটিং-এর জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ	
						লক্ষ্যমাত্রা					

কার্যক্রম	সূচক	একক	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রশাসনিক ইউনিট	জুলাই/২০১৬ জুন/২০১৭ সময়ের জন্য পরিকল্পনা		অগ্রগতি পরিবীক্ষণ					মন্তব্য
				ভিত্তিরেখা (Baseline) জুন ২০১৬	লক্ষ্যমাত্রা		১ম কোয়ার্টার জুলাই/১৬-সেপ্টেম্বর/১৬	২য় কোয়ার্টার অক্টোবর/১৬-ডিসেম্বর/১৬	৩য় কোয়ার্টার জানুয়ারি/১৭-মার্চ/১৭	৪র্থ কোয়ার্টার এপ্রিল/১৭-জুন/১৭	
৩.৫ বাংলাদেশ কোস্টগার্ড আইন ২০১৬ এর অধীন প্রবিধানমালা প্রণয়ন						লক্ষ্যমাত্রা					
						প্রকৃত অর্জন					বোঝা যায় না
৩.৬ বাংলাদেশ পুলিশ আইন, ২০১৩ প্রণয়ন	প্রণীত আইন	%	অতিঃসচিব (পুলিশ)	-	বাংলাদেশ পুলিশ আইন ২০১৩ প্রণয়ন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রস্তাবিত আইনের খসড়া প্রণয়ন	প্রস্তাবিত আইনের খসড়া যাচাইকরণ	খসড়া আইনের বিষয়ে অর্থ বিভাগের সম্মিতির জন্য প্রস্তাব প্রেরণ	খসড়া আইনের বিষয়ে ভোটিং এর জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ	
						প্রকৃত অর্জন					
৩.৭ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন ২০১৪ প্রণয়ন	প্রণীত আইন	%	অতিঃসচিব (আইন ও পরিকল্পনা)	২৫	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন)	লক্ষ্যমাত্রা	প্রস্তাবিত আইনের খসড়া প্রণয়ন	প্রস্তাবিত আইনের খসড়া যাচাইকরণ	খসড়া আইনের বিষয়ে অর্থ বিভাগের সম্মিতির জন্য প্রস্তাব প্রেরণ	খসড়া আইনের বিষয়ে ভোটিং এর জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ	
						প্রকৃত অর্জন					
৩.৮ গাজীপুর মহানগরী পুশিল আইন, ২০১৪ প্রণয়ন	গ্রণীত আইন	%	অতিঃসচিব (পুলিশ)	২৫	গাজীপুর মহানগরী পুলিশ আইন ২০১৫ প্রণয়ন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রস্তাবিত আইনের খসড়ার উপর আইন মন্ত্রণালয়ের ভোটিং গ্রহণ	আইন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী খসড়া আইনের বিষয়ে পুলিশ অধিদপ্তরের মাধ্যমে তথ্য হালনাগাদ করণ	আইন প্রণয়নের নিমিত্তে খসড়া বিল প্রস্তুতকরণ	খসড়া বিল মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির সুমারিশের জন্য প্রেরণ	
						প্রকৃত অর্জন					
৩.৯ গাজীপুর মহানগরী পুলিশ আইন, ২০১৪ প্রণয়ন	গ্রণীত আইন	%	অতিঃসচিব (পুলিশ)		রংপুর মহানগরী পুলিশ আইন ২০১৫ প্রণয়ন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রস্তাবিত আইনের খসড়ার উপর আইন মন্ত্রণালয়ের ভোটিং গ্রহণ	আইন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী খসড়া আইনের বিষয়ে পুলিশ অধিদপ্তরের মাধ্যমে তথ্য হালনাগাদ করণ	আইন প্রণয়নের নিমিত্তে খসড়া বিল প্রস্তুতকরণ	খসড়া বিল মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির সুমারিশের জন্য প্রেরণ	
						প্রকৃত অর্জন					
৩.১০ কারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০১১ সংশোধন	সংশোধিত বিধিমালা	%	অতিঃসচিব (কারা)	২৫	কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা ২০১১ সংশোধন	লক্ষ্যমাত্রা	কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০১১ সংশোধন উপলক্ষে সুপারিশমালা প্রণয়ন	কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০১১ সংশোধন উপলক্ষে পিএসসি'র মতামত আহ্বান	নিয়োগ বিধিমালা, ২০১১ সংশোধন উপলক্ষে আইন মন্ত্রণালয়ের ভোটিং এর প্রস্তাব প্রেরণ	কারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০১১ চূড়ান্তকরণ	
						প্রকৃত অর্জন					
৩.১১ কারাবিধি সংশোধন	সংশোধিত কারাবিধি	%	অতিঃসচিব (কারা)	০০	সংশোধিত কারাবিধি	লক্ষ্যমাত্রা	কারাবিধি সংশোধনের বিষয়ে খসড়া প্রণয়ন	কারাবিধি সংশোধরেন বিষয়ে আন্ত: মন্ত্রণালয়ে সভা আহ্বান	কারাবিধি সংশোধরেন বিষয়ে ভোটিং এর জন্য আইন মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাব প্রেরণ	কারাবিধি সংশোধরেন বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের ভোটিং প্রাপ্তি সাপেক্ষে কারাবিধি সংশোধনের জন্য চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ	
						প্রকৃত অর্জন					
৩.১২ কারা বিভাগের পোশাক নীতিমালা প্রণয়ন	প্রণীত নীতিমালা	%	অতিঃসচিব (কারা)	২৫	কারা বিভাগের পোশাক নীতিমালা প্রণয়ন	লক্ষ্যমাত্রা	কারা বিভাগের পোশাক নীতিমালা খসড়া প্রণয়ন	কারা বিভাগের পোশাক নীতিমালা খসড়া আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভা আহ্বান	পোশাক নীতিমালা খসড়া চূড়ান্ত করণ	পোশাক নীতিমালা চূড়ান্ত করণ	
						প্রকৃত অর্জন					
৩.১৩ কারাভ্যন্তরের ফোন বুথ নীতিমালা প্রণয়ন	প্রণীত নীতিমালা	%	অতিঃসচিব (কারা)	০০	কারা বিভাগের ফোন বুথ নীতিমালা প্রণয়ন	লক্ষ্যমাত্রা	ফোন বুথ নীতিমালা প্রণয়নের জন্য কমিটি গঠন	ফোন বুথ নীতিমালা খসড়া প্রণয়ন	খসড়া নীতিমালার উপর আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভা আহ্বান	নীতিমালা চূড়ান্তকরণ	
						প্রকৃত অর্জন					

কার্যক্রম	সূচক	একক	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রশাসনিক ইউনিট	জুলাই/২০১৬ জুন/২০১৭ সময়ের জন্য পরিকল্পনা		অগ্রগতি পরিবীক্ষণ					মন্তব্য
				ভিত্তিরেখা (Baseline) জুন ২০১৬	লক্ষ্যমাত্রা		১ম কোয়ার্টার জুলাই/১৬-সেপ্টেম্বর/১৬	২য় কোয়ার্টার অক্টোবর/১৬-ডিসেম্বর/১৬	৩য় কোয়ার্টার জানুয়ারি/১৭-মার্চ/১৭	৪র্থ কোয়ার্টার এপ্রিল/১৭-জুন/১৭	
৩.১৪ ব্যাটালিয়ন আনসার আইন, ১৯৯৫ সংশোধন		%	অতিঃসচিব (আসি)	২৫	ব্যাটালিয়ন আনসার আইন, ১৯৯৫ সংশোধন	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যাটালিয়ন আনসার আইন ১৯৯৫ সংশোধন সংক্রান্ত খসড়া প্রণয়ণ	আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভা আহ্বান	মন্ত্রণালয় পর্যায়ে প্রস্তাবিত আইনের খসড়ার অনুমোদন গ্রহণ	ভোটিং এর জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	
						প্রকৃত অর্জন					
৩.১৫ বিসিএস (আনসার) গঠন ও ক্যাডার বিধিমালা ১৯৮০ সংশোধন	সংশোধিত আইন		অতিঃসচিব (আসি)	২৫	বিসিএস (আনসার) গঠন ও ক্যাডার বিধিমালা ১৯৮০ সংশোধন	লক্ষ্যমাত্রা	বিসিএস (আনসার) গঠন ও ক্যাডার বিধিমালা, ১৯৮০ সংশোধন সংক্রান্ত খসড়া প্রণয়ন	আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভা আহ্বান	আন্ত: মন্ত্রণালয় সভার সুপারিশ অনুযায়ী খসড়া চূড়ান্তকরণ	ভোটিং এর জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	
						প্রকৃত অর্জন					
৩.১৬ আনসার বাহিনী প্রবিধিমালা, ১৯৯৬ সংশোধন	সংশোধিত প্রবিধিমালা	%	অতিঃসচিব (আসি)	১০	আনসার বাহিনী প্রবিধিমালা, ১৯৯৬ সংশোধন	লক্ষ্যমাত্রা	আনসার বাহিনী প্রবিধিমালা, ১৯৯৬ সংশোধন সংক্রান্ত খসড়া প্রণয়ন	আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভা আহ্বান	আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভার সুপারিশ অনুযায়ী খসড়া চূড়ান্তকরণ	ভোটিং এর জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	
						প্রকৃত অর্জন					
৩.১৭ গ্রাম প্রতিরক্ষা দল প্রবিধানমালা, ২০১৩ প্রণয়ন	প্রণীত প্রবিধিমালা	%	অতিঃসচিব (আসি)		গ্রাম প্রতিরক্ষ দল প্রবিধানমালা ২০১৩ প্রণয়ন	লক্ষ্যমাত্রা	গ্রাম প্রতিরক্ষা দল প্রবিধানমালা ২০১৩ প্রণয়ন সংক্রান্ত খসড়া প্রণয়ন	আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভা আহ্বান	আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভার সুপারিশ অনুযায়ী খসড়া চূড়ান্তকরণ	ভোটিং এর জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	
						প্রকৃত অর্জন					
৪. শুদ্ধাচার চর্চার জন্য প্রণোদনা প্রদান											
৪.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান	প্রদত্ত পুরস্কার	সংখ্যা	ফোকাল পয়েন্ট	০০	০৪	লক্ষ্যমাত্রা	পুরস্কার প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়ের সকল উইং এবং অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা হতে প্রস্তাব আহ্বান	পুরস্কার প্রদানের জন্য কমিটি গঠন	কমিটি কর্তৃক সুপারিশ প্রণয়ন	শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নিশ্চিতকরণ	
						প্রকৃত অর্জন					
৫.১ অনলাইন রেসপন্স সিস্টেম চালু	ই-মেইল/এস.এম.এস এর মাধ্যমে নিস্পত্তিকৃত বিষয়	সংখ্যা	উপসচিব (বহি-২)	০৪	০৮	লক্ষ্যমাত্রা	০২	০২	০২	০২	
						প্রকৃত অর্জন					
৫.২ ভিডিও কনফারেন্স	অনুষ্ঠিত ভিডিও কনফারেন্স	সংখ্যা	উপসচিব (বহি-২)	০৪	১২	লক্ষ্যমাত্রা	০৩	০৩	০৩	০৩	
						প্রকৃত অর্জন					
৫.৩ ই-টেণ্ডার চালুকরণ	ই-টেণ্ডার চালুকৃত	সংখ্যা	উপসচিব (বহি-২)	০০	০৪	লক্ষ্যমাত্রা	০১	০১	০১	০১	
						প্রকৃত অর্জন					
৫.৪ অনলাইনে সেবা প্রদান চালুকরণ	অনলাইন সেবা চালুকৃত	সংখ্যা	উপসচিব (বহি-২)	০২	০৪	লক্ষ্যমাত্রা	০১	০১	০১	০১	
						প্রকৃত অর্জন					
৫.৫ ই-ফাইলিং চালুকরণ	ই-ফাইলিং চালুকৃত	তারিখ	উপসচিব (বহি-২)	০১টি শাখায় চালু করা হয়েছে		লক্ষ্যমাত্রা	মন্ত্রণালয়ের ০৩টি গুরুত্বপূর্ণ শাখায় ফাইল ই-ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিতকরণ	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিত ৩টি শাখারমধ্যে ১ম শাখার ফাইল ই-ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য কমিটি গঠন এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্বাচিত ফাইল ই-ফাইলের মধ্যে নিষ্পিত্তি শুরু	পরীক্ষামূলক সেবা প্রদান শুরু	
						প্রকৃত অর্জন					

কার্যক্রম	সূচক	একক	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রশাসনিক ইউনিট	জুলাই/২০১৬ জুন/২০১৭ সময়ের জন্য পরিকল্পনা		অগ্রগতি পরিবীক্ষণ					মন্তব্য
				ভিত্তিরেখা (Baseline) জুন ২০১৬	লক্ষ্যমাত্রা		১ম কোয়ার্টার জুলাই/১৬- সেপ্টেম্বর/১৬	২য় কোয়ার্টার অক্টোবর/১৬- ডিসেম্বর/১৬	৩য় কোয়ার্টার জানুয়ারি/১৭- মার্চ/১৭	৪র্থ কোয়ার্টার এপ্রিল/১৭- জুন/১৭	
৬. উদ্ভাবনী উদ্যোগ											
৬.১ ইনোভেশন টিম কর্তৃক উপস্থাপিত উদ্ভাবনী ধারনা (Innovation Idea) বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা	সংখ্যা	উপসচিব (বহি-২)	০০	০৬	লক্ষ্যমাত্রা	০১	০১	০২	০২	
						প্রকৃত অর্জন					
৭. জবাবদিহি শক্তিশালীকরণ											
৭.১ অডিট কমিটির সভা আয়োজন	আয়োজিত	সংখ্যা	যুগ্মসচিব (বাজেট)	০২	০৪	লক্ষ্যমাত্রা	০১	০১	০১	০১	
						প্রকৃত অর্জন					
৮.১ মামলা তদন্তে পৃথক তদন্ত বিভাগ প্রবর্তন করা	গেজেটে আইন প্রকাশিত	%	অতিঃ সচিব (পরিকল্পনা ও আইন)	১০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে	লক্ষ্যমাত্রা					বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে পৃথক তদন্ত ইউনিট (পি, বাই) নামে একটি নতুন পুলিশ ইউনিট গঠনের সরকারি আদেশ জারি করা হয়েছে। (বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা বহস্পতিবার, এপ্রিল ২, ২০১৫ইং সালে প্রকাশিত
৯. মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম											
৯.১ দ্রুত ও মানসম্মত সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক থানায় সার্ভিস ডেলিভারি ডেস্ক স্থাপন	স্থাপিত সার্ভিস ডেলিভারি ডেস্ক	সংখ্যা	যুগ্মসচিব (পুলিশ)	৫০	৪৯০	লক্ষ্যমাত্রা	১৫০	২০০	৫০	৪০	
						প্রকৃত অর্জন					
৯.২ দেশব্যাপী কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রত্যেক থানায় কমিউনিটি পুলিশিং অফিসার নিয়োগ	পরিচালিত কমিউনিটি পুলিশিং কর্যক্রম	সংখ্যা	যুগ্মসচিব (পুলিশ)	-	-	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	-	-	বিষয়টির আপাতত প্রয়োজন নেই বিধায় এই কার্যক্রম কর্মপরিকল্পনা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে
						প্রকৃত অর্জন					
৯.৩ বিজিবি'র আওতায় ৫০ শয্যা বিশিষ্ট ০৪টি হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনা	পরিচালিত হাসপাতাল সেবা কার্যক্রম	সংখ্যা	অতিঃ সচিব (আসী)	০০	০৪	লক্ষ্যমাত্রা	০১	০১	০১	০১	
						প্রকৃত অর্জন					
৯.৪ হয়রানিমুক্তভাবে পাসপোর্ট সেবা প্রদানের জন্য প্রত্যেক কর্ম দিবসের শুরুতে সেবা প্রদান কার্যক্রম বিষয়ক আলোচনা সভা আয়োজন	আয়োজিত আলোচনা সভা	সংখ্যা	অতিঃ সচিব (বহিঃ ও নিরাপত্তা)	২০	২০০	লক্ষ্যমাত্রা	৫০	৫০	৫০	৫০	
						প্রকৃত অর্জন					
৯.৫ পাসপোর্ট সেবা প্রার্থীদের বিভিন্ন সমস্যা দ্রুত সমাধানের লক্ষে ফেসবুক পেইজের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা	পরিচালিত ফেসবুক পেইজ কার্যক্রম	সংখ্যা	অতিঃ সচিব (বহিঃ ও নিরাপত্তা)	০০	৬৭	লক্ষ্যমাত্রা	২৫	২৫	১০	০৭	
						প্রকৃত অর্জন					
৯.৬ বিভিন্ন দুর্যোগ সফলভাবে মোকাবেলার লক্ষ্যে কমিউনিটি ভলান্টিয়ার তৈরি করে প্রশিক্ষণ প্রদান	প্রশিক্ষিত কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	সংখ্যা	যুগ্মসচিব (অগ্নি)	১৬৮০	২০০০	লক্ষ্যমাত্রা	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০	
						প্রকৃত অর্জন					
৯.৭ মাদক বিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদক বিরোধী কমিটি গঠন	গঠিত মাদক বিরোধী কমিটি	সংখ্যা	যুগ্মসচিব (সমন্বয়)	১০১২	১৫০০০	লক্ষ্যমাত্রা	৩০০০	৪০০০	৪০০০	৪০০০	
						প্রকৃত অর্জন					
৯.৮ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আনসার সদস্যদেরকে স্মার্ট কার্ড প্রদান	প্রদানকৃত স্মার্ট কার্ড	সংখ্যা	যুগ্মসচিব (আনসার)	০০	১০০	লক্ষ্যমাত্রা	২৫	২৫	২৫	২৫	
						প্রকৃত অর্জন					
৯.৯ বন্দি মুক্তি পরবর্তী পুনর্বাসনের জন্য কারা বন্দিদের বিভিন্ন ট্রেপে প্রশিক্ষণ প্রদান	প্রদানকৃত প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	অতিঃ সচিব (কারাউ)	২৫০০০	২০০০০	লক্ষ্যমাত্রা	৫০০০	৫০০০	৫০০০	৫০০০	
						প্রকৃত অর্জন					

কার্যক্রম	সূচক	একক	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রশাসনিক ইউনিট	জুলাই/২০১৬ জুন/২০১৭ সময়ের জন্য পরিকল্পনা		অগ্রগতি পরিবীক্ষণ					মন্তব্য
				ভিত্তিরেখা (Baseline) জুন ২০১৬	লক্ষ্যমাত্রা		১ম কোয়ার্টার জুলাই/১৬-সেপ্টেম্বর/১৬	২য় কোয়ার্টার অক্টোবর/১৬-ডিসেম্বর/১৬	৩য় কোয়ার্টার জানুয়ারি/১৭-মার্চ/১৭	৪র্থ কোয়ার্টার এপ্রিল/১৭-জুন/১৭	
১০. বাজেট বরাদ্দ											
১০.১ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য আনুমানিক (Indicative) বাজেট বরাদ্দ	বরাদ্দকৃত অর্থ	লক্ষ টাকা	যুগ্মসচিব (বাজেট)	০০	২০০০০০	লক্ষ্যমাত্রা	৫০০০০০	৫০০০০০	৫০০০০০	৫০০০০০	
						প্রকৃত অর্জন					
১১. পরিবীক্ষণ											
১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন	প্রণীত পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো	সংখ্যা	ফোকাল পয়েন্ট	২৭/০২/১৪	৩১/০৭/১৬	লক্ষ্যমাত্রা	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন	
						প্রকৃত অর্জন					
১১.২ মন্ত্রিপরিষিদ বিভাগে পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিল	পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	ফোকাল পয়েন্ট	১৪/০৮/১৬	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ যথাসময়ে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিল	লক্ষ্যমাত্রা	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিল	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিল	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিল	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিল	
						প্রকৃত অর্জন					

১.১২ জননিরাপত্তা বিভাগের উদ্ভাবনী কর্যক্রম

জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন চর্চার বিষয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদানের লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এ ০১টি করে ইনোভেশন টিম গঠনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে ২০১৩ সালে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। অফিসের কাজের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে বাৎসরিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ইনোভেশন টিমের অন্যতম দায়িত্ব। উক্ত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ২০১৩ সালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়।

১.১৩ মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ

জননিরাপত্তা বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাজের মান ও দক্ষতা সমুন্নত রাখার জন্য 'Need Based' অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে এ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য মোট ১৫টি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এসব প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে মোট ৫২২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এছাড়া দেশে-বিদেশে আয়োজিত প্রশিক্ষণে এ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রেরণ করা হয়ে থাকে যাতে তাদের কাজের মান বৃদ্ধি পায়।

১.১৪ অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়ে থাকে । এসব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জননিরাপত্তা বিভাগের দাপ্তরিক কাজের গতিবৃদ্ধিপায় এবং সহজতর হয়। জননিরাপত্তা বিভাগ ০১/০৬/২০১৭ হতে ৩১/০৬/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মোট ১৬৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এসকল প্রশিক্ষণগুলোর মধ্যে অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ উল্লেখযোগ্য।

জননিরাপত্তা বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাদের ইন-হাউস প্রশিক্ষণ চিত্র

জননিরাপত্তা বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাদের ইন-হাউস প্রশিক্ষণ চিত্র

জননিরাপত্তা বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাদের ইন-হাউস প্রশিক্ষণ চিত্র

১.১৫ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) : প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের জন্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জননিরাপত্তা বিভাগের মধ্যে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং জননিরাপত্তা বিভাগের অধীন অধিদপ্তর/সংস্থা সমূহের ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি স্ব-স্ব সংস্থা/অধিদপ্তর প্রধানগণের উপস্থিতিতে স্বাক্ষরিত হয়। এ বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির মধ্য দিয়ে মন্ত্রণালয় এবং অধীন অধিদপ্তর/সংস্থা সমূহে প্রতি বছরই অনন্য অবদান রাখছে।

আগামী এক বছর মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলো কি কাজ করবে সেই কাজের একটি অঙ্গীকারনামাই (APA) বা বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি। এই চুক্তির ফলে যারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কার্য সমাপ্ত করে তাদের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ উক্ত কাজের স্বরূপ নম্বরের ব্যবস্থা রেখেছেন। সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের সদ্ব্যবহার এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং চুক্তি (APA) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পৃথক টীম গঠন করা হয়েছে। জননিরাপত্তা বিভাগের ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি অর্জন ৮৮.৫৯% এবং জাতীয় অর্জন ৮৬.৭৩% যা প্রশংসনীয়।

জননিরাপত্তা বিভাগের সাথে পুলিশ অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জননিরাপত্তা বিভাগের সাথে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সচিব জননিরাপত্তা বিভাগ ও মহাপরিচালক বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাহিনী

জননিরাপত্তা বিভাগের সাথে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি

১.১৬ বার্ষিক সম্প্রীতি সম্মিলন

জননিরাপত্তা বিভাগ প্রতি বছরই বার্ষিক বনভোজনের আয়োজন করে থাকে। এ বনভোজনের মধ্যে সকল কর্মকর্তা এবং কর্মচারী একই সাথে আনন্দ উল্লাস করার সুযোগ পায় এবং সবার মাঝে সৌহার্দ্যপূণ সম্পর্ক গড়ে উঠে। এ বনভোজন অনুষ্ঠানের জন্য মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

বার্ষিক সম্প্রীতি সম্মিলনে কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বক্তব্য দেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়

জননিরাপত্তা বিভাগের সচিব মহোদয় কর্তৃক মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে শুভেচ্ছা উপহার প্রদান

বার্ষিক সম্প্রীতি সম্মিলনে জননিরাপত্তা বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

বার্ষিক সম্প্রীতি সম্মিলনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

মনোমুগ্ধকর পরিবেশে জননিরাপত্তা বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ

১.১৭ জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন

জননিরাপত্তা বিভাগ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দিবস, র‌্যালিসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রতিনিয়তই অংশ গ্রহণ করে যাচ্ছে। এ বিভাগ সরকারের বিভিন্ন দিবস পালন করে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সুন্দরভবে পালন করছে। এর পাশাপাশি জননিরাপত্তা বিভাগ ২১ ফেব্রুয়ারি, ৭ মার্চ, ১৭ মার্চ, ২৬ মার্চ এবং ১৬ ডিসেম্বরসহ সকল জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবস সমূহ উদ্‌যাপন করে থাকে।

স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ উপলক্ষে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

৭ই মার্চের ভাষণকে ইউনেস্কো কর্তৃক স্বীকৃতি দেওয়ায় জননিরাপত্তা বিভাগের আনন্দ শোভাযাত্রা

বাংলাদেশ পুলিশ

সংগঠনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চালিকা শক্তি হচ্ছে দক্ষ, স্বতঃপ্রণোদিত এবং সুশৃঙ্খল মানবসম্পদ। ১৮৫৭ সালের সিপাই বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৬১ সালে পুলিশের যে সাংগঠনিক কাঠামো প্রস্তুত করা হয় তা প্রধানত ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার ধারক এবং বাহক হিসাবে সৃজিত। বর্তমানে সমাজের চাহিদা অনুযায়ী পুলিশ বাহিনী যুগোপযোগী করার বিভিন্ন পদক্ষে নেয়া হয়েছে। জাতিসংঘ শান্তিকালীন সময়ে প্রতি ৪০০ জনের বিপরীতে একজন পুলিশ সদস্যকে আদর্শ হিসাবে ধরে থাকে এবং পৃথিবীর অধিকাংশ উন্নত দেশেই প্রতি চারশত জনের চেয়েও কম জনসংখ্যার বিপরীতে একজন পুলিশ সদস্য রয়েছে । পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে ৭২৮ এবং পাকিস্তানে ৬২৫ জনের বিপরীতে একজন পুলিশ সদস্য রয়েছে। জনসংখ্যার বিপরীতে পুলিশ সদস্য সংখ্যার অনুপাত বিবেচনায় বর্তমান সরকার চলতি মেয়াদে দায়িত্ব গ্রহণের পর পুলিশ বাহিনীতে ৫০ হাজার জনবল বৃদ্ধির নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। উক্ত পঞ্চাশ হাজার পদ সৃজনের কার্যক্রম প্রায় সম্পন্ন হয়েছে।

১. প্রশাসনিক

১. ১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে) (৩০/০৬/২০১৮ ইং তারিখ পর্যন্ত)

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য*
১	২	৩	৪	৫	৬
মন্ত্রণালয়					
অধিদপ্তর/সংস্থা সমূহ/সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)	১৯৮৬৫৩ (পুলিশ)	১৭৬৮২০ (পুলিশ)	২১৮৩৩ (পুলিশ) (১৫০৪ টি বদলিজনিত শূন্যপদসহ)	৮৩৬৭১ (পুলিশ)	নতুন পদ সৃজনের ফলে অনুমোদিত পদ বৃদ্ধি পেয়েছে।
	১০৪৮৮ (নন-পুলিশ) (২৭২৪ টি আউট সোর্সিং পদসহ)	৭৮২৩ (নন-পুলিশ)	২৬৬৫ (নন-পুলিশ) (১৪৫ টি বদলিজনিত শূন্যপদসহ)	৫৪০৩ (নন-পুলিশ) (আউট সোর্সিং পদসহ)	
	৬৯০৭ (পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত র‍্যাবে এএফডি ও অন্যান্য সংস্থা হতে আগত)	৫৩৬৭ (পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত র‍্যাবে এএফডি ও অন্যান্য সংস্থা হতে আগত)	১৫৪০ (পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত র‍্যাবে এএফডি ও অন্যান্য সংস্থা হতে আগত)		
মোট	২১৬০৪৮	১৯০০১০	২৬০৩৮	৮৯০৭৪	

* অনুমোদিত পদের হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ মন্তব্য কলামে উল্লেখ করতে হবে।

১.২ শূন্যপদের বিন্যাস

অতিরিক্ত সচিব/তদূর্ধ্ব পদ		জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১		২	৩	৪	৫	৬	৭
পুলিশ	২	১	১৩৫৮ (নন-ক্যাডার ৩৩২টি বদলিজনিত শূন্যপদসহ)	৫৭৫৯ (৯৩৯টি বদলিজনিত শূন্যপদসহ)	১৪৭১৩ (২৩৩টি বদলিজনিত শূন্যপদসহ)	-	২১৮৩৩
নন-পুলিশ	-	৬৪ (৯ টি বদলিজনিত শূন্যপদসহ)	১৮১ (-৬টি বদলিজনিত শূন্যপদসহ)	৫০(-৩টি বদলিজনিত শূন্যপদসহ)	১২৭০(১০৪টি বদলিজনিত শূন্যপদসহ)	১১০০(৪১টি বদলিজনিত শূন্যপদসহ)	২৬৬৫
পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত র‍্যাবে এএফডি ও অন্যান্য সংস্থা হতে আগত	-	-	৫৮৮টি	৮৯টি	৭৬৪টি	৯৯টি	১৫৪০
মোট=	২	৬৫	২১২৭	৫৮৯৮	১৬৭৪৭	১১৯৯	২৬০৩৮

১.৩ শূন্যপদের বিপরীতে গৃহীত কার্যক্রম:

নিয়োগযোগ্য শূন্যপদসমূহ নিয়োগের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং পদোন্নতিযোগ্য শূন্যপদগুলো বিধি মোতাবেক পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করা হচ্ছে।

১.৪ নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান		
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬
১) অ্যাডি. আইজি (গ্রেড-২) ৫ জন ২) ডিআইজি ১৫ জন ৩) অ্যাডি. ডিআইজি পদে- ৩৭ জন ৪) এসপি ৯৬ জন ৫) নিঃ ইন্স. হতে এএসপি ২৮ জন ৬) টিআই হতে এএসপি ২১ জন ৭) সঃ ইন্স. হতে এএসপি ১৭ জন ৮) এসআই হতে নিঃ ইন্স. ৩৪৩ জন ৯) সার্জেন্ট হতে টিআই ৪২ জন ১০) এসআই/সার্জেন্ট ১২৩১ সর্বমোট = ১৮৩৫ জন	২৮১২ জন	৪৬৪৭ জন	৩৫ তম বিসিএস- ০৩ জন এসআই (নিঃ) ও সার্জেন্ট- ২১১৪ জন সর্বমোট = ২১১৭ জন	১৭৬৯১ ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি)	১৯৮০৮ জন

২. অডিট নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৭ থেকে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত)

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগ সমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স	২৫০২ জুলাই, ২০১৭	৪৯৭ কোটি	৪১০টি	১৪২টি	৪৩ কোটি	২৩৮৩ জুন, ২০১৮	৪৫৫ কোটি
সর্বমোট								

৩. পুলিশ অধিদপ্তরের শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা

অর্থ-বছরে (২০১৭-১৮) মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা		প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
		চাকরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দণ্ড	মোট	
১		২	৩	৪	৫	৬
এএসপি থেকে তদূর্ধ্ব পদ	২৮	০	৫	২	৭	২১
ইন্সপেক্টর পদ	৭৯	৩	১৪	১৯	৩৬	৬৩
এসআই থেকে তদনিম্ন পদ	২৩৭১	১০৬	১৬৯	৮৪০	১১১৫	১২৫৬
মোট	২৪৭৮	১০৯	১৮৮	৮৬১	১১৫৮	১৩৪০

বিশেষ দ্রষ্টব্য: বিভাগীয় মামলা রুজু ব্যতীত ইন্সপেক্টর জেনারেল মহোদয় কর্তৃক ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ সাপেক্ষে মোট ৩১ জনকে লঘুদণ্ড হিসেবে "তিরস্কার" শাস্তি প্রদান করা হয়েছে।

৪. পুলিশ অধিদপ্তর কর্তৃক আপীল/দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০১৭ থেকে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত)

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
০৬টি	১৯১টি	---	১৯৭টি	২৭টি

৫. মানবসম্পদ উন্নয়ন

৫.১ দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০১৭ থেকে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১৫২২ টি (ট্রেনিং) ব্যাচ	৫৭৪৩৯ জন (ট্রেনিং)
৩,৬৩২ টি (আইসিটি) ব্যাচ	৭১,৮৬৩ জন (আইসিটি)
সর্বমোট-৫১৫৪ টি ব্যাচ	১২৯৩০২ জন

৫.২ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (০১ জুলাই ২০১৭ থেকে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত) প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা : এনসিবি-৯০ (নব্বই) জন কর্মকর্তা, ট্রেনিং শাখা-৫৯৩ জন এবং আইসিটি শাখার ২৮৩ জনসহ সর্বমোট ৯৬৬ জন।

৬. সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৭ থেকে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত)

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	২
০৩ টি (এনসিবি)	৯০ জন (এনসিবি)
২২৭ টি (ট্রেনিং)	১১৩৪৫ জন (ট্রেনিং)
১৫০৭ টি (আইসিটি)	৪৮,০৮৫ জন (আইসিটি)
মোট- ১৭৩৭ টি	৫৯৫২০ জন

৭. তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

অধিদপ্তর ও দপ্তরসমূহে কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	অধিদপ্তর ও দপ্তরসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	অধিদপ্তর ও দপ্তরসমূহে ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না	অধিদপ্তর ও দপ্তরসমূহে ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না	অধিদপ্তর ও দপ্তরসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারী
১	২	৩	৪	৫	৬
				ট্রেনিং-৫৪২২ জন	৪১৬১ জন
আইসিটি-৫৬৫৮	আছে	আছে	নাই	৭৬১৯ জন	৮০৯২ জন
সর্বমোট- ৫৬৫৮	আছে	আছে	নাই	১৩০৪১ জন	১২২৫৩ জন

৮. ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন

৮.১ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে নতুন আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন করে থাকলে তার তালিকা

ক) গাজীপুর মহানগরী পুলিশ আইন, ২০১৮ সরকারি অনুমোদন গ্রহণ (বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৯ এপ্রিল, ২০১৮ এ প্রকাশিত)

খ) রংপুর মহানগরী পুলিশ আইন, ২০১৮ সরকারি অনুমোদন গ্রহণ (বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৯ এপ্রিল, ২০১৮ এ প্রকাশিত)

গ) পুলিশ মুক্তিযোদ্ধা/কর্তব্য পালনকালে সন্ত্রাসী হামলায় বীরোচিতভাবে নিহত পুলিশ সদস্যদের নামে বাংলাদেশ পুলিশের নিয়ন্ত্রণাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনার নামকরণ সংক্রান্ত নির্দেশনাবলি তৈরি করা হয়েছে।

ঘ) পিবিআই কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং তদন্ত সহায়ক যন্ত্রপাতি ক্রয় শীর্ষক প্রকল্প এর আওতায় থাইল্যাণ্ড-এ Terrorist Crime Scene Investigation Course এর ১ম ও ২য় ব্যাচে ৪৫ জন এবং Western Sydney University, Australia এর ব্যবস্থাপনায় Crime, Criminal Investigation, Monitoring and Supervision প্রশিক্ষণে ১৯ জন কর্মকর্তাসহ মোট ৬৪ জন কর্মকর্তাকে বিদেশে প্রশিক্ষণ করানো হয়।

৮.২ সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

ক) প্রেসক্লিপিং- প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ বাহিনীর কার্যক্রম, নতুন ইউনিট স্থাপন, নিয়োগ-বদলি ইত্যাদি এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে দেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টের প্রায় ১২ হাজার ৫২৮টি পেপার ক্লিপিং ইন্সপেক্টর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ মহোদয়সহ উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের গোচরীভূত করা হয়েছে।

খ) বিভিন্ন ইউনিটে প্রেসক্লিপিং প্রেরণ-পুলিশ এবং আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট সম্পর্কে তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ/প্রতিবেদন প্রেরণ/দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ৪ হাজার ১৫৫টি এবং আইজিপি মহোদয়ের নির্দেশিত ২৭টি প্রেসক্লিপিং পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটে প্রেরণ করা হয়েছে।

গ) প্রেসরিলিজ- দৈনন্দিন পুলিশি কার্যক্রম, পুলিশের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড, নতুন ইউনিট স্থাপন, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ পুলিশের কার্যক্রম এবং অবদান ইত্যাদি সম্পর্কে প্রায় ৮২টি প্রেসরিলিজ এবং ছবি প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার/প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ঘ) প্রেস কনফারেন্স/প্রেস ব্রিফিং- প্রতিবেদনাধীন সময়ে আইন-শৃঙ্খলা এবং পুলিশ সংক্রান্তে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স এবং পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট সর্বমোট ০২টি প্রেস কনফারেন্স/প্রেস ব্রিফিং-এর আয়োজন করেছে।

ঙ) পত্রিকায় প্রকাশিত ক্রোড়পত্র ও বিবরণ-প্রতিবেদনাধীন মাসে ০৮-১২ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে পাঁচ দিনব্যাপী 'পুলিশসপ্তাহ ২০১৮' উদযাপিত হয়। পুলিশ সপ্তাহের প্রথমদিন ১৯টি পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

চ) ডকুমেন্টারি তৈরি ও বিবরণ-'জঙ্গি অভিযান সংক্রান্ত', 'কমিউনিটি পুলিশিং সংক্রান্ত' এবং 'সাফল্য বাংলাদেশ পুলিশ' ডকুমেন্টারি ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ছ) মিডিয়া হাউজ পরিদর্শন- প্রতিবেদনাধীন সময়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টাসের মিডিয়া এণ্ড পাবলিক রিলেশন্স শাখা থেকে ৩০টি প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া হাউজ পরিদর্শন করে সংশ্লিষ্ট হাউজে কর্মরত সংবাদকর্মীদের সাথে পুলিশ-মিডিয়া সম্পর্ক, পুলিশ সংক্রান্ত কভারেজ ইত্যাদি বিষয়ে মতবিনিময় করা হয়েছে।

জ) মিডিয়া সেল-বর্তমান অবাধ তথ্য প্রবাহ এবং ক্রমবর্ধমান মিডিয়ার যুগে কার্যকরভাবে পুলিশের প্রচার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি যুগোপযোগী মিডিয়া পলিসি/স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান প্রণয়নের নিমিত্তে মিডিয়া গাইডলাইন এবং কৌশলপত্র প্রণয়নের জন্য ডিআইজি (মিডিয়া এণ্ড প্ল্যানিং) মহোদয়কে সভাপতি করে ৯(নয়) সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া, সকল পুলিশ ইউনিটে মিডিয়া সেল চালুর কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং ৭০টি ইউনিটে মিডিয়া সেল গঠন করা হয়েছে।

ঝ) পুলিশ সপ্তাহ ২০১৮ উদযাপন- গত ০৮-১২ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত উৎসব ও আনন্দ মুখর পরিবেশে পুলিশ সপ্তাহ উদযাপিত হয়েছে। পুলিশ সপ্তাহের নানা আয়োজনের সংবাদ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার/প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বার্ষিক পুলিশ প্যারেড অনুষ্ঠান বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ টেলিভিশন ওয়ার্ল্ড এবং বাংলাদেশ বেতারসহ অন্যান্য বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পুলিশ সপ্তাহ ২০১৮ -এর বিভিন্ন অনুষ্ঠান যেমন- পুলিশ সপ্তাহ শুরু, উর্ধ্বতন পুলিশ অফিসারগণের সাথে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সম্মেলন, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস এসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা, আইজি'জ ব্যাজ প্রদান ইত্যাদি অনুষ্ঠানের প্রেস রিলিজ এবং ছবি প্রিন্ট ও ইলেক্টনিক মিডিয়ায় প্রেরণ করে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে বাংলাদেশ টেলিভিশনে ধারণকৃত ও প্রচারিত বিশেষ টকশো সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুলিশ সপ্তাহের পুরো সময় জুড়ে অধিকাংশ বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের অংশ গ্রহণে টকশো আয়োজনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ঞ) গণসচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি/সংবাদ প্রকাশ-পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর, পবিত্র ঈদ-উল-আযহা, বিশ্ব ইজতেমা, দুর্গাপূজা ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে উদযাপনের জন্য জনসাধারণকে সম্ভাব্য অপরাধ, বাংলা ও ইংরেজি নববর্ষ, ২১ ফেব্রুয়ারি, ২৬ মার্চ, ১৬ ডিসেম্বর, বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইভেন্টসহ বিভিন্ন জাতীয় দিবস ও অনুষ্ঠান নিরাপদে উদযাপনের লক্ষ্যে গৃহীত নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে গণসচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি/সংবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ট) স্ক্রলনিউজ- পুলিশের আভিযানিক সাফল্য, গ্রেফতার, উদ্ধার এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে পুলিশ সদস্যদের অংশগ্রহণ, নিয়োগ/বদলি ইত্যাদি সংবাদ ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাথে সমন্বয় করে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ঠ) বিভ্রান্তিমূলক/নেতিবাচক সংবাদ সম্পর্কে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ- প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারিত পুলিশ এবং আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিভ্রান্তিমূলক/নেতিবাচক সংবাদ সম্পর্কে মিডিয়া এণ্ড পাবলিক রিলেশনস্ শাখা থেকে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রতিবাদলিপি প্রেরণ করা হয়েছে।

ড) প্রতিবাদলিপি- প্রতিবেদনাধীন সময়ে ১৬টি দৈনিক পত্রিকায় পুলিশ এবং আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিভ্রান্তিমূলক সংবাদের প্রতিবাদ জানানো হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট পত্রিকা প্রকাশ করেছে।

ঢ) সাংবাদিকদের সাথে যোগাযোগ এবং সমন্বয়- প্রতিবেদনাধীন সময়ে ক্রাইম রিপোর্টার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ (ক্র্যাব) এর সদস্য এবং সকল প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার অপরাধ প্রতিবেদকদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ এবং পুলিশের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের প্রচার এবং তথ্য প্রদান সংক্রান্ত কাজের সমন্বয় করা হয়েছে। তাদেরকে পুলিশ সংক্রান্ত বিভিন্ন ইতিবাচক তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পুলিশ-সাংবাদিক সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটেছে। তাছাড়া, বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠন যেমন- বাংলাদেশ ফেডারেল ইউনিয়ন অব জার্নালিস্ট, ঢাকা ইউনিয়ন অব জার্নালিস্ট, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি এবং বাংলাদেশ ফটো জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন নেতৃবৃন্দের সাথে পুলিশি কার্যক্রম সংক্রান্তে নানা বিষয়ে যোগাযোগ এবং মতবিনিময় করা হয়েছে। এছাড়া, প্রতিবেদনাধীন সময়ে বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া হাউজ পরিদর্শন করে ওইসব হাউজে কর্মরত সংবাদ কর্মীদের সাথে পুলিশ-মিডিয়া সম্পর্ক উন্নয়নে মতবিনিময় করা হয়েছে।

ণ) জাতীয় জরুরি সেবা-৯৯৯ (National Emergency Service-999): গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা জাতীয় জরুরি সেবা-৯৯৯ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। '৯৯৯' সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ত) ফেসবুক পেইজ-বাংলাদেশ পুলিশের অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজ ''BangladeshPolice'' পেইজের মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশের সব ইউনিটের বিভিন্ন ইতিবাচক সংবাদ, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম নিয়মিত প্রচার করা হয়েছে। ৩৫তম বিসিএস (পুলিশ) ব্যাচের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান এবং Bangladesh Women Police Award প্রদান অনুষ্ঠানসমূহ Facebook live এর মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

থ) ইউটিউব-ইউটিউবে Bangladesh Police Channel -এ আইজিপি মহোদয়ের বিভিন্ন ইভেন্টসহ বাংলাদেশ পুলিশের ইতিবাচক ও উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের ভিডিও নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে, যা বাংলাদেশ পুলিশের কার্যক্রমকে আরও বেশি জনমুখী করতে সহায়তা করছে ।

USG, DPKO, UN Military Adviser, Police Adviser, Defense Adviser কর্তৃক সৌজন্য সাক্ষাত

জাতিসংঘের মহাসচিবের Sexual Violence in Conflict সংক্রান্ত বিশেষ প্রতিনিধি H.E. Ms. Pramila Patten কর্তৃক সৌজন্য সাক্ষাত

Meeting within Ms Chandana Tiwari, UN Security Advisor, UNDDS

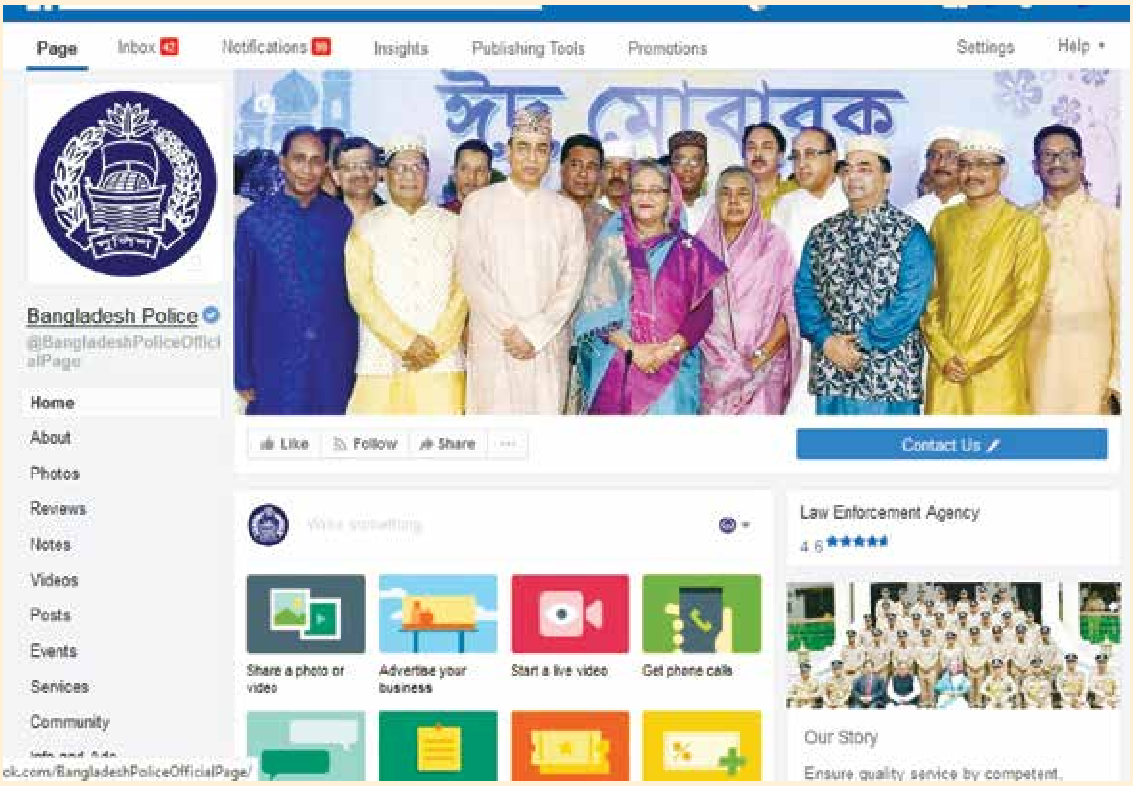

বাংলাদেশ পুলিশ অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল

৯৯৯ কল সেন্টারের কার্যক্রম

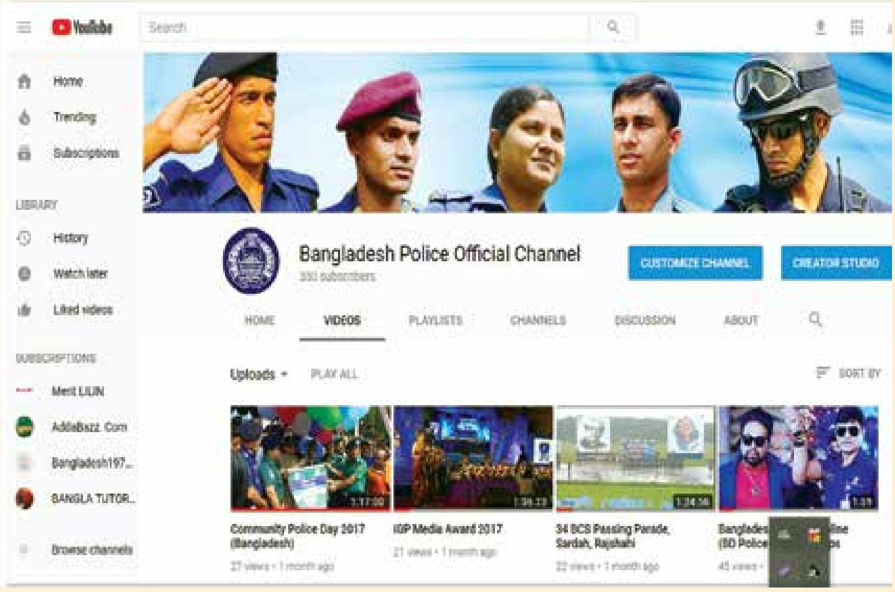

বাংলাদেশ পুলিশ ফেসবুক পেজ

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

আসন্ন পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে উদ্‌যাপনের জন্য সম্মানিত জনসাধারণকে নিম্নোক্ত পরামর্শ গ্রহণের অনুরোধ জানানো হচ্ছে ঃ

- ঈদের প্রাক্কালে যাঁরা ঢাকার বাহিরে যাবেন তাঁরা সময় নিয়ে ভ্রমণ পরিকল্পনা করবেন, যাতে শেষ মুহূর্তের ট্রেন, বাস, লঞ্চ ও ফেরিঘাটের মারাত্মক ভীড় এড়িয়ে নির্বিঘ্নে প্রিয়জনের সাথে ঈদের আনন্দ উপভোগ করতে পারেন।
- দ্রুতগতিতে গাড়ি চালাতে চালককে তাগিদ দেবেন না। চালক যাতে নিয়মতান্ত্রিকভাবে গাড়ি চালায় সে দিকে লক্ষ্য রাখুন।
- নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অতিরিক্ত যাত্রী হয়ে ট্রেন, বাস, লঞ্চ বা স্টিমারের ছাদে ভ্রমণ করবেন না। যথাসম্ভব ভীড় এড়িয়ে চলুন, নিরাপদে ভ্রমণ করুন।
- মহাসড়কে নসিমন, করিমন, ভটভটি ইত্যাদি অবৈধ যানবাহন চালানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এসব বিপদজনক যানবাহনে চলাচল পরিহার করুন, নিরাপদে থাকুন।
- যাত্রা পথে, রেল স্টেশন, বাস ও লঞ্চ টার্মিনালে অপরিচিত কোন ব্যক্তির কাছ থেকে কোমল পানীয়, শরবত বা অন্য কোন খাবার গ্রহণ করবেন না।
- কোন ব্যক্তিকে অজ্ঞান পার্টি/প্রতারক চক্রের সদস্য সন্দেহ হলে তাৎক্ষণিকভাবে নিকটস্থ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদেরকে জানান।
- বড় অংকের অর্থ লেনদেনের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করুন, প্রয়োজনে পুলিশের সহায়তা নিন। কোন নোট জাল সন্দেহ হলে তাৎক্ষণিকভাবে নিকটস্থ পুলিশকে জানান।
- কোন ব্যক্তি/গোষ্ঠী যাতে অমূলক ঘটনার গুজব সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণকে বিভ্রান্ত করে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে না পারে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। এ ধরণের পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে পুলিশকে অবহিত করুন।
- প্রয়োজনে ঢাকা মহানগর পুলিশের সহায়তার জন্য ০১৭১৩৩৯৮৩১১, ৯৫১৪৪০০, ৯৫৫১১৮৮, ৯৫৫৯৯৩৩, র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) ০১৭৭৭৭২০০২৯, ৭৯১৩১১৭, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের কন্ট্রোল রুমে ০১৭৬৯৬৯০০৩৩, ০১৭৬৯৬৯০০৩৪, ৯৫৬১৯৬৭, ৯৫৬০৬৬১ নম্বরে এবং জেলা পুলিশ সুপার ও থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) এর সাথে যোগাযোগ করুন।

ঈদ হোক আনন্দময় ও উৎসবমুখর
পুলিশের সেবা নিন, নিরাপদে থাকুন

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা ॥

ঈদ উপলক্ষে জনসচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি

৯. প্ল্যানিং এণ্ড রিসার্চ বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ক) পুলিশ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পুলিশ এবং সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মধ্যে গত ২০/০৬/২০১৭ খ্রি. ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষরিত হয়।

খ) নৌ পুলিশ এবং ট্যুরিস্ট পুলিশের জন্য পৃথক পৃথকভাবে প্রস্তুতকৃত খসড়া বিধিমালা, ২০১৬ সরকারি অনুমোদনের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

গ) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩) এর সংযোজনী প্রস্তাব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ [ধারা-১০(ক) সংযোজন সংক্রান্ত।

ঘ) এন্টিটেরোরিজম ইউনিট বিধিমালা, ২০১৮ -এর খসড়া প্রস্তুতপূর্বক সরকারি অনুমোদনের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

ঙ) মানিলণ্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা, ২০১৮ -এর খসড়ার উপর মতামত সিনিয়র সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে প্রেরণ (পিএণ্ডআর শাখার স্মারক নং-৩১৬, তারিখঃ ৩০/০৫/২০১৮খ্রি)।

চ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর খসড়ার উপর মতামত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ (পিএণ্ডআর শাখার স্মারক নং-৩৩০, তারিখঃ ০৫/০৬/২০১৮খ্রি)

ছ) টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্যে ‘এসডিজি ট্রাকার’ (www.sdg.gov.bd) সিস্টেমের জন্য নির্দিষ্ট ছক মোতাবেক সময়ে সময়ে তথ্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগে প্রেরণ।

১০. ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ক) সমাপ্ত প্রকল্পসমূহঃ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত প্রকল্পসমূহ সমাপ্ত হয়েছে।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	ডিপিপি অনুমোদিত ব্যয়	জুন/২০১৭ পর্যন্ত ব্যয়	২০১৭-১৮ অর্থবছরে বরাদ্দ	২০১৭-১৮ অর্থবছরে ব্যয়
১.	পুলিশ বিভাগের ৫০টি সার্কেল এএসপি অফিস-কাম-বাসভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়ে ২৫টি)	৩৩৪৭.৪২	১৯৯৮.৮০	১৪০৭.০০	১৩৩১.২২
২.	ঢাকায় এসবি ট্রেনিং স্কুল নির্মাণ	২২৫৮.৬০	৬২১.৪৭	১১৯৭.০০	১১৫৫.১৭

খ) সরকারের উন্নয়ন বাজেটের আওতায় এডিপি'র অর্থায়নে বর্তমান সরকারের আমলে নিম্নবর্ণিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থসালে প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য আরএডিপি'তে ৫৩৫৬৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বরাদ্দের বিপরীতে ৫৩০০৯.৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	ডিপিপি অনুমোদিত ব্যয়	জুন/২০১৭ পর্যন্ত ব্যয়	২০১৭-১৮ অর্থবছরে বরাদ্দ	২০১৭-১৮ অর্থবছরে ব্যয়
১.	পুলিশ বিভাগের ১০১টি জরাজীর্ণ থানা ভবন টাইপ প্ল্যানে নির্মাণ	৮৬৮৩১.০০	৪৭৯৯৫.১৮	৮২১২.১৫	৮১৫৯.২০
২.	দেশের বিভিন্ন স্থানে পুলিশ বিভাগের ৫০টি হাইওয়ে আউট পোস্ট নির্মাণ প্রকল্প (সংশোধিত)	১৫৮৭৯.৭০	৩৬০০.৫৫	৫৫৫.০০	৫৩৯.১২
৩.	পুলিশ বিভাগের ১৯টি জেলা/ইউনিটে ১৯টি অস্ত্রাগার নির্মাণ	৬১৯২.৮২	১৫৯৯.৪১	২৭০০.০০	২৬০৪.৫৩
৪.	এসবি/সিআইডি ভবনের ৭ম তলা হতে ১৪ তম তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	৬৩০০.৬৬	২০০.০০	৩০০০.০০	২৯৯৬.৮৯
৫.	বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের জন্য ১২ টি ব্যারাক ভবন নির্মাণ	২১৯১৭.৭৭	২৬০০.২১	৭২৫০.০০	৭২৪৭.৫৭
৬.	৭টি র‍্যাবে কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প (সংশোধিত)	৫৯৯০৮.০৭	৩১১৭৩.৮১	৬৮৮৯.০০	৬৮৫৮.৬৫
৭.	৫ টি র‍্যাবে কমপ্লেক্স এবং একটি র‍্যাব ট্রেনিং স্কুল কমপ্লেক্স নির্মাণ	৭১১৫১.৩৯	৫৪৮৮.৩৭	১১১১.০০	১১১১.০০
৮.	দেশের ৯টি জেলায় পুলিশ সুপারের কার্যালয় নির্মাণ	৭৪৭৩.৬৪	১০০০.৫৬	৩৮০০.০০	৩৭৯৯.৪৫
৯.	পিবিআই -এর কর্মকর্তাগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং তদন্ত সহায়ক যন্ত্রপাতি ক্রয়	১৩১৯৫.০০	৩৭৩৮.৯৯	৪৬১৯.৫০	৪৬০৫.০৯
১০.	১৯টি নৌ পুলিশ ফাঁড়ি ও ব্যারাক নির্মাণ	৯৭০০.০৪	৫৯৯.২৯	১৯০৪.৫০	১৮৪৬.৬১
১১.	বিদ্যমান পুলিশ হাসপাতালসমূহ আধুনিকীকরণ	২৯২০৭.৩৩	২৪.৩৬	২৭৯২.৫০	২৭৭১.৫৫
১২.	ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অপারেশন সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ	২০০২৯.৮২	৮৯৯৫.০৩	৫৪৪৭.৩৫	৫৪৪৫.৬৪
১৩.	"বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমী, সারদা, রাজশাহীতে বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী ভবন নির্মাণ এবং আইটি সেন্টার স্থাপন"	১৩৫৬.২৫	০.০০	৬২৯.০০	৫৬১.৯৩
১৪.	বরিশাল ও সিলেট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ান এবং রেঞ্জ রিজার্ভ পুলিশ লাইন্স নির্মাণ	২৩১৬৫.৪৩	০.০০	১০৫০.০০	১০৪৮.৮৯
১৫.	বরিশাল মেট্রোপলিটন ও খুলনা জেলা পুলিশ লাইন্স নির্মাণ	১৫২১০.৩৯	০.০০	৭৫০.০০	৭৪৮.৪৩
১৬.	র‍্যাবে ফোর্সেস সদর দপ্তর নির্মাণ	৪৯৫১০.৪১	০.০০	২৫৫.০০	১৭৮.৭১
১৭.	পুলিশ বিভাগের আধুনিকীকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এনকম সেন্টার ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	১৫৬০২.১৩	০.০০	০.০০	০.০০
	সর্বমোট =	৪৫৮২৩৭.৮৭	১০৯৬৩৬.০৩	৫৩৫৬৯.০০	৫৩০০৯.৬৫

গ) ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের এডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত বরাদ্দবিহীন প্রকল্পসমূহ

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	সম্ভাব্য ব্যয়
১.	পুলিশ বিভাগের আধুনিকীকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ন্যাশনাল ক্রাইম কন্ট্রোল এণ্ড অপারেশন মনিটরিং সেন্টার ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	১৬৬৯৮.২৫
২.	ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় ৯টি আবাসিক টাওয়ার ভবন নির্মাণ	৬৮১৮৩.৭৩
৩.	বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে পুলিশের জন্য ৯টি আবাসিক টাওয়ার নির্মাণ	৪৮০৬৯.২৭
৪.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশেষায়িত পুলিশ প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স নির্মাণ	৫১২৩৯.২০
৫.	কনস্ট্রাকশন অব টাওয়ার '৭১'	৪৯১৩২.১৪

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	সম্ভাব্য ব্যয়
৬.	পুলিশ স্টাফ কলেজ -এর অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ	৪৫০০০.০০
৭.	সিএমপি ২য় পুলিশ লাইন্স ও সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ লাইন্স নির্মাণ	১৩০০০.০০
৮.	ট্রাফিক ট্রেইনিং ও ড্রাইভিং স্কুলের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	৪৫০০.০০
৯.	ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ৪টি, বিভিন্ন স্থানে ৪টি মিনি পুলিশ লাইন্স নির্মাণ	৭৫০০০.০০
১০.	বিশেষ অপরাধ ও আন্তঃদেশীয় অপরাধ প্রতিরোধ কেন্দ্রের সদর দপ্তর ভবন নির্মাণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি	৩৮৪৪২.০৪
১১.	দেশের বিভিন্ন স্থানে থানার প্রশাসনিক কাম-ব্যারাক ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণ	১৫০০০০.০০
১২.	দেশের বিভিন্ন স্থানে ফাঁড়ি, ক্যাম্প ও তদন্ত কেন্দ্র, নৌ-পুলিশ, রেলওয়ে পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশ এবং ইমিগ্রেশন পুলিশের জন্য ফাঁড়ি, ক্যাম্প, চেকপোষ্ট, থানা ভবন-কাম-ব্যারাক নির্মাণ	১০০০০০.০০
১৩.	বিভিন্ন পুলিশ ইউনিটের জন্য প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ	৮৩৩০১.১৫
১৪.	বিদ্যমান ৬টি পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও নতুন ট্রেইনিং সেন্টার স্থাপন	১৫০০০০.০০
১৫.	পুলিশ বিভাগের বিভিন্ন ইউনিটের আবাসন সুবিধা সৃষ্টির জন্য পুলিশ লাইন্স নির্মাণ	১৬০০০০.০০
১৬.	পুলিশ সদস্যদের জন্য বিভিন্ন জেলা এবং ইউনিটে আবাসিক কোয়ার্টার নির্মাণ	৫০০০০.০০
১৭.	পুলিশ সদস্যদের জন্য বিভিন্ন জেলা এবং ইউনিটে বহুতল আবাসিক কোয়ার্টার নির্মাণ (ঢাকা বিভাগ)	৯৮০০০.০০
১৮.	পুলিশ সদস্যদের জন্য বিভিন্ন জেলা এবং ইউনিটে বহুতল আবাসিক কোয়ার্টার নির্মাণ (চট্টগ্রাম বিভাগ)	৯৮০০০.০০
১৯.	পুলিশ সদস্যদের জন্য বিভিন্ন জেলা এবং ইউনিটে বহুতল আবাসিক কোয়ার্টার নির্মাণ (রাজশাহী বিভাগ)	৮০০০০.০০
২০.	পুলিশ সদস্যদের জন্য বিভিন্ন জেলা এবং ইউনিটে বহুতল আবাসিক কোয়ার্টার নির্মাণ (সিলেট বিভাগ)	৪২০০০.০০
২১.	পুলিশ সদস্যদের জন্য বিভিন্ন জেলা এবং ইউনিটে বহুতল আবাসিক কোয়ার্টার নির্মাণ (খুলনা বিভাগ)	৯০০০০.০০
২২.	পুলিশ সদস্যদের জন্য বিভিন্ন জেলা এবং ইউনিটে বহুতল আবাসিক কোয়ার্টার নির্মাণ (রংপুর বিভাগ)	৭৫০০০.০০
২৩.	পুলিশ সদস্যদের জন্য বিভিন্ন জেলা এবং ইউনিটে বহুতল আবাসিক কোয়ার্টার নির্মাণ (বরিশাল বিভাগ)	৫০০০০.০০
২৪.	পুলিশ সদস্যদের জন্য বিভিন্ন জেলা এবং ইউনিটে বহুতল আবাসিক কোয়ার্টার নির্মাণ (ময়মনসিংহ বিভাগ)	৪৭০০০.০০
২৫.	কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতাল, রাজারবাগ, ঢাকা -এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	১৮৫১৫.০০
২৬.	বাংলাদেশ পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকার যানবাহন ও যন্ত্রপাতি ক্রয়	৫৮১১২.৪৫
২৭.	হাইওয়ে পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধি	২১৭৮২.৩০
২৮.	র‌্যাব ফোর্সেস সদর দপ্তর নির্মাণ	৪৩৫৪৯.৫০
২৯.	স্ট্রেনদেনিং দি অপারেশনাল ইফিসিয়েন্সি অব র‌্যাব ফোর্সেস	৪৯৯৯৯.৩৯
৩০.	এনহেন্সিং দি লজিস্টিক ক্যাপাসিটি অব র‌্যাব ফোর্সেস	৪৯৯৯৯.৩৯
৩১.	কক্সবাজার শহরে পর্যটন এলাকায় সিসিটিভি সার্ভিল্যান্স সিস্টেম স্থাপন	১০০০০.০০
৩২.	বাংলাদেশ পুলিশের ডাটা সেন্টার স্থাপন	১৫৪৭৭.৪৩
৩৩.	বাংলাদেশ পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ -এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	২০০০০.০০
৩৪.	ট্যুরিস্ট পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধি	৪০০০.০০
৩৫.	ডেভেলপমেন্ট অব ঢাকা সিটি ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম	৪৮৬০৮০.০০
	সর্বমোট=	**২৪৬০০৮১.২৪**

১১. ওয়েলফেয়ার এণ্ড পেনশন বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ক) বাংলাদেশ পুলিশ কল্যাণ তহবিলের মাসিক কল্যাণ ভাতা প্রদান বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। এখন থেকে মাসিক কল্যাণ তহবিলের অর্থ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের কল্যাণ শাখার পরিবর্তে জেলা/ইউনিট থেকে বিতরণ করা হবে।

খ) ১লা মার্চ তারিখে কর্তব্যরত অবস্থায় জীবন উৎসর্গকারী পুলিশ সদস্যদের স্মরণে দেশব্যাপী সকল পুলিশ ইউনিটে 'পুলিশ মেমোরিয়াল ডে' পালন করা হয়েছে।

গ) ২০১৭ সালে কর্তব্যরত অবস্থায় পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছে তাদের পরিবারবর্গকে ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে শাড়ি, লুঙ্গি এবং খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

ঘ) ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বিশেষ ও ব্যয়বগুল ৫৩০ জন, গুরুতর চিকিৎসা ৭০২ জন ও সাধারণ চিকিৎসা ৬৬১ জনকে চিকিৎসা সাহায্য প্রদান করা হয়েছে।

ঙ) ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ৯৭৫০ জনের অনুকূলে মাসিক কল্যাণ ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

চ) ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে নিহত- ১৫৩জন, গুরুতর আহত-৮১ জন এবং ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাজারবাগ, পুলিশ লাইন্সে মহান মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য ৩৪ জনকে ক্ষতিপূরণ খাত হতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

ছ) ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে কর্তব্যরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী পুলিশ ও নন-পুলিশ কর্মকর্তা/কর্মচারী পরিবার সহায়তা তহবিলের ২২৩ জনের অনুকূলে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

জ) ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ৩৪ জন পুলিশ সদস্যদের গত ১৪/১১/২০১৭ খ্রি. তারিখে পুলিশ অফিসার্স মেস, রমনা, ঢাকায় মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়ের উপস্থিতিতে এক সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ রাজারবাগ পুলিশ লাইনস্ে প্রথম প্রতিরোধ অংশগ্রহণকারী শহীদ পুলিশ মুক্তিযোদ্ধাদের ০৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা এবং পরবর্তীতে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণকারী ও বর্তমানে জীবিত পুলিশ মুক্তিযোদ্ধাদের ০৪(চার) লক্ষ টাকা করে প্রদান করা হয়েছে।

১২. ইকুইপমেন্ট বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

গত ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে শাখা হতে বাংলাদেশ পুলিশ বিভাগ ও জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে কর্মরত বাংলাদেশ পুলিশ সদস্যগণের অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিম্ন ছকে বর্ণিত যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হয়।

যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদির বিবরণ

ক্রঃ নং	ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদির বিবরণ	পরিমাণ	যন্ত্রপাতি সামগ্রীর স্থিতি ৩১ ডিসেম্বর তারিখ পর্যন্ত (পূর্ববর্তী বছরসহ)	সম্ভাব্য চাহিদা	মন্তব্য
1.	Wall Through Imaging	03 Pcs	0	04	
2.	IMSI/Mobile Tracker	02 Pcs	ক্রয় চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে	-	
3.	EOD Disposal Robot	02 Pcs	02	-	
4.	Water Treatment Plant (2000 Ltr/h)	20 Pcs	0	25	
5.	Water Treatment Plant(650 Ltr/h)	10 Pcs	0	15	
6.	Generator 5 KVA	10 Pcs	03	15	
7.	Generator 8 KVA	15 Pcs	06	20	
8.	Generator 10 KVA	15 Pcs	03	20	
9.	Generator 15 KVA	10 Pcs	04	15	
10.	Generator 30 KVA	15 Pcs	01	20	

ক্রঃ নং	ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদির বিবরণ	পরিমাণ	যন্ত্রপাতি সামগ্রীর স্থিতি ৩১ ডিসেম্বর তারিখ পর্যন্ত (পূর্ববর্তী বছরসহ)	সম্ভাব্য চাহিদা	মন্তব্য
11.	Generator 40 KVA	10 Pcs	0	15	
12.	Generator 60 KVA	10 Pcs	01	15	
13.	Generator 100 KVA	02 Pcs	0	07	
14.	Generator 110 KVA	02 Pcs	0	07	
15.	Generator 300 KVA	01 Pcs	0	06	
16.	Mega Search Light(Portable)	110 Pcs	0	120	
17.	Vehicle Mounted Search Light	15 Pcs	0	25	
18.	Speed Detector(Laser Type)	40 Pcs	0	45	
19.	Speed Detector(Color Video Recording)	40 Pcs	0	45	
20.	Wall Moving Fan	90 Pcs	0	100	
21.	Exhaust Fan	220 Pcs	0	230	
22.	Blower Machine	20 Pcs	04	30	
23.	Automatic Roti Machine	07 Pcs	0	15	

১৩. যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি খাতে ক্রয়কৃত মেডিকেল ইকুইপমেন্ট সামগ্রীর বিবরণ

ক্রঃ নং	ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদির বিবরণ	পরিমান	যন্ত্রপাতি সামগ্রীর স্থিতি ৩১ ডিসেম্বর তারিখ পর্যন্ত (পূর্ববর্তী বছরসহ)	সম্ভাব্য চাহিদা	মন্তব্য
1.	Diathermy Machine	01	0		
2.	Infusion Pump	05	0		
3.	CPAP Machine	02	0		
4.	BiPAP Machine	02	0		
5.	ICU Bed	05	0		
6.	Medical Air Plant	01	0		
7.	Medical Vacuum Plant	01	0		
8.	Medical Bed Head Unit	01	0		
9.	ICU Monitor	05	0		
10.	Central Monitoring System	02	0		
11.	Ventilator	05	0		
12.	Auto CPR	01	0		
13.	Anesthesia Machine	01	0		
14.	Scrub Station	01	0		
15.	Syringe Pump	05	0		
16.	Blood and Fluid Warmer	02	0		

১৪. উল্লেখযোগ্য অর্জন

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীকে যুগোপযোগী, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন বিভিন্ন ধরনের সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হয়েছে; যা পুলিশ বাহিনীর দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনসহ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশ পুলিশের সক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১৫. উল্লেখযোগ্য কর্মপরিকল্পনা

পুলিশ বাহিনীর আধুনিকায়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াকে আরও গতিশীল ও যুগোপযোগী করণের লক্ষ্যে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ক্রয়ের কর্মপরিকল্পনা রয়েছে। জননিরাপত্তা বিধান ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নকল্পে ইতোমধ্যে বিভিন্ন ধরনের অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া যুগোপযোগী বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সংগ্রহ ও সরবরাহ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। এতদ্ব্যতীত জাতিসংঘের ০৫টি মিশনের রোটেশনকালীন মালামাল ক্রয় ও সরবরাহ বাবদ ৬,২২,৫৬,৫৭৯ /= টাকা খরচ হয়েছে।

১৬. ইউএন অ্যাফেয়ার্স বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ক) জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে গমন করেছে - ৬৭৪ জন।

খ) জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন হতে প্রত্যাবর্তন করেছেন - ৮৫০ জন।

গ) FPU বাবদ জাতিসংঘ হতে প্রাপ্ত Reimbursement- ২০৯,৮৩,১৬,৪০২.২৩ টাকা।

১৭. স্পোর্টস এণ্ড কালচার বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ক) বাংলাদেশ পুলিশের সকল ইউনিটের অংশগ্রহণে ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, হ্যাণ্ডবল, বাস্কেটবল, ব্যাডমিন্টন, শ্যুটিং, কাবাডিসহ অন্যান্য খেলাধুলার আয়োজন করা হয়েছে।

খ) পুলিশ সদস্যদের শারীরিক ও মানসিক মনোবল বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাপক পরিসরে স্পোর্টস ইভিনিং -এর আয়োজন করা হয়েছে ।

গ) বাংলাদেশ পুলিশ সদস্যের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ক্লাবের মাধ্যমে দেশের বাইরে প্রেরণ করা হয়েছে।

ঘ) বাংলাদেশ পুলিশ সদস্যদের অংশগ্রহণে বার্ষিক আযান, কেরাত ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে যার মাধ্যমে পুলিশ সদস্যদের নৈতিকতার মানোন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

১৮. ওঅ্যাণ্ডএম বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বাংলাদেশ পুলিশ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামোতে ৫০,০০০ পদ সৃজনের অংশ হিসেবে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে এন্টি টেররিজম ইউনিট, রংপুর ও গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ ইউনিট গঠনসহ বিভিন্ন পদবির মোট ৩২২৭টি নতুন পদ সৃজন করা হয়েছে।

১৯. এনসিবি বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বাংলাদেশ ১৯৭৬ ইং সালের ১৪ অক্টোবর International Criminal Police Organization (INTERPOL) -এর সদস্যভুক্ত হয় এবং তখন থেকে এ দেশে INTERPOL এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। INTERPOL সদর দপ্তর ফ্রান্সের Lyon শহরে অবস্থিত। এ সংস্থা আন্তর্জাতিক অপরাধ দমন বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে যথাযথ সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। বর্তমানে INTERPOL সদস্যভুক্ত দেশের সংখ্যা ১৯২টি। প্রত্যেক সদস্যভুক্ত দেশে National Central Bureau (NCB) রয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশের NCB-Dhaka -এর কার্যালয় পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে অবস্থিত। Head of NCB হিসাবে ডিআইজি (অপারেশন্স), বাংলাদেশ পুলিশ দায়িত্ব পালন করেন। NCB-Dhaka -এর National Security Officer (NSO) হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন এআইজি (এনসিবি), বাংলাদেশ পুলিশ।

আন্তর্জাতিক অপরাধ সংক্রান্তে সন্ত্রাস, মাদকদ্রব্য পাচার, নারী ও শিশু পাচার, মানব পাচার, অস্ত্র চোরাচালান, মুদ্রা জালিয়াতি, পর্নোগ্রাফি ও যৌন অপরাধ, আন্তর্জাতিক অপরাধ চক্রসহ অন্যান্য অপরাধীদের সম্পর্কে অনুসন্ধান এবং অভিবাসী ও প্রবাসীদের বহুবিধ সেবা প্রদানের জন্য NCB-DHAKA, INTERPOL এর নিজস্ব সার্ভারে সুরক্ষিত I-24/7 System এর মাধ্যমে INTERPOL General Secretariat (IPSG) এবং INTERPOL এর অপর ১৯১ টি সদস্য রাষ্ট্রের সাথে সার্বক্ষণিক অর্থাৎ (24/7 ভিত্তিক) যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে। INTERPOL সদস্যভুক্ত ১৯১ টি। দেশ হতে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন অপরাধ/তথ্য সংক্রান্তে প্রাপ্ত পত্র এসবি/সিআইডি এবং সংশ্লিষ্ট জেলা/ইউনিটে প্রেরণ করে প্রতিবেদন সংগ্রহ করতঃ সংশ্লিষ্ট দেশের NCB কে অবহিত-করণসহ IPSG কে অবহিত করা হয়। একইভাবে দেশের বিভিন্ন ইউনিট, সংস্থা ও নাগরিকবৃন্দের প্রয়োজন সংক্রান্তে প্রাপ্ত পত্র/আবেদন সংশ্লিষ্ট বৈদেশিক NCB সমূহের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে নিষ্পন্ন করা হয়।

২০. গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ক) INTERPOL -এর সহায়তায় ভারতে আটককৃত সিএমপি, চট্টগ্রাম -এর মামলায় মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত পলাতক রেডনোটিশধারী আসামী মোঃ সাজ্জাদ হোসেন সাজ্জাদকে কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে বাংলাদেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসার নিমিত্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবরে বহিঃসমর্পণ প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে এবং NCB –New Delhi এর সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।

খ) NCB- DHAKA, INTERPOL -এর মাধ্যমে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পুলিশের বিভন্ন পদমর্যাদার ৯০ জন কর্মকর্তা INTERPOL এর ৪৬ টি বিভিন্ন সভা/সেমিনার/প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন। যা আন্তর্জাতিক পুলিশ সহযোগিতার ক্ষেত্রে এবং কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

গ) "Beijing, China-য় অনুষ্ঠিত "86th INTERPOL General Assembly Session" সংক্রান্ত সভায় বাংলাদেশ পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেলের নেতৃত্বে ০৫ (পাঁচ) সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করেছেন। বর্ণিত সভায় Net-Centric Policing (NCP), Counter-Terrorism, Cyber Crime, Organized and Emerging Crime সংক্রান্তে গুরুত্বপূর্ণ ও ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। এ সংক্রান্তে NCB- Dhaka যাবতীয় সকল কার্যক্রম সম্পাদন করেছে।

ঘ) INTERPOL -এর সদস্য রাষ্ট্র হতে ORANGE NOTICE প্রাপ্তি সাপেক্ষে এর বিষয়বস্তু দেশের অভ্যন্তরীণ সকল পুলিশ ইউনিটকে অবহিত করার ফলে বিভিন্ন নাশকতা মূলক অপরাধ সম্পর্কে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে।

ঙ) জারিকৃত PURPLE NOTICE বিভিন্ন পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট ইউনিট সমূহে অবহিত করার মাধ্যমে অপরাধীদের নিত্যনতুন Modus Operandi সম্পর্কে হালনাগাদ ধারণা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

চ) প্রতি বছর বাংলাদেশ সরকার INTERPOL সদর দপ্তরের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ইন্টারপোলে বার্ষিক চাঁদা প্রদান করে থাকে। ২০১৭-১৮ সালে ICPO- INTERPOL এ বার্ষিক সদস্য চাঁদা বাবদ ৬২, ৭১৮ ইউরো সমপরিমাণ ৬২,৭১,৮০০.০০ (বাষট্টি লক্ষ একাত্তর হাজার আটশত) টাকা প্রদান করা হয়েছে।

ছ) চাঞ্চল্যকর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলায় বিদেশে পলাতক আসামিদের অবস্থান নিশ্চিতকরণসহ তাদেরকে দেশে ফিরিয়ে আনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত INTERPOL এর সদস্যদেশ সমূহের সাথে NCB-Dhaka, INTERPOL এর সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত আছে।

জ) সুন্দরগঞ্জ (গাইবান্ধা) থানার হত্যা মামলার সাথে জড়িত পলাতক আসামী শ্রী চন্দন কুমার রায় এর বিরুদ্ধে গত ২৫ আগস্ট ২০১৭ তারিখ পুলিশ সুপার, গাইবান্ধা জেলার অনুরোধের প্রেক্ষিতে INTERPOL Red Notice জারী করা হয়। INTERPOL এর সহায়তায় New Delhi, India তে তার অবস্থান সনাক্ত পূর্বক ইণ্ডিয়ান পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার করা হয় এবং তাকে বাংলাদেশে আনয়নের জন্য বহিঃসমর্পণ প্রস্তাব পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

ঝ) সোনারগাঁও (নারায়নগঞ্জ) থানার চাঁদাবাজি মামলার সাথে জড়িত পলাতক আসামি মোঃ আলী আকবর @ ভুট্টু -এর বিরুদ্ধে গত ২৫ জুলাই ২০১৭ তারিখ পুলিশ সুপার, নারায়নগঞ্জ জেলার অনুরোধের প্রেক্ষিতে INTERPOL Red Notice জারি করা হয়। তার অবস্থান শনাক্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের এনসিবি এর সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত আছে।

ঞ) রুপগঞ্জ (নারায়াণগঞ্জ) থানার অস্ত্র মামলার সাথে জড়িত পলাতক রেডনোটিশধারী আসামি মোহাম্মদ হৃদয়কে Doha, Qatar হতে INTERPOL -এর সহায়তায় গ্রেফতার পূর্বক গত ০৬/১২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশে ফেরত এনে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

ট) নবীগঞ্জ (হবিগঞ্জ) থানার মামলা নং-১০, তারিখঃ ১৯/০৪/২০১৬, ধারা মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন/২০১২ এর ৬/৭/৮১০(১) এর ভিকটিম Mohammad Masud Miah কে Doha, Qatar হতে উদ্ধার পূর্বক গত ২০/১১/২০১৭ তারিখে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয়।

২১. ট্রান্সপোর্ট বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ক) ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে স্থানীয় দরপত্রের মাধ্যমে পুলিশ বিভাগের বিভিন্ন ইউনিটের জন্য জীপ, ডাবল কেবিন পিকআপ, মোটর সাইকেল, মাইক্রোবাস, এ্যাম্বুলেন্স, ট্রাক, মিনিবাসসহ বিভিন্ন ধরনের সর্বমোট ৯৭৮টি যানবাহন ক্রয় করা হয়েছে।

খ) ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে স্থানীয় দরপত্রের মাধ্যমে পুলিশ বিভাগের বিভিন্ন ইউনিটের জন্য পেট্রোল বোট, হাইস্পীড স্পীড বোট, মেকানাইজড কান্ট্রি বোট, স্পীড বোটসহ মোট ১৮টি নৌযান ক্রয় করা হয়েছে।

গ) ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের জন্য ২০টি ঘোড়া আমদানি/ক্রয়ের লক্ষ্যে এল/সি খোলা হয়েছে।

ঘ) ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে 'ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অপারেশন সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক প্রকল্প -এর জন্য ডাবল কেবিন পিকআপ, মোটরসাইকেল (২৫০সিসি), পেট্রোল কার, মিনিবাস, বাস, ট্রাক, মিনিট্রাক ও প্রিজনার্স ভ্যানসহ সর্বমোট ২৩৪টি যানবাহন ক্রয় করা হয়েছে।

ঙ) ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে 'পিবিআই, এর কর্মকর্তাগণের সক্ষতা বৃদ্ধি এবং তদন্ত সহায়ক যন্ত্রপাতি ক্রয়' শীর্ষক প্রকল্প এর জন্য জিপসহ ১৩টি মাইক্রোবাস ক্রয় করা হয়েছে।

চ) ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে পুলিশ বিভাগের বিদ্যমান যানবাহনসমূহ সঠিকভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে Online Vehicle Management System কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

ছ) পুলিশ বিভাগের কেন্দ্রীয় মোটর ওয়াকশর্প নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

জ) 'ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অপারেশন সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক প্রকল্প বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় ৩২৮ জন পুলিশ সদস্যের চার সপ্তাহ মেয়াদি বেসিক ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২২. ইন্টেলিজেন্স এণ্ড স্পেশাল অ্যাফেয়ার্স বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ক) পুলিশ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ এবং সৃজনশীল কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ বিপিএম/পিপিএম পদক এবং "IGP' s Exemplary Good Services Badge" প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদন।

খ) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারক, প্রসিকিউটর, সাক্ষী ও আদালতের নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যাবলি সমন্বয়।

গ) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক রায় ঘোষণার সময়ে বিভিন্ন গোয়েন্দা তথ্যের সংকলন ও এর আলোকে সংশ্লিষ্ট জেলা/ইউনিট কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

ঘ) বিশ্ব এজতেমা ২০১৮ প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্যায়, ঈদ-উল-ফিতর-২০১৭, ঈদ-উল-আযহা-২০১৭, ঈদ-উল ফিতর-২০১৮ মহরাম-আশুরা, ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী, পবিত্র-শব-ই-মিরাজ, শব-ই-বরাত, দুর্গাপূজা ২০১৭ এবং অন্যান্য ধর্মীয় উৎসব তথা, বড়দিন, বৌদ্ধ-পূর্ণিমা উদযাপনে বিভিন্ন ইউনিটকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান এবং সমন্বয়।

ঙ) ২৭-২৯ জুলাই ২০১৭ তারিখ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় আইডিইবি ওসিপিএসসি'র যৌথ উদ্যোগে ঢাকায় International Conference on Skills for the Future World of Work and TVET for Global competitiveness শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স উপলক্ষে নিরাপত্তা সমন্বয়।

চ) ১৮ আগস্ট থেকে ০৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়া জাতীয় ক্রিকেট দলের মধ্যে ০২টি টেস্ট ম্যাচ ১৭ উপলক্ষে নিরাপত্তা সংক্রান্তে সমন্বয় ও তদারকি সম্পাদন।

ছ) ০৭ই অক্টোবর থেকে ২৭শে অক্টোবর ২০১৭ আয়ারল্যাণ্ড "এ" ক্রিকেট দলের বাংলাদেশ সফর ২০১৭ উপলক্ষে নিরাপত্তা সংক্রান্তে সমন্বয় ও তদারকি সম্পাদন।

জ) ০৪ নভেম্বর ২০১৭ হতে ১২ ডিসেম্বর ২০১৭ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগ টি-২০ (বিপিএল টি-২০) পঞ্চম আসর ২৫শে সেপ্টেম্বর থেকে ০৮ই অক্টোবর ২০১৭ আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দলের বাংলাদেশ সফর ২০১৭, 'হিরো ১০ম পুরুষ এশিয়া কাপ হকি টুর্ণামেন্ট' ২০১৭, ০৪ নভেম্বর ২০১৭ হতে ১২ ডিসেম্বর ২০১৭ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগ টি-২০ (বিপিএল টি-২০) পঞ্চম আসর, সিপিসি সম্মেলন-২০১৭, আন্তর্জাতিক টেনিস প্রতিযোগিতা ২০১৭, ৩১তম বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক জুনিয়র টেনিস প্রতিযোগিতা গ্রুপ-৫, এশিয়ান অনূর্ধ্ব-১৪ টেনিস প্রতিযোগিতা-২০১৭ উপলক্ষে নিরাপত্তা সংক্রান্তে সমন্বয় ও তদারকি সম্পাদন।

ঝ) ২০তম এশিয়া আরচ্যারী চ্যাম্পিয়নশীপস ২০১৭ এবং কন্টিনেন্টাল কোয়ালিফিকেশন টুর্নামেন্ট ২০১৭ উপলক্ষে নিরাপত্তা সংক্রান্তে সমন্বয় ও তদারকি সম্পাদন।

ঞ) ১০/১/২০১৮ তারিখ হতে ১৯/২/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত জিম্বাবুয়ে জাতীয় ক্রিকেট দলের বাংলাদেশ সফর, উপলক্ষে নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমন্বয় ও তদারকি সম্পাদন।

ট) বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ যেমনঃ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা (২১শে ফেব্রুয়ারি), ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ, মহান স্বাধীনতা দিবস (২৬ শে মার্চ), ১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস, ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদত বার্ষিকী, ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস এবং মহান বিজয় দিবস (১৬ই ডিসেম্বর), বাংলা নববর্ষ (১লা বৈশাখ), থার্টিফার্স্ট নাইট (ইংরেজি নববর্ষসহ) সকল গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট/ অনুষ্ঠানাদি কোনরূপ অপ্রীতিকর ঘটনা ব্যতীত উদযাপন/অনুষ্ঠানের জন্য সকল পুলিশ ইউনিট/জেলা পুলিশের করণীয় নির্ধারণ এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন নিশ্চিত করার মাধ্যমে সফলভাবে ইভেন্ট সমূহ সম্পন্ন করতে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ।

২৩. ডিসিপ্লিন এণ্ড প্রফেশনাল স্ট্যাণ্ডার্ড বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ক) পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে On line "আইজিপি'স কমপেইন মনিটরিং সেল" স্থাপন করা হয়েছে। যেখানে ২৪ ঘণ্টা সরাসরি, ফোন/মোবাইলে অথবা ই-মেইলের মাধ্যমে পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণ এবং পরবর্তীতে অনুসন্ধান সাপেক্ষে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

খ) সুশাসন প্রতিষ্ঠা, জনগণের সেবা ও শুদ্ধাচার ব্যবস্থা জোরদার করতে বাংলাদেশ পুলিশের নীতিবিধি ও পেশাগত মানদণ্ড (Code of Ethics and Professional Standards of Bangladesh Police) প্রণয়ন করা হয়েছে।

২৪. লজিস্টিকস্ বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রাধিকারপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্যদের ইউনিফর্ম ০২ সেট -এর পরিবর্তে ০৩ সেট -এ উন্নীত করা হয়েছে। যাহা ১১ মে ২০১৭ খ্রিঃ গেজেটের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। যার ফলে, প্রাধিকারপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্যগণকে (কনস্টবল হতে এসআই পদমর্যাদার) অতিরিক্ত ০১ (এক) সেট পোশাক সরবরাহ করা হয়েছে।

খ) ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ রাতে রাজারবাগে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বর্তমানে জীবিত ২৪ জন পুলিশ সদস্যকে আমৃত্যু রেশন প্রদান করা হয়েছে।

গ) লজিস্টিকস্ শাখার পোশাক সামগ্রী, জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা সামগ্রী ক্রয় খাতে বিগত সময়ের তুলনায় অধিক বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। ফলে সরকারি বাজেটের অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় পূর্বক প্রাধিকারপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্যদের জন্য অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় আরো অধিক গুণগত মানসম্পন্ন এবং যুগোপযোগী পোশাক সামগ্রী ক্রয় হয়েছে। এছাড়া আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, জঙ্গি তৎপরতা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডসহ কৌশলগত অপরাধ মোকাবেলায় সক্ষম আধুনিক ও প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা সামগ্রী পুলিশ বাহিনীতে সংযোজন করা হয়েছে। যা বর্তমানে জনশৃঙ্খলা রক্ষাসহ নিরাপত্তা বিধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ঘ) আইনশৃংখলা রক্ষা করতে গিয়ে মৃত্যুবরণকারী পুলিশ সদস্যের মৃত্যুর পর হতে তার স্বাভাবিক চাকরি হতে অবসর গ্রহণের মেয়াদ পর্যন্ত (পিআরএলসহ) সর্বাধিক ০৩(দিন) সদস্যের পরিবারকে রেশন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

ঙ) বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ন্যায় পুলিশ বাহিনীকেও ওয়ারেন্টি প্রথা (বিতরণ সংকেত) শিথিল করে চাল/গম সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যার ফলে বাংলাদেশ পুলিশের জন্য সরকারি খাদ্য গুদাম হতে অপেক্ষাকৃত ভাল চাল ও গম সংগ্রহ করা সম্ভব হবে।

চ) ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে লজিস্টিক্স শাখা হতে বাংলাদেশ পুলিশের পোশাক সামগ্রী, জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা সামগ্রী, তাবু ও তারপলিনসহ সকল প্রকার ক্রয় কার্যক্রম e-Gp System এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। যাতে ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

২৫. স্পেশাল ক্রাইম ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ক) ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেলে নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্তে সর্বমোট ৩৮১টি অভিযোগ/পেপার ক্লিপিং গৃহিত হয়েছে। প্রাপ্ত অভিযোগ/পেপার ক্লিপিংসমূহের মধ্যে মোট ২৯৫টির অনুসন্ধান সম্পন্ন করা হয়। মাঠ পর্যায়ের পুলিশ ইউনিটগুলো থেকে নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত মামলার পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রেরণ করা হচ্ছে।

খ) এসিড অপরাধ দমন মনিটরিং সেলের মাধ্যমে বিগত অর্থবছরে ৩৮টি মামলার কার্যক্রম মনিটর করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১০টি অভিযোগপত্র, ১৩টি চূড়ান্ত রিপোর্ট বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করা হয়েছে এবং ১৫টি মামলা নিষ্পত্তির অপেক্ষায় মুলতবি আছে। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ/ইউনিট হতে এসিড সংক্রান্ত মামলার পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রেরণ করা হচ্ছে।

গ) সমন সেলে বিগত অর্থ বছরে বিভিন্ন আদালত হতে সাক্ষীর প্রতি ১০৫২টি সমন, ৬৩০৫টি গ্রেফতারি পরোয়ানা, সাক্ষীর প্রতি আদেশনামা ৪০০৪টি এবং আসামির প্রতি ৫০৪টি গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রাপ্ত হয়ে কার্যক্রম গ্রহণ ও বিতরণ করা হয়েছে। আদালত হতে বিলম্বে প্রাপ্ত ২৭০টি সমন পুনরায় তারিখ প্রাপ্তির লক্ষ্যে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

ঘ) মানব পাচার মামলার তদন্তসহ বিচারের অগ্রগতি সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মানব পাচার প্রতিরোধ সংক্রান্ত ও RRRI টাস্কফোর্সের সভার প্রয়োজনীয় তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণসহ সভার কার্যবিবরণীর গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। মামলা সংক্রান্ত পাক্ষিক এবং মাসিক প্রতিবেদন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণসহ মন্ত্রণালয় হতে চাহিত তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে প্রদান করা হয়েছে। বর্ণিত সময়ে মানব পাচার আইনে ৬৫৭টি মামলা রুজু হয়েছে। তার মধ্যে ৪৩১টি মামলা তদন্তাধীন আছে। পাশাপাশি মানব পাচার সংক্রান্ত বিচারাধীন মামলার তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। মানব পাচার প্রতিরোধ মনিটরিং সেলটি রুজুকৃত মামলা পর্যবেক্ষণ এবং ব্যক্তি ও সরকারি বেসরকারি, বিভিন্ন সংস্থা ও জনগণ হতে প্রাপ্ত পত্রের উপর নিয়মিত কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। অত্র সেলে বিগত অর্থবছরে বিভিন্ন ধরনের ১২০টি দরখাস্ত/অনুসন্ধানের অনুরোধ পাওয়া গিয়েছে। যার মধ্যে ১০৪টি নিষ্পত্তি হয়েছে। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত মানব পাচার বিষয়ক পেপার কাটিং অনুসন্ধানের ব্যবস্থা গ্রহণসহ তদন্তের ফলাফল প্রয়োজন অনুযায়ী সংশ্লিষ্টদের সরবরাহ করা হয়েছে। মানবপাচার মামলার ঘটনাস্থল পরিদর্শন, সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদের লক্ষ্যে ০২(দুই) জন পুলিশ কর্মকর্তাকে সিআইডি, ঢাকা হতে মালয়েশিয়ায় প্রেরণ করা হয়েছে।

২৬. লিগ্যাল সেল বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ক) মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগে বিচারাধীন মামলা:- লিগ্যাল সেলের রিট শাখায় ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ইন্সপেক্টর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ মহোদয়কে বিবাদী করা হয়েছে এমন মোট ১৯৭ টি রিট পিটিশন মামলা গৃহীত হয়েছে এবং ২১টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

গত ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের রায় বাস্তবায়ন ও Rule disposed of করার ফলে মোট ২৭ টি রিট পিটিশন মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। এছাড়াও কমাণ্ড্যান্ট, আরআরএফ, ঢাকা জনাব মোঃ মীজানুর রহমান কর্তৃক পদোন্নতির প্রার্থনায় মহামান্য হাইকোর্টে দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং-৫৪৮৮/২০১৬ -এর আদেশের বিরুদ্ধে সিপিএলএ নং-২২৩৫/২০১৬ দায়ের করা হলে গত ১৯/০৩/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ হাইকোর্ট বিভাগের আদেশ Confirm না করে Rule disposed of করেন। এছাড়াও হবিগঞ্জ জেলার

কং/৭৮৫ মোঃ আব্দুল মান্নানসহ অপর ০২ জন পুলিশ কর্মচারী কর্তৃক 'চাকরি হতে বরখাস্ত' -এর আদেশের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং-৩৮৪৮/২০১৭ দায়ের করলে মহামান্য হাইকোর্ট উক্ত ০৩ জন পুলিশ কর্মচারীকে চাকরিতে পুনর্বহালসহ বকেয়া বেতন-ভাতাদি প্রদানের অর্ন্তবর্তীকালীন আদেশ প্রদান করেন। উক্ত অর্ন্তবর্তীকালীন আদেশের বিরুদ্ধে মহামান্য আপীল বিভাগে CMP নং-২৭৯৪/২০১৭ দায়ের করা হলে মহামান্য আপীল বিভাগ অন্তবর্তীকালীন আদেশ স্থগিত করে রায় প্রদান করেন।

রিট পিটিশন নং-৫৪৮৮/১৬ হতে উদ্ভূত কনটেম্পট পিটিশন নং-১৬৫/২০১৮, রিট পিটিশন নং-১৮৩৮/২০১২ হতে উদ্ভূত কনটেম্পট পিটিশন নং-১৮৯/২০১৩, রিট পিটিশন নং-২৭৬২/২০০৬ হতে উদ্ভূত কনটেম্পট পিটিশন নং-৪০/২০১৭, রিট পিটিশন নং-১০১৮৯/২০১৩ হতে উদ্ভূত কনটেম্পট পিটিশন নং-২৬৬/২০১৭, রিট পিটিশন নং-১১৯৪৮/২০১৭ হতে উদ্ভূত কনটেম্পট পিটিশন নং-৪৭৪/২০১৭ মামলাগুলো সুপ্রীম কোর্টের সিনিয়র এডভোকেট নিয়োগ করতঃ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্ণিত অর্থ বছরে 'ধর্ষণ, যৌন নিপীড়ন এবং নারী ও শিশু নির্যাতন বিষয়ে প্রাপ্ত অভিযোগ প্রাপ্তি অন্তে তাৎক্ষণিক করণীয় সম্পর্কে মহামান্য হাইকোর্টে দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং-৫৫৪১/২০১৫ সংক্রান্তে গত ১৮/০২/২০১৬ খ্রিঃ} তারিখে মহামান্য হাইকোর্ট প্রদত্ত রায়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা সম্বলিত আদেশ স্পেশাল ক্রাইমসহ সকল রেঞ্জ ডিআইজি ও পুলিশ কমিশনারদের নিকট প্রেরণ পূর্বক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স -এর লিগ্যাল বেঞ্জ সেলের কর্মতৎপরতার ফলে আইন শাখার মাধ্যমে পরিচালিত বিভিন্ন ধরনের মামলায় সরকার পক্ষে রায় ঘোষিত হয়েছে। স্পর্শকাতর মামলাগুলোর শুনাণীর সময় বিজ্ঞ এটর্নি জেনারেল -এর উপস্থিতি নিশ্চিত করার দিকে বিশেষ নজর রাখা হয়।

খ) বিজ্ঞ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, প্রাশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল ও মহামান্য আপীল বিভাগ বিচারাধীন মামলা:- পুলিশ বিভাগে কর্মরত বিভিন্ন পদবির পুলিশ সদস্য/পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিভাগীয় মামলায় সাজা প্রদান করায় উল্লেখিত সাজার আদেশের বিরুদ্ধে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বিভিন্ন প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে মোট ২১৮ টি মামলা দায়ের করা হয়। উল্লেখিত প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের মামলা সমূহের যাবতীয় কার্যক্রম পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের লিগ্যাল সেল হতে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ও প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত মামলা সমূহের মধ্যে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে মোট ৭৬ টি মামলায় সরকার পক্ষে রায় ঘোষিত হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল/প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল/মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে দায়েরকৃত মামলার রায় ও আদেশের প্রেক্ষিতে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে মোট ৯৯ টি মামলার রায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

২৭. অপারেশন বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

২৭.১ নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্য : জাতীয় সংসদ নির্বাচন, জাতীয় সংসদের শূন্য ঘোষিত আসনের উপ-নির্বাচনসহ স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের (সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন, উপ-নির্বাচন এবং পুনঃভোটগ্রহণ সংক্রান্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম অত্র শাখা হতে সম্পন্ন করা হয়। বিগত ১ জুলাই ২০১৭ হতে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বিভিন্ন পর্যায়ের যেসব নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে তার তথ্যাদি নিম্নে প্রদত্ত হলে-

জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং জাতীয়	নির্বাচন		জাতীয় সংসদের আসন	নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ	মন্তব্য
সংসদের উপ-নির্বাচন	দশম জাতীয় সংসদের শূন্য ঘোষিত আসনের উপ-নির্বাচন	১।	জাতীয় সংসদের ২৯ গাইবান্ধা-১ আসনের উপ-নির্বাচন/২০১৮	১৩ মার্চ ২০১৮	
		২।	জাতীয় সংসদের-২৪৩ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-১ উপ-নির্বাচন ২০১৮	২৬ জুন ২০১৮	
		৩।	জাতীয় সংসদের ৯৭ বাগেরহাট-৩ আসনের উপ-নির্বাচন সম্মানিত সংসদ সদস্য বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন		

নির্বাচন		সিটি কর্পোরেশন	সিটি কর্পোরেশনের সংখ্যা	নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ	মন্তব্য
সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন	১।	রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন-২০১৭	১	২১ ডিসেম্বর ২০১৭	উল্লিখিত নির্বাচন ছাড়াও দেশব্যাপী বিভিন্ন কারণে শূন্য ঘোষিত পদে সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন পদে উপ-নির্বাচন এবং নির্বাচন উপলক্ষে নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম অব্যাহত আছে
	২।	খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন-২০১৮	১	১৫ মে ২০১৮	
	৩।	গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন-২০১৮	১	২৬ জুন ২০১৮	

নির্বাচন	উপজেলা পরিষদ	উপজেলা পরিষদের সংখ্যা	নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ	মন্তব্য
উপজেলা পরিষদের নির্বাচন	উপজেলা পরিষদের সাধারণ নির্বাচন ২০১৭	১	২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭	উল্লিখিত নির্বাচন ছাড়াও দেশব্যাপী বিভিন্ন কারণে শূন্য ঘোষিত পদে সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন পদে উপ-নির্বাচন এবং নির্বাচন উপলক্ষে নিরাপত্তা সংক্রান্তে কার্যক্রম অব্যাহত আছে
	উপজেলা পরিষদের সাধারণ নির্বাচন ২০১৮	১	১৫ মে ২০১৮	
উপজেলা পরিষদের সংরক্ষিত আসনের নির্বাচন	উপজেলা জেলা পরিষদের সংরক্ষিত আসনের নির্বাচন	৪৯১	২৯ জানুয়ারি ২০১৮	

নির্বাচন		পৌরসভা	পৌরসভার সংখ্যা	নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ	মন্তব্য
পৌরসভা নির্বাচন	১।	পৌরসভা সাধারণ নির্বাচন	১	৩০ অক্টোবর ২০১৭	উল্লিখিত নির্বাচন ছাড়াও দেশব্যাপী বিভিন্ন কারণে শূন্য ঘোষিত পৌরসভার বিভিন্ন পদে উপ-নির্বাচন এবং নির্বাচন উপলক্ষে নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম অব্যাহত আছে
	২।	পৌরসভার সাধারণ নির্বাচন	৬	২৮ ডিসেম্বর ২০১৭	
	৩।	পৌরসভার সাধারণ নির্বাচন	৫	২৯ মার্চ ২০১৮	
	৪।	পৌরসভার সাধারণ নির্বাচন	১	১৫ মে ২০১৮	
	৫।	পৌরসভার সাধারণ নির্বাচন	১	৩০ জুন ২০১৮	

নির্বাচন		ইউনিয়ন	ইউনিয়নের সংখ্যা	নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ	মন্তব্য
ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণ নির্বাচন	১।	ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণ নির্বাচন	১	৫ জুলাই ২০১৭	উল্লিখিত নির্বাচন ছাড়াও দেশব্যাপী বিভিন্ন কারণে শূন্য ঘোষিত বিভিন্ন পদে ইউনিয়ন পরিষদ উপ-নির্বাচন এবং নির্বাচন উপলক্ষে নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম অব্যাহত আছে
	২।	ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণ নির্বাচন	২৩	১৩ জুলাই ২০১৭	
	৩।	ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণ নির্বাচন	৫	২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭	
	৪।	ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণ নির্বাচন	৩৭	২৮ ডিসেম্বর ২০১৭	
	৫।	ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণ নির্বাচন	৪৭	২৯ মার্চ ২০১৮	
	৬।	ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণ নির্বাচন	১	২৫ এপ্রিল ২০১৮	
	৭।	ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণ নির্বাচন	১	৭ মে ২০১৮	
	৮।	ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণ নির্বাচন	৭	১৫ মে ২০১৮	
	৯।	ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণ নির্বাচন	১	২৬ জুন ২০১৮	

গ্রুপ	জেলা/ইউনিটের নাম	অবস্থান	১
গ্রুপ-"ক"	কুমিল্লা জেলা	প্রথম	পুলিশ সপ্তাহ/২০১৮ উপলক্ষে বর্ণিত জেলা/ইউনিটসমূহে গ্রুপ ও স্থানভিত্তিক ক্রেস্ট রাজারবাগ প্যারেড গ্রাউণ্ডে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কমিশনার/ইউনিট প্রধান/পুলিশ সুপারগণ গত ১০ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে ইন্সপেক্টর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ মহোদয়ের নিকট হতে গ্রহণ করেন
	সিএমপি, চট্টগ্রাম	দ্বিতীয়	
	চট্টগ্রাম জেলা	তৃতীয়	
গ্রুপ-"খ"	নারায়ণগঞ্জ জেলা	প্রথম	
	কক্সবাজার জেলা	দ্বিতীয়	
	যশোর জেলা	তৃতীয়	
গ্রুপ-"গ"	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা	প্রথম	
	রাজবাড়ী জেলা	দ্বিতীয়	
	মেহেরপুর জেলা	তৃতীয়	
গ্রুপ-"ঘ"	র‍্যাব-৮, বরিশাল	প্রথম	
	র‍্যাব-৭, চট্টগ্রাম	দ্বিতীয়	
	র‍্যাব-৫, রাজশাহী	তৃতীয়	
গ্রুপ-"ঙ"	ডিবি, ডিএমপি	প্রথম	
	মতিঝিল বিভাগ, ডিএমপি	দ্বিতীয়	
	কাউন্টার টেরোরিজম, ডিএমপি	তৃতীয়	

২৮. অপারেশনস্ কন্ট্রোল এণ্ড মনিটরিং সেন্টার ব্যবস্থাপনা

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকার অপারেশন্স কন্ট্রোল এণ্ড মনিটরিং সেন্টারে নিয়োজিত জনবলের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় এবং বিভিন্ন জেলা/ইউনিটে ফ্যাক্স/ই-মেইল যোগে পত্র প্রেরণ/গ্রহণ এবং দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি মনিটর করা হয়ে থাকে। এছাড়া জরুরি প্রয়োজনে দেশের বিভিন্ন জেলা/ইউনিট হতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।

২৮.১ মনিটরিং এণ্ড কো-অর্ডিনেশন সেল স্থাপন : বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইভেন্ট এবং বিশেষ সময়ে সারাদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি মনিটরিং করার জন্য পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স ঢাকায় অপারেশন্স কন্ট্রোল রুমে মনিটরিং এণ্ড কো-অর্ডিনেশন সেল স্থাপন করা হয়। ১ জুলাই ২০১৭ হতে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত বিভিন্ন জাতিয় ও আন্তর্জাতিক ইভেন্ট উপলক্ষে গঠিত মনিটরিং এবং কো-অর্ডিনেশন সেল গঠন সংক্রান্ত তথ্যাদি নিচে প্রদত্ত হলে।

মাস	ক্রঃ	ইভেন্ট	তারিখ	এআইজি	অতিঃ এসপি	সঃএএসপি/ এএসপি	ইন্সপেক্টর
জুলাই ২০১৭	১।	ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ নির্বাচন	৫ জুলাই ২০১৭	১ জন	১ জন	১ জন	৫ জন
	২।	আষাঢ়ী পূর্ণিমা	৮ জুলাই ২০১৭				
	৩।	পৌরসভার উপ-নির্বাচন	১৩ জুলাই ২০১৭				
	৪।	ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ নির্বাচন ও শূন্যপদে উপ-নির্বাচন	১৩ জুলাই ২০১৭				
	৫।	জেলা পরিষদ নির্বাচন	৩০ জুলাই ২০১৭				
	৬।	উপজেলা পরিষদ নির্বাচন	৩০ জুলাই ২০১৭				
আগস্ট ২০১৭	১।	শুভ জন্মাষ্টমী	১৪ আগস্ট ২০১৭	১ জন	১ জন	১ জন	৫ জন
	২।	জাতীয় শোক দিবস	১৫ আগস্ট ২০১৭				
	৩।	বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়া জাতীয় ক্রিকেট দলের মধ্যে ২টি টেস্ট ম্যাচ সিরিজ	১৮ আগস্ট-০৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭				

মাস	ক্রঃ	ইভেন্ট দলের মধ্যে ২টি টেস্ট ম্যাচ সিরিজ	তারিখ সেপ্টেম্বর ২০১৭	এআইজি	অতিঃ এসপি	সঃএএসপি/ এএসপি	ইন্সপেক্টর
সেপ্টেম্বর ২০১৭	১.	পবিত্র ঈদ-উল আযহা	২ সেপ্টেম্বর ২০১৭	১ জন	১ জন	১ জন	৫ জন
	২.	শারদীয় দুর্গা পূজা	১৯-৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৭				
	৩.	বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়া জাতীয় ক্রিকেট দলের মধ্যে ২টি টেস্ট ম্যাচ সিরিজ	১৮ আগস্ট-০৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭				
অক্টোবর ২০১৭	১.	পবিত্র আশুরা	১ অক্টোবর ২০১৭	১ জন	১ জন	১ জন	৫ জন
	২.	আফগানিস্তান অনুর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দলের বাংলাদেশ সফর	২৫ সেপ্টেম্বর হতে ৮ অক্টোবর ২০১৭				
	৩.	আয়ারল্যাণ্ড "এ" ক্রিকেট দলের বাংলাদেশ সফর	৭-২৭ অক্টোবর ২০১৭				
	৪.	চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি পৌরসভার সাধারণ নির্বাচন	৩০ অক্টোবর ২০১৭				
নভেম্বর ২০১৭	১.	৬৩ তম কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি কনফারেন্স, ঢাকা, বাংলাদেশ	১-৮ নভেম্বর ২০১৭	১ জন	১ জন	১ জন	৫ জন
	২.	আখেরি চাহার সোম্বা	১৫ নভেম্বর ২০১৭				
	৩.	জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা	১-১৮ নভেম্বর ২০১৭				
	৪.	পিএসসি ও ইবতেদায়ি পরীক্ষা	১৯-২৬ নভেম্বর ২০১৭				
	৫.	বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগ-টি ২০, ২০১৭ টুর্নামেন্ট	৩ নভেম্বর-১৩ ডিসেম্বর ২০১৭				
	৬.	২০ তম এশিয়ান আরচ্যারী চ্যাম্পিয়নশীপ ২০১৭	২৪ নভেম্বর-১ ডিসেম্বর ২০১৭				
	৭.	৩১ তম বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক জুনিয়র টেনিস প্রতিযোগিতা	৩-২৫ নভেম্বর ২০১৭				
	৮.	এশিয়ান অনুর্ধ্ব-১৪ টেনিস প্রতিযোগিতা ২০১৭	২৫ নভেম্বর-২ ডিসেম্বর ২০১৭				
ডিসেম্বর ২০১৭	১.	ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাঃ)	১ ডিসেম্বর ২০১৭	১ জন	১ জন	১ জন	৫ জন
	২.	বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগ-টি ২০-২০১৭ টুর্নামেন্ট	২-১৩ ডিসেম্বর ২০১৭				
	৩.	শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস	১৪ ডিসেম্বর ২০১৭				
	৪.	মহান বিজয় দিবস	১৬ ডিসেম্বর ২০১৭				
	৫.	রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০১৭	২১ ডিসেম্বর ২০১৭				
	৬	উনিয়ন পরিষদ নির্বাচন/উপ-নির্বাচন ২০১৭	২১ ডিসেম্বর ২০১৭				
	৭.	যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন (বড়দিন)	২৫ ডিসেম্বর ২০১৭				
	৮.	জেলা পরিষদ/উপজেলা পরিষদ/পৌরসভা/ ইউনিয়ন পরিষদ ও বিভিন্ন পর্যায়ের উপ-নির্বাচন	নির্বাচন ২০১৭				
	৯.	৩৮ তম বিসিএস এর প্রিলিমিনারি পরীক্ষা	২৯ ডিসেম্বর ২০১৭				
	১০.	থার্টি ফার্স্ট নাইট	৩১ ডিসেম্বর ২০১৭				

মাস	ক্রঃ	ইভেন্ট	তারিখ	এআইজি	অতিঃ এসপি	সঃএএসপি/ এএসপি	ইন্সপেক্টর
জানুয়ারি ২০১৮	১.	ইংরেজি নববর্ষ	১ জানুয়ারি ২০১৮	১ জন	২ জন	-	৬ জন
	২.	২৩তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা	১-৩১ জানুয়ারি ২০১৮				
	৩.	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস	১০ জানুয়ারি ২০১৮				
	৪	বিশ্ব ইজতেমা ২০১৮ (১ম পর্ব)	১২-১৪ জানুঃ ২০১৮				
	৫.	বিশ্ব ইজতেমা ২০১৮ (২য় পর্ব)	১৯ - ২১ জানুঃ ২০১৮				
	৬.	শ্রী শ্রী সরস্বতী পূজা	২২ জানুয়ারি ২০১৮				
	৭.	মাঘী পূর্ণিমা	৩১ জানুয়ারি ২০১৮				
ফেব্রুয়ারি ২০১৮	১.	অমর একুশে গ্রন্থ মেলা	১-২৮ ফেব্রুঃ ২০১৮	১ জন	২ জন	-	৬ জন
	২.	এসএসসি/এসএসসি(ভোকেশনাল)/ দাখিল পরীক্ষা	১-২৫ ফেব্রুঃ ২০১৮				
	৩.	10th Session of the Islamic Conference of Tourism Ministers (ICTM)	৫-৭ ফেব্রুঃ ২০১৮				
	৪.	এফসি খুজান (তাজিকিস্তান) ফুটবল দলের বাংলাদেশ সফর	১৫ ফেব্রুঃ ২০১৮				
	৫.	শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট দলের বাংলাদেশ সফর	১৩ জানুয়ারি-১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৮				
মার্চ ২০১৮	১.	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্ম দিবস	১৭ মার্চ ২০১৮	১ জন	২ জন	-	৬ জন
	২.	মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস	২৬ মার্চ ২০১৮				
	৩.	এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ট্যুর(এডিটি) প্রফেশনাল গলফ ট্যুর অব ইন্ডিয়া এর পেশাদার গলফ টুর্নামেন্ট ২০১৮	২৩-২৮ মার্চ ২০১৮				
	৪.	যুব গেমস্ ২০১৮ জাতীয় পর্যায়ের খেলা	১০-১৬ মার্চ ২০১৮				
	৫.	জাতীয় সংসদের উপ-নির্বাচন	১৩ মার্চ ২০১৮				
	৬.	সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ ওয়ার্ডের উপ-নির্বাচন	২৯ মার্চ ২০১৮				
	৭.	উপজেলা পরিষদের উপ-নির্বাচন	২৯ মার্চ ২০১৮				
	৮.	পৌরসভা নির্বাচন ও উপ-নির্বাচন	২৯ মার্চ ২০১৮				
	৯.	ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ও উপ-নির্বাচন	২৯ মার্চ ২০১৮				
এপ্রিল ২০১৮	১.	বাংলা নববর্ষ	১৪ এপ্রিল ২০১৮	১ জন	২ জন	-	৬ জন
	২.	বৈসাবী ও পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসমূহের অনুরূপ সামাজিক উৎসব	১২, ১৫ এপ্রিল ২০১৮				
	৩.	ইস্টার সান-ডে	১ এপ্রিল ২০১৮				
	৪.	চৈত্র সংক্রান্তি	১৩ এপ্রিল ২০১৮				
	৫.	শব-ই-মিরাজ	১৫ এপ্রিল ২০১৮				
	৬.	বুদ্ধ পূর্ণিমা	২৯ এপ্রিল ২০১৮				
	৭.	এইচ এস সি, আলিম ও এইচএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষা	২ এপ্রিল-১৪ মে ২০১৮				
	৮.	ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন	২৫ এপ্রিল ২০১৮				

মাস	ক্রঃ	ইভেন্ট	তারিখ	এআইজি	অতিঃ এসপি	সঃএএসপি/ এএসপি	ইন্সপেক্টর
মে ২০১৮	১.	এইচ এস সি, আলিম ও এইচ এস সি (ভোকেশনাল) পরীক্ষা	২ এপ্রিল ১৪ মে ২০১৮	১ জন	২ জন	-	৬ জন
	২.	মহান মে দিবস	১ মে ২০১৮				
	৩.	শব-ই-বরাত	২ মে ২০১৮				
	৪.	ওআইসি এর ৪৫তম পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের কাউন্সিল	৫-৬ মে ২০১৮				
	৫.	পবিত্র মাহে রমজান	১৮ মে হতে ১৬ জুন ২০১৮				
	৬.	২য় ISSF ইন্টারন্যাশনাল আরচারী চ্যাম্পিয়নশীপ ২০১৮	৫-১০ মে ২০১৮				
	৭.	গাজীপুর ও খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন	১৫ মে ২০১৮				
জুন ২০১৮	১.	পবিত্র মাহে রমজান	১৮ মে হতে ১৬ জুন ২০১৮	১ জন	২ জন	-	৬ জন
	২.	শব-ই-কদর	১২ জুন ২০১৮				
	৩.	জুমাতুল বিদা	১৫ জুন ২০১৮				
	৪.	পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর	১৬ জুন ২০১৮				
	৫.	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী	২৩ জুন ২০১৮				
	৬.	গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন	২৬ জুন ২০১৮				
	৭.	বাগেরহাট-৩ আসনের জাতীয় সংসদের উপ-নির্বাচন	২৬ জুন ২০১৮				
	৮.	ফিফা এশিয়া চ্যাম্পিয়ন কাপ-২০১৮	২৬-২৯ জুন ২০১৮				

২৯. র‍্যাব বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

২৯.১ র‍্যাব কর্তৃক জঙ্গি নেতা কর্মী ও সদস্যদের গ্রেফতারের পরিসংখ্যান

মোট জেএমবি	হরকাতুল জিহাদ	হিযবুত তাহরীর/তাওহীদ	আনসারুল্লাহ বাংলা টিম	অন্যান্য
১৩২	০৩	২১	৩১	১১৮
সর্বমোট= ৩০৫				

২৯.২ র‍্যাব কর্তৃক উদ্ধারকৃত অস্ত্র, গোলাবারুদ ও বিস্ফোরকের পরিসংখ্যান

ক্রমিক	বিবরণ	অস্ত্র উদ্ধার
১.	রিভলবার (বিদেশি)	৬৪
২.	রিভলবার (দেশি)	৩
৩.	পিস্তল (বিদেশি)	২৭৪
৪.	পিস্তল (দেশি)	১২
৫.	৯ এম এম এসএমসি/এসএমজি	২
৬.	.৩০৩ রাইফেল	৩
৭.	৭.৬২ মি. মি. রাইফেল	১
৮.	কাটা রাইফেল/বন্দুক	১৭
৯.	রকেট লাঞ্চার টি-৫৬	১০
১০.	অন্যান্য	৬২৪
	সর্বমোট অস্ত্র=	১,০১০ টি
১১.	অতিরিক্ত ব্যারেল	৩
১২.	ম্যাগাজিন	৩৭৩
১৩.	গোলাবারুদ (রাউণ্ড)	১৪৮৯৭

	ক-১	
১.	এমটি কার্টিজ	৫২৩
২.	সিগন্যাল রকেট ফ্লেয়ার	৫৩
৩.	বোম্ব (বিভিন্ন ধরনের)	৭০৮৪
৪.	গ্রেনেড (বিভিন্ন ধরনের)	১৩
৫.	ককটেল	৮৫
৬.	ইলেক্ট্রিক ডেটোনেটর	৩৫৮
৭.	অন্যান্য বিস্ফোরক (কেজি)	৩৫৮.৪১০

২৯.৩ র‍্যাব কর্তৃক মাদকদ্রব্য উদ্ধার পরিসংখ্যান

ক্রমিক	দ্রব্যের নাম	পরিমাণ	
	হেরোইন	৪২.৬৯১	কেজি
	ফেন্সিডিল	১২৭১৫২	বোতল
	গাঁজা	৫২১০.০৫০	কেজি
	বিদেশি মদ/গুইস্কি	৯৫৭৩	বোতল
	দেশি মদ	১৭৪৯	বোতল
		১১২৬১৫২.৬০০	লিটার
	বিয়ার	১৮৪৮৯	ক্যান
	কোকেন	৩.০০০	কেজি
	আফিম	৮.১৫০	কেজি
	ইয়াবা ট্যাবলেট	৫৯০৬১৫৩	পিছ
	এ্যালকোহল	১১৭১৫	বোতল
	ড্রাগ ট্যাবলেট	২০	পাতা
	সিগারেট	৩০০০	প্যাকেট
	অন্যান্য	৩৬১৩০	পিছ

২৯.৪ র‍্যাব কর্তৃক জলদস্যু/বনদস্যু গ্রেফতারের পরিসংখ্যান

ক্রমিক	বিবরণ	সংখ্যা	অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার
১.	জলদস্যু/বনদস্যু গ্রেফতার	১৪৪ জন	মোট অস্ত্র-১৫৮ টি ও গুলি-৫,৪১৪ রাউণ্ড
২.	বন্দুকযুদ্ধে নিহত	১৮ জন	মোট অস্ত্র- ৯০ টি ও গুলি-৩৬৩ রাউণ্ড
সর্বমোট		**১৬২ জন**	**অস্ত্র-২৪৮ টি এবং গুলি-৫,৭৭৭ রাউণ্ড**

৫। র‍্যাব কর্তৃক গ্রেফতারের পরিসংখ্যানঃ

ক্রমিক	বিবরণ	সংখ্যা
১.	শীর্ষ অপরাধী	১৪
২.	তালিকাভুক্ত অপরাধী	০৫
৩.	জেএমবি সদস্য	১৩২
৪.	জঙ্গি সংগঠন	১৭৩
৫.	ছিনতাইকারী/মলম/অজ্ঞান পার্টি	৩৩১
৬.	গাড়ি ছিনতাইকারী	১৩

ক-২

১.	অপহরণকারী	১৭৭
২.	অস্ত্র সংক্রান্ত	৬৯৫
৩.	মাদক সংক্রান্ত/ব্যবসায়ী	১০৫৬৫
৪.	মানব পাচারকারী	৬৫
৫.	অন্যান্য আসামি	৩২১৩
	সর্বমোট	**১৫,৩৮৩ জন**

৩০. যানবাহন সংযোজন

২০১৭-১০১৮ অর্থ বছরে এ্যাম্বুলেন্স ০১টি, জিপ ০৫টি, পিকআপ ১২টি এবং মোটরসাইকেল ৫৯টিসহ সর্বমোট ৭৭টি যানবাহন র‍্যাব ফোর্সেস সদর দপ্তর, অপারেশনস্ উইং (যানবাহন শাখা) এ সংযোজনের প্রক্রিয়াধীন (ব্যয় মঞ্জুরী প্রদত্ত)।

৩০.১ ভূমি অধিগ্রহণ: র‍্যাব-৩, টিকাটুলিতে ৫.০০ একর, র‍্যাব-১২ এর অধীনস্থ সিপিসি-৩, টাংগাইল ক্যাম্পের জন্য ৩.০০ একর, র‍্যাব-১০, কামরাঙ্গিরচর ৯.৯১ একর -এবং র‍্যাব-৬ এর অধীনস্থ সিপিসি-৩, যশোর ক্যাম্পের জন্য ৩.০০ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও বর্তমানে অবশিষ্ট ব্যাটালিয়ন এবং কোম্পানি পর্যায়ে জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

৩০.২ ডিপিপি অনুমোদন: বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার র‍্যাবকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে অবিচল ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যার প্রমাণ ডিপিপি অনুমোদন। যা র‍্যাবের জন্য একটি বড় অর্জনের মাইল ফলক হিসেবে চিহ্নিত করেছে । যার প্রেক্ষিতে গত ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে র‍্যাব ফোর্সেস সদর দপ্তর নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের অনুমোদন হয়। এছাড়াও গত ১৬ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে ৭টি র‍্যাব কমপ্লেক্স নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের ২য় আরডিপিপি এবং ২২ মে ২০১৮ তারিখে ৫টি র‍্যাব কমপ্লেক্স এবং একটি র‍্যাব ফোর্সেস ট্রেনিং স্কুল নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের ১ম আরডিপিপি অনুমোদন হয়।

৩০.৩ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন: গত ০৩ মে ২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী র‍্যাব ফোর্সেস সদর দপ্তর নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প -এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন ।

৩০.৪ র‍্যাবে কর্মরত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক পরিচালিত: ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে মোট ১৩৪৫টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালিত হয়েছে। উক্ত অভিযানে ৪৯৫৩ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাণ্ডসহ ১০,২৩,৮৮,৯৫০.০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

৩১. ট্রেনিং বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ক) টিডিএস, ঢাকায় প্রথম বারেরমত ট্রাফিক বিভাগে কর্মরত এএসপি/টিআইদের জন্য দুই সপ্তাহ মেয়াদি ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট কোর্স চালু করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এই কোর্সের কারিকুলাস ট্রেনিং নীড এনালাইসিসের মাধ্যমে প্রণয়ন করা হয়েছে।

খ) টিডিএস প্রতিষ্ঠানটি ১৯৬৫ সালে শুরু হলেও এতদিন নিজস্ব জমি না থাকায় স্কুল হিসেবে তেমন বিস্তার লাভ করতে পারেনি। অত্র প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে এবং পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের সদয় অনুমোদনের মাধ্যমে ০৬ একর জমি বরাদ্দ পাওয়া গেছে। উক্ত জমির পার্শ্বস্থ আরও ২৪ একর জমি অধিগ্রহণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মোট ৩০ একর জমি ডিপিপির মাধ্যমে উন্নয়নপূর্বক পূর্ণাঙ্গ টিডিএস স্থাপনের কাজটি চলমান।

গ) মাদারীপুর জেলার কাঠালবাড়ী ফেরিঘাট হতে ভুরঘাট পর্যন্ত হাইওয়েতে বিদেশি নাগরিক, বিচারক, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর ও বিআইপিগণকে সীমিত জনবল ও যানবাহনের মাধ্যমে নিরাপত্তা প্রদানসহ নির্বিঘ্নে যাতায়াতের ব্যবস্থা গ্রহণ।

ঘ) পিটিসি, রংপুরে ১৮তম নারী টিআরসি ব্যাচ এবং ১৯তম নারী টিআরসি ব্যাচ (১১১৩+১২১৬)= ২৩২৯ জনের মৌলিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা ।

ঙ) বিপিএ, সারদা, রাজশাহীতে ৩৫তম বিসিএস শিক্ষানবিস সহকারী পুলিশ সুপার ১২২ জনের ০১ বছরের মৌলিক প্রশিক্ষণ শেষে সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চ) বিপিএ, সারদা, রাজশাহীতে ১৬১তম টিআরসি ব্যাচে ৭০৪ জন প্রশিক্ষণার্থীর ০৬ মাসের মৌলিক প্রশিক্ষণ শেষে সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৩২. আইসিটি বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়ন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে প্রযুক্তি নির্ভর পুলিশিং প্রবর্তনে বাংলাদেশ পুলিশ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে কাঙ্ক্ষিত সেবা জনগণের দোরগোড়ার পৌঁছে দিতে এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশ ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ইতোমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নে নাগরিক সেবা সমূহকে ডিজিটাল সেবায় রূপান্তর এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের উদ্যেগে আইসিটি শাখা কাজ করে যাচ্ছে। আইসিটি শাখার উদ্যোগে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার বিবরণী নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

৩৩. National Emergency Service-999 (Call Center)

বর্তমান সরকারের গৃহীত রূপকল্প ২০২১ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর পুলিশিং বাস্তবায়ন এবং জনগণকে সর্বোত্তম সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশ বিভিন্ন অনলাইন সার্ভিস চালু করেছে। ১২ ডিসেম্বর, ২০১৭ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা কর্তৃক উদ্বোধনকৃত National Emergency Service-999 বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। এতে পুলিশ,ফায়ার সার্ভিস, স্বাস্থ্য বিভাগের অ্যাম্বুলেন্স সেবা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যে কোন ব্যক্তি দেশের যে কোন প্রান্ত থেকে টিএণ্ডটি বা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে (বিনা মাশুলে) ৯৯৯ ডায়াল করে জরুরি সেবা চাইতে পারেন। এ সেবাটি থানা পর্যায়ে সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে ২য় ফেজের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দ্রুততর এবং উত্তম সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে National Emergency Service-999 কে উন্নতবিশ্বের ন্যায় আধুনিকায়নের নিমিত্ত একটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

৩৪. Online Police Clearance Certificate System

বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক Online Police Clearance Certificate সেবা চালু করা হয়। যে কোন নাগরিক অনলাইনে Police Clearance Certificate -এর আবেদন করতে পারেন। Online -এ আবেদনকৃত তথ্য যাচাই বাছাই শেষে দ্রুততম সময়ে Police Clearance Certificate প্রদান করা হয়। জাতিসংঘের অধীনে World Summit on the Information Society (WSIS) Prize-২০১৮ তে বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক উন্নয়নকৃত Police Clearance Management System টি ডিজিটাল সেবা ক্যাটাগরিতে WSIS Prize-2018 অর্জন করেছে।

৩৫. Network Connectivity

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত ইনফো সরকার প্রকল্প-২ এর আওতায় এ পর্যন্ত প্রায় ৬০০টি কানেকটিভিটি প্রদান করা হয়েছে। ইনফো সরকার প্রকল্প-৩ এর আওতায় আরও ১০০০টি পুলিশ অফিসে নেটওয়ার্ক কানেকটিভিটি স্থাপন ও VPN Configuration এর কাজ চলমান রয়েছে।

৩৬. E-Traffic Prosecution & Fine Payment System

E-Traffic Prosecution & Fine Payment System সেবাটি ডিএমপি, সিএমপি, ঢাকা ও কুমিল্লা জেলায় চালু করা হয়েছে। অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে জরিমানা পরিশোধ করার ফলে ট্রাফিক পুলিশের কাজে দক্ষতা, গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেবার মান উন্নত হয়েছে। সেবাটি পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের সকল জেলা/মেট্রোপলিটন এলাকায় চালু করা হবে।

৩৭. Service Friendly Traffic Management System

এটুআই প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ পুলিশে Service Friendly T raffic Management System চালু করা হয়েছে। উক্ত সিস্টেমটি দ্রুতই খুলনা, রাজশাহী ও সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশে Implementation করা হবে।

৩৮. Organizational Resource Planing (ORP) System

বাংলাদেশ পুলিশে বর্তমানে Organizational Resource Planing (ORP) System Phase-1 এর কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। Phase-2 এর ডাটা এন্ট্রি এবং (১) Financial Management Module & (২) Enterprise Asset Management Module এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। উক্ত সফটওয়্যারের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শীঘ্রই শুরু হবে।

৩৯. Data Centre

অপরাধ দমন, নিয়ন্ত্রণ এবং সুষ্ঠুভাবে প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশ বিভিন্ন ধরনের আইটি অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করছে। যার মধ্যে National Emergence Service-999, Police Clearance Management System, Crime Data Management System (CDMS), Personal Information Management Software (PIMS), Ration Management Software (RMS), Citizen Information Management (CIMS) Software উল্লেখযোগ্য। উল্লিখিত অ্যাপ্লিকেশন সমূহ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের ডাটা সেন্টারে হোস্টিং করা হয়। উক্ত ডাটা সেন্টারের আইটি অবকাঠামো ও ধারণক্ষমতা প্রয়োজনের তুলনায় সীমিত। এছাড়াও সুষ্ঠুভাবে তথ্য সংগ্রহণ, সংরক্ষণ, ডাটা শেয়ারিং -এর নিমিত্ত একটি যুগোপযোগী ডাটা সেন্টার প্রয়োজন। বিদ্যমান ডাটা সেন্টারের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) প্রস্তুত করা হয়েছে। যা অতিসত্বর Executive Committee of the National Economic Council (ECNEC) সভায় উপস্থাপিত হবে। উক্ত প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়ন অতীব জরুরি।

৪০. তথ্য-প্রযুক্তি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত

তথ্য -প্রযুক্তি বিষয়ে বাংলাদেশ পুলিশে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেসিক কম্পিউটার কোর্স, সিডিএমএস, পিআইএমএস, Cyber Security and Investigation, Cyber Investigation and Vulnerability Assesment, Crime Management System (CIMS), CNA With Network Security, BD Police Helpline, Online Police Clearance Certificate and e-GP সিস্টেমের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়াও বাংলাদেশ পুলিশে বিদ্যমান অন্যান্য সফটওয়্যার অপারেটিং -এ পুলিশ সদস্যকে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশ সদস্যদের আইটিতে প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্তে প্রতিটি পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে একটি করে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কাজের সুবিধার্থে ''ই-ট্রাফিক প্রসিকিউশন প্রসেস'' সফটওয়্যার, সিআইএমএস সফটওয়্যার, এসআইডিভএস সফটওয়্যার, রেশন ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার, পেরোল ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার সিসেটম (নন-গেজেটেড), ডি-স্টোর সফটওয়্যার, Archiving Software, ভেহিকেল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যার, পিএলএমএস সফটওয়্যার, টিম ট্রাকিং সিস্টেম, মনিং সফটওয়্যার ও পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। উক্ত সফটওয়্যার সমূহের ব্যবহারের ফলে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের আইটি ক্ষেত্রে বেশ অগ্রগতিসহ মহানগরীর জনসাধারণকে ডিএমপি কর্তৃক অতি দ্রুততার সাথে আইটি সংক্রান্ত সেবা প্রদানে সক্ষম হয়েছে এবং ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। এছাড়াও ডিএমপি ওয়েবসাইট ও ডিএমপি অন-লাইন নিউজ ওয়েব সাইট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পাশাপাশি ডিএমপির সকল বিভাগসহ থানা সমূহ LAN WAN এর আওতায় আনা হয়েছে । যার ফলে ইন্টারনেটের মাধ্যমে দ্রুত তথ্য আদান প্রদান করা যাচ্ছে।

৪১. ই-পুলিশিং

ই-পুলিশিং প্রকল্পের অধীনে ঢাকাস্থ সকল পুলিশ ইউনিট যেমন-পুলিশ সদর দপ্তর, সিআইডি, এসবি, ডিএমপি (সদর দপ্তর) এবং ডিএমপির সকল থানার (৫০/পঞ্চাশটি) মধ্যে আন্তঃসংযোগ (ল্যান) স্থাপন করা হয়েছে। দ্রুত জনসেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতি থানায় ফটোকপিয়ার, প্রিন্টার, ডিজিটাল ক্যামেরাসহ আনুষঙ্গিক যন্ত্রাদি সরবরাহ করা হয়েছে। দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে ডিএমপি সদর দপ্তরে ২ টি এবং রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স-এ ২ টি কম্পিউটার ল্যাব তৈরি করা হয়েছে।

৪২. অফিস অটোমেশন

ডিজিটাল অফিস অটোমেশন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ডিএমপিতে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট ইস্যু, পুলিশ শপিং মল এবং পে-রোল ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার সিস্টেমসমূহ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। গ্রাহকগণকে দ্রুততম সময়ে ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়াও ডিজিটালাইজ সিস্টেম দ্বারা পুলিশ শপিং মলের আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং পণ্যের মজুত তাৎক্ষণিক নিরূপণ করা এবং পে-রোল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম দ্বারা গেজেটেড কর্মকর্তাগণের এবং নন-গেজেটেড কর্মচারীগণের নিয়মিত মাসিক বেতন রোল তৈরি করা হচ্ছে। লজিস্টিকস্ এণ্ড প্রকিউরমেন্ট বিভাগের রেশন সফটওয়্যার, ডি-স্টোর সফটওয়্যার, ক্লথিং স্টোর সফটওয়্যার সিস্টেম দ্বারা ম্যানুয়াল পদ্ধতির কার্যাবলি কে ডিজিটালাইজড্ করা হয়েছে। সরবরাহ বিভাগের ডিজিটালাইজ সিস্টেম দ্বারা রেশন স্টোর, ডি-স্টোর, ক্লথিং স্টোর -এর পণ্য ইস্যু প্রক্রিয়াকে দ্রুততর এবং প্রকৃত প্রাপকের প্রাপ্তি নিশ্চিত করার পাশাপাশি স্টোরের মজুত সম্পর্কে যে কোন সময় ধারণা সংগ্রহ করা যাবে।

৪৩. সিটি সারভাইলেন্স সিস্টেম

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কর্তৃক পরীক্ষামূলকভাবে মহানগরীর প্রবেশের ১৪টি পথে আধুনিক প্রযুক্তি সহকারে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত প্রবেশ পথের মাধ্যমে যেসকল গাড়ি ঢাকা মহানগরীতে প্রবেশ করেছে বা বের হচ্ছে সেসকল গাড়ির নম্বরসহ অবস্থান Database -এ জমা হচ্ছে। এ ছাড়াও কোন নির্দিষ্ট গাড়ির ব্যাপারে যদি কোন তথ্যের প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে উক্ত ডাটাবেইজে পূর্বে ঐ গাড়িটির তথ্য জমা থাকলে গাড়িটি সিটি সারভাইলেন্স সিস্টেমের যে কোন একটি সিসি ক্যামেরার আওতায় আসলেই Control Room এ স্থাপিত Monitor system এ Alarm Generate করে পাশাপাশি Database থেকে উক্ত গাড়িটির অবস্থানও পাওয়া যায়।

৪৪. ই-ট্রাফিক প্রসিকিউশন প্রসেস

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ ঢাকা মহানগর এলাকার যানবাহন চলাচল ব্যবস্থা স্বাচ্ছন্দ্যময় করার লক্ষ্যে ই-ট্রাফিক প্রসিকিউশন পদ্ধতির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। 'ই-ট্রাফিক প্রসিকিউশন প্রজেক্টের' এর ০৪ (চার) টি অংশ যেমন-(১) পুশ-পুল (এসএমএস) সার্ভিস (২) কেস এন্ট্রি এণ্ড মনিটরিং সিস্টেম (৩) পেমেন্ট কালেকশন এবং (৪) ডকুমেন্ট হস্তান্তর -এর মাধ্যমে পুরো ট্রাফিক ব্যবস্থাকেই ডিজিটাল করা হয়েছে। "ই-ট্রাফিক প্রসিকিউশন প্রসেস" প্রজেক্টে বর্তমানে ঢাকা মহানগরীতে ইউসিবিএল ব্যাংকের ২৭ টি শাখার মধ্যে ২২ টি শাখায় ট্রাফিক জরিমানার অর্থ আদায়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তাছাড়া উক্ত প্রজেক্টে ট্রাফিক জরিমানার অর্থ আদায়ের প্রক্রিয়া আরও সহজতর ও দ্রুততার সাথে গ্রাহক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ইউসিবিএল ব্যাংক -এর আরেকটি আর্থিক সেবা মাধ্যম মোবাইল ব্যাংকিং 'ইউ-ক্যাশ' (যা মোবাইলের মাধ্যমে পেমেন্ট করা হয়), যার মাধ্যমে ট্রাফিক জরিমানা আদায়ের কার্যক্রম চলছে। বর্তমান ট্রাফিক আইন অমান্যকারীদের জরিমানার অর্থ ডিসি অফিস, ব্যাংক এবং মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হচ্ছে। বিভিন্ন মাস্টার কার্ড, ভিসা কার্ড, ডেবিট কার্ড ও অন্যান্য ব্যাংক কার্ড -এর মাধ্যমে এবং নিজ মোবাইলে এ্যাকাউন্ট করে জরিমানার অর্থ পরিশোধের প্রক্রিয়াটি প্রক্রিয়াধীন আছে। যা খুব শিঘ্র চালু করা হবে। এছাড়াও যে পজ ডিভাইজ -এর মাধ্যমে কেস ফাইল করা হয় উক্ত পজ ডিভাইজের মাধ্যমেও ক্যাশকার্ড ব্যবহার করে ট্রাফিক জরিমানা পরিশোধ করাও সম্ভব হবে। এর ফলে নগরবাসী স্বল্প সময়ের মধ্যে ঝামেলাহীনভাবে ট্রাফিক জরিমানা পরিশোধ করতে পারবেন।

৪৫. এসআইভিএস (সাসপেক্ট আইডেনটিফিকেশন এণ্ড ভেরিফিকেশন সিস্টেম ডাটাবেইজ)

বর্তমানে অপরাধী এবং অপরাধ সংক্রান্ত তথ্য রেজিস্টার বইয়ে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে যার ফলে কোন থানায় কোন অপরাধী ধৃত হলে সে সংক্রান্ত অন্য কোন থানা খুব সহজে জানতে পারে না। এছাড়াও কোন অপরাধী জামিনে মুক্ত হয়ে পুনরায় অপরাধে লিপ্ত হচ্ছে তাও সহজে বুঝতে পারা যায় না। এ সকল চিহ্নিত জটিল সমস্যা সমাধানকল্পে বায়োমেট্রিক তথ্যসহ অপরাধীর ডাটাবেস তৈরি করার সিদ্ধান্ত ডিএমপিতে গৃহীত হয়েছে। এই এসআইভিএস ডাটাবেস ২ ভাগে বিভক্ত থাকবে যথা-(১) সিআইভিআর (CIVR) এবং (২) সিআইআরএমএস (CIRMS) অত্র সিস্টেম দ্বারা অপরাধীর বায়োমেট্রিক ডাটা সংগ্রহ করে রাখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে যাতে পরবর্তীতে তিনি অন্য কোন অপরাধে জড়িত হলে সহজেই চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। বর্তমানে ডিএমপির ৪৯টি থানায় এসআইভিএস কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে এবং আসামির ডাটা এন্ট্রি করা হচ্ছে।

৪৬. ডিএমপি ওয়েবসাইট

ডিএমপির সেবা সমূহের পরিচিতি, সেবা প্রাপ্তির উপায় এবং উপকরণ সম্বলিত ০৩ (তিন) টি ওয়েবসাইট জনসেবায় বর্তমান আছে। ওয়েবসাইট গুলো হচ্ছে (১) ডিএমপি ওয়েবসাইট www.dmp.gov.bd (২) ট্রাফিক পুলিশ ওয়েবসাইট www.dmptraffic.gov.bd এবং (৩) ডিএমপি অন-লাইন নিউজ ওয়েবসাইট www.dmpnews.org

৪৭. ট্র্যাকিং সিস্টেম

কোন ব্যক্তির অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার লক্ষ্যে ডিএমপির ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু করার ফলে অপরাধীদের মোবাইল ফোনের সূত্র ধরে তাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা এবং তাদের অবস্থান শনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে। দায়িত্বশীলদের কে কখন কোথায় দায়িত্ব পালন করছেন তাও জানা সম্ভব হচ্ছে।

Archiving Software ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ সংক্রান্তে সে সকল তথ্য টিভি মিডিয়া, দৈনিক পত্রিকায় ও অন-লাইন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তার একটি কপি ডিএমপির মিডিয়া এণ্ড পাবলিক রিলেশন বিভাগের মিডিয়া সেলে Archiving Software -এর মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

৪৮. সিটি সারভাইলেন্স সিস্টেম (গুলশান বিভাগ)

ঢাকা মহানগরীর গুলশান এলাকাকে সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায় আনার লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে ৬৫০টি আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। যার দ্বারা গুলশান এলাকায় সংঘটিত বিভিন্ন অপরাধ কার্যক্রমের মামলার তদন্তে বেশ সুফল পাওয়া যাচ্ছে। উক্ত সফলতার ধারাবাহিকতায় গুলশান বিভাগ/এলাকায় দ্বিতীয় পর্যায়ে আরো ৫০০টি সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাড়িওয়ালা, ভাড়াটিয়া এবং মেস সদস্যদের তথ্য আলাদা ভাবে শনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে। এই তথ্যের ধারণ অনুসারে তথ্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে। সময় অনুসারে এই ডাটাসমূহ আপডেট করা হরা হচ্ছে।

৪৯. সিসিটিভি মনিটরিং

সমগ্র ডিএমপি, ঢাকাকে সিসি ক্যামেরায় পর্যবেক্ষণ করার নিমিত্তে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত ব্যবস্থায় ঢাকা মহানগর এলাকার অনেক পূর্বনির্ধারিত/পরিকল্পিত দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হচ্ছে এবং অপরাধীকে শনাক্ত করাও সহজ হচ্ছে। পাশাপাশি মহানগরীতে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রামে অস্থায়ী ভিত্তিতে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করতঃ ডিএমপি কর্তৃক নিরাপত্তা প্রদান করা হচ্ছে এবং প্রোগ্রাম শেষে উক্ত সিসিটিভি ক্যামেরা অপসারণ করাসহ প্রক্রিয়াটি চলমান রয়েছে।

৫০. পরিবহন বিভাগ (ভেইক্যাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যার)

গাড়ির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, সরবরাহকারী ও মেরামত করার বিষয়গুলো ম্যানুয়াল রেজিস্টারের পরিবর্তে বর্তমানে ডিএমপি, ঢাকার পরিবহন বিভাগের ভেহিক্যাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যার দ্বারা পরিবহন বিভাগের যানবাহন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পণ্যের যাবতীয় তথ্যাদি ডাটাবেইজে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। গাড়ির ধরণ-প্রকৃতি, মূল্য, মেয়াদ, বরাদ্দ ও সার্ভিসিং কাল ইত্যাদি যথাসময়ে জানা এবং রুটিন মোতাবেক গাড়ির সার্ভিসিং করা সম্ভব হচ্ছে। রিকুইজিশনকৃত গাড়ির সংখ্যা, ধরণ ইত্যাদি তথ্যও একই ডাটাবেইজে অন্তর্ভুক্ত থাকছে। গাড়ির খুচরা যন্ত্রাংশের ক্রয় মূল্য, উৎপাদক, মেয়াদ ও ওয়ারেন্টিসহ সকল তথ্য উক্ত সিস্টেমে সংরক্ষণ করা যাচ্ছে। জ্বালানি তেলের ধরণ-প্রকৃতি, মজুত, দৈনিক ব্যবহার, গাড়ি প্রতি ইস্যুকৃত তেলের পরিমাণও ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

৫১. সিআইএমএস সফটওয়্যার

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অপরাধ বিভাগ সমূহের বিট পুলিশিং -এর আওতাধীন বাড়ির মালিক ও ভাড়াটিয়াদের তথ্যাদি যথাযথভাবে সংরক্ষণের জন্য Citizen Information Management (CIMS) Software চালু করা হয়েছে। বর্তমানে সকল থানায় বিট পুলিশিং -এর আওতাধীন বাড়ীর মালিক ও ভাড়াটিয়াদের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যাদির ডাটা এন্ট্রির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ৫২.

৫২. Mobile Finger Collection Devices

উক্ত ডিভাইজের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীতে কোন মৃত অথবা অসুস্থ বা প্রতিবন্ধি ইত্যাদি ব্যক্তির Finger Print Collection করে তা জাতীয় পরিচয়পত্র ডাটাবেজের সাথে মেলানো হয় এবং সেই অনুসারে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

৫৩. পিবিআই, ঢাকা

‘‘পিবিআই কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং তদন্ত সহায়ক যন্ত্রপাতি ক্রয়’’ শীর্ষক প্রকল্প -এর আওতায় Thailand -এ অনুষ্ঠিত ‘‘Terrorist Crime Scene Investigation Course’’ এর ১ম ও ২য় ব্যাচে ৪৫ জন এবং Western Sydney University, Australia -এর ব্যবস্থপনায় Crime, Criminal Investigation, Monitoring and Supervision প্রশিক্ষণে ১৯ জন কর্মকর্তাসহ মোট ৬৪ জন কর্মকর্তাকে বিদেশে প্রশিক্ষণ করানো হয়।

৫৪. পুলিশ সুপার, কুমিল্লা জেলা

সংঘবদ্ধ অপরাধ তদন্তে (Analytical Chart) ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ POS মেশিন প্রশিক্ষণ, তদন্ত ব্যয় বিল প্রশিক্ষণ, সিডিএমএস প্রশিক্ষণ, Preliminary Crime Inteligence Analysis Course.

৫৫. টিডিএস, মিলব্যারাক, ঢাকা

এ বিভাগের উদ্যোগে কর্মরত এএসপি/টিআইদের জন্য ২ সপ্তাহ মেয়াদি ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট কোর্স চালু করা হয়েছে।

৫৬. ডিটিএস, সিআইডি, ঢাকা

এ বিভাগের উদ্যেগে ৯১ টি ব্যাচে ২৬৬২ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৫৭. কমিউনিটি পুলিশিং বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ক) বর্তমানে বাংলাদেশ পুলিশের সকল জেলা ও মেট্রোপলিটন ইউনিটে কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রম বিস্তৃত রয়েছে। কমিউনিটি পুলিশিং -এর চলমান কার্যক্রমকে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী মোট ৪০৯০৮টি কমিটিতে ৯৫৮০৪৬ জন কমিউনিটি পুলিশিং সদস্য কাজ করে চলেছে;

খ) ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে কমিউনিটি পুলিশিং-এর মাধ্যমে দৃশ্যমান যেসকল অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তা নিম্নরূপ:-

গ) ক্রাইম প্রিভেনশনে গৃহীত নিবর্তনমূলক পদক্ষেপের অংশ হিসেবে নিম্নরূপ কার্যক্রম নিয়মিতভাবে অব্যাহত রয়েছে; প্রতিমাসে প্রতিটি থানা/ইউনিটে Open House Day (ওপেন হাউজ ডে) আয়োজন করা হয়। উক্ত ওপেন হাউজ ডে অনুষ্ঠানে এলাকার বিভিন্ন অপরাধ মূলক কর্মকাণ্ড, সমাজ থেকে মাদক মুক্তকরণ, স্কুল, কলেজগামী ছাত্র-ছাত্রীদের ইভটিজিং সমস্যা, যৌন হয়রানি, নারীর প্রতি সহিংসতা, বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, যৌতুক প্রতিরোধ, বয়স্ক শিক্ষা, জঙ্গি ও সন্ত্রাস নির্মুলে সচেতনতা মুলক আলোচনা করা হয়;

ঘ) কমিউনিটি পুলিশিং কমিটি কর্তৃক প্রতিমাসে পারিবারিক বিরোধ (ডিসপুট) নিস্পত্তি করা হয় ;

ঙ) কমিউনিটি পুলিশিং কমিটি কর্তৃক নারী ও শিশু নির্যাতন এবং নীরব পারিবারিক নির্যাতন রোধ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ;

চ) কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রমের অংশ হিসেবে স্কুল/কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পুলিশের কাজে সহযোগিতা ও অপরাধ সচেতনতা তৈরিতে নিম্নলিখিত বিষয়ে পুলিশ অফিসারগণ কর্তৃক পাঠদান অব্যাহত রয়েছে;

ছ) বাল্য বিবাহ রোধ, ইভটিজিং প্রতিরোধ, জঙ্গিবাদ দমন, সন্ত্রাস দমন, মাদকের কুফল, নারী নির্যাতন, শিশু নির্যাতন, যৌতুক নিরোধ, মোবাইলের অপব্যবহার ও সামাজিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি সংক্রান্ত;

জ) প্রত্যেক থানা ও ওয়ার্ড পর্যায়ে কমিউনিটি পুলিশিং কমিটির সহযোগিতায় জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জঙ্গি বিরোধী সমাবেশ ও ভাড়াটিয়া তথ্য সংগ্রহ সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে ;

ঝ) সার্ভিস ডেলিভারি ও কমিউনিটি পুলিশিং সেন্টারের মাধ্যমে জনগণ যাতে সহজে সঠিক সেবা পেতে পারে এ ব্যাপারে সিপিওগণের করণীয় সম্পর্কিত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে ;

ঞ) চলমান কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রমের মাধ্যমে পুলিশ-জনগণের মিথস্ক্রিয়ার ফলে পুলিশের কাজে জনগণের আস্থা, অংশগ্রহণ, সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে;

ট) অপরাধপ্রবণ এলাকায় জনগণকে সম্পৃক্ত করে পুলিশের সাথে যৌথ উদ্যোগে টহল, পাহারা ও নিরীক্ষণের ফলে অপরাধের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে;

ঠ) সারাদেশে পরিবহন সেক্টর কমিউনিটি পুলিশিং ৭৬৮টি কমিটি গঠন করা হয়েছে। পরিবহন সেক্টর, হাটবাজার ও স্কুল-কলেজে প্রচারণামূলক সভা সমাবেশ আয়োজনের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির কাজ অব্যাহত রয়েছে ;

ড) সারাদেশে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরে ৩০৮টি কমিউনিটি পুলিশিং কমিটি গঠন করা হয়েছে ও বাস্তবায়নের কাজ অব্যাহত রয়েছে;

ঢ) বিশেষায়িত পুলিশ ইউনিটসমূহে যেমন- হাইওয়ে কমিউনিটি পুলিশিং, রেলওয়ে কমিউনিটি পুলিশিং, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমিউনিটি পুলিশিং ও পরিবহন সেক্টর কমিউনিটি পুলিশিং কমিটি গঠন হয়েছে। নিয়মিতভাবে এসকল কমিটির সদস্য, পরিবহন চালক ও হেল্পারদের বিভিন্ন জননিরাপত্তা ও অপরাধ দমনমূলক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান কর্মসূচি জোরদার করা হয়;

কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	২০১৭-১৮ (০১/০৭/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০১৮ পর্যন্ত)
ক) ওপেন হাউজ ডে সংখ্যা	৮৯৫৮
খ) জনসংযোগ সভার সংখ্যা (র‍্যালি, স্কুল ভিজিট ইত্যাদি) সংখ্যা	৫৮৮৬৫
গ) অপরাধ বিরোধী সভার সংখ্যা	৮৩১১৯
ঘ) বিরোধ নিস্পত্তির সংখ্যা	১২৭৯৩৭

ণ) ২০১৭ সালে অক্টোবর মাসের শেষ শনিবার কমিউনিটি পুলিশিং ডে পালন করা হয়েছে। কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রমে সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রতিটি ইউনিট হতে ১(এক) জন করে শ্রেষ্ঠ সিপিও এবং ১(এক) জন করে শ্রেষ্ঠ কমিউনিটি পুলিশিং সদস্যকে আইজিপি মহোদয় কর্তৃক ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। এ ক্ষেত্রে কমিউনিটি পুলিশিং ডে নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়;

ত) বাংলাদেশ পুলিশ স্ট্র্যাটজিক প্ল্যান ২০১৮-২০২০ -এ পুলিশী সেবার মান-উন্নয়নের অংশ হিসেবে কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে;

থ) পুলিশ সপ্তাহ/২০১৮ উপলক্ষে কমিউনিটি পুলিশিং এর উপর একটি ডকুমেন্টারি প্রস্তুত করে প্রচারণা করা হয়েছে;

দ) গত রমজান ও পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে সারাদেশে মোট ২৫২৯৬ জন কমিউনিটি পুলিশিং সদস্য বিভিন্ন থানা এলাকায়, বিভিন্ন মার্কেটের সামনে ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও যানজট নিরসনে নিরলসভাবে কাজ করেছে।

৫৮. ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক কার্যাবলি সম্পাদনে বিদ্যমান সমস্যা

ক) চাহিদা মাফিক বছরভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ না পাওয়া: এডিপি'র অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ যথাসময়ে বাস্তবায়নের জন্য বছরভিত্তিক যে হারে অর্থ প্রয়োজন সে হারে বরাদ্দ পাওয়া যায় না। ফলে যথাসময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না।

খ) এডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড় এবং আরএডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত নতুন প্রকল্পের অর্থছাড়ে বিলম্ব: আরএডিপি'তে নতুন প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড়ে পরিকল্পনা কমিশন এবং অর্থমন্ত্রণালয়ের সম্মতি প্রয়োজন হয়। সম্মতি গ্রহণ প্রক্রিয়া সময় সাপেক্ষ। চলমান প্রকল্পের অনুকূলে এডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের ১ম-৩য় কিস্তি একত্রে ছাড় করা হলে তা প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।

গ) উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় গাড়ি ক্রয়ে সম্মতিঃ যে সকল প্রকল্পে গাড়ি ক্রয়ের বিষয় জড়িত থাকে সে সকল ক্ষেত্রে দরপত্র প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করার পর অর্থ ব্যয়ের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি প্রয়োজন। এ জন্য কমপক্ষে অতিরিক্ত ৩০ দিন সময় ব্যয় হয়। অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) অনুমোদন করা হয়। অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) অনুসারে গাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সংগ্রহের বিষয়টি পরিহার করা সম্ভব হলে প্রকল্পভুক্ত গাড়ি ক্রয়ে জটিলতা এড়ানো যাবে যা প্রকল্প বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করবে।

ঘ) "পুলিশ বিভাগের আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এনকম ভবনের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্পটি গত ০২/০১/১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদন করা হয়েছে। কিন্তু চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বর্ণিত প্রকল্পের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়নি। ইতোমধ্যে প্রকল্পের নির্মাণ কাজের দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। শিঘ্রই নির্মাণ কাজ শুরু হবে। প্রকল্পটি যথাসময়ে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের অনুকূলে থোক বরাদ্দ প্রয়োজন।

৫৯. আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জন্য)

৫৯.১ অপরাধ-সংক্রান্ত

অপরাধের ধরন	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৭-২০১৮)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৬-২০১৭)	অপরাধের হ্রাস (-) /বৃদ্ধি(+)-এর সংখ্যা	অপরাধের হ্রাস (-)/বৃদ্ধি(+)-এর শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫
খুন	৩৭১৯	৩৫০৮	+২১১	+৬.০১
ধর্ষণ	৩৯৫৫	৩৮০৮	+১৪৭	+৩.৮৬
অগ্নিসংযোগ	২১৪	২৯৭	-৮৩	-২৭.৯৫
এসিড নিক্ষেপ	১৫	৩৫	-২০	-৫৭.১৪
নারী নির্যাতন	১০৬৫৬	১১৯২০	-১২৬৪	-১০.৬০
ডাকাতি	২৯২	৩৭৭	-৮৫	-২২.৫৫
রাহাজানি/দস্যুতা	৬৫৭	৬১১	+৪৬	+৭.৫৩
গাবাদি পশু চুরি	৭৭০	৯৩৪	-১৬৪	-১৭.৫৬
অস্ত্র আইন	২২৪৪	২৩৪৬	-১০২	-৪.৩৫
বিস্ফোরক দ্রব্য	৪০২	৩৮৭	+১৫	+৩.৮৮
মোট	২২৯২৪	২৪২২৩		

র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)

''র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন'' (র‍্যাব) বর্তমান উন্নয়নশীল বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের নির্ভরতার প্রতীক। নিজ কর্মধারায় উজ্জীবিত হয়ে অর্জন করেছে দেশের মানুষের অকুণ্ঠ ভালবাসা ও আস্থায় সিক্ত একমাত্র ''এলিট ফোর্সের'' উপাধি। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই নিজ কার্যে পেশাদারিত্ব, দক্ষতা, সততা, নিরপেক্ষতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আসছে এই এলিট ফোর্স। আভিযানিক কার্যক্রম, গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ এবং প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধ র‍্যাবকে দিয়েছে আধুনিক ও অভিজাত বাহিনীর উপমা। তথা ২০০৪ সাল ও তার পূর্ববর্তী সময়ে উগ্র ধর্মীয় মৌলবাদ, অবৈধ অস্ত্রের যথেচ্ছ ব্যবহার, ক্রমবর্ধমান অপরাধ প্রবণতা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডসহ সমাজ বিনষ্টকারী নানাবিধ অপরাধ তৎপরতা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাওয়ায় তা আমাদের মত একটি উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমনই এক পরিস্থিতিতে ২০০৪ সালের ২৬ শে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের প্যারেডে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এলিট ফোর্স র‍্যাব -এর যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে র‍্যাব সদর দপ্তরসহ সারা দেশে মোট ১৪টি ব্যাটালিয়ন নিয়ে সগৌরবে র‍্যাব বলিষ্ঠ পদক্ষেপে দায়িত্ব পালন করছে।

১. দেশের উন্নয়নে র‍্যাবের কার্যক্রমের প্রভাব

অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের ন্যায় বাংলাদেশও ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে এগিয়ে যাচ্ছে উন্নয়নের শিখরে। যদি বলা হয় এই উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি কি? নিঃসন্দেহে দেশের আভ্যন্তরীণ সুস্থ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিই সর্বাগ্রে স্থান নেবে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে র‍্যাবের সুচিন্তিত, নিরপেক্ষ এবং বলিষ্ঠ পদক্ষেপের ফলস্বরূপ দেশে আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তার আমূল পরিবর্তন আসে। দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ গতি ফিরে পেয়েছে। দেশের অভ্যন্তরেও শিল্প, কলকারখানায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণ জনগণের জীবনযাপনের মানের উন্নয়ন, বাক স্বাধীনতা, কর্মক্ষেত্রে স্বাধীনতা, সামাজিক মূল্যবোধের উন্নয়ন হয়েছে। দেশকে এই ভারসাম্য অবস্থানে আনতে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কঠোর নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। র‍্যাবের সকল ব্যাটালিয়নসমূহ সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিরলসভাবে পরিশ্রম করে যাচ্ছে।

২. র‍্যাবের অধিগত সাফল্য

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এ বাহিনী ধর্মীয় জঙ্গি দমন, অবৈধ অস্ত্র ও মাদকদ্রব্য উদ্ধারে আত্মনিয়োগ করে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব ও নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে সীমিত সময়ে সর্বস্তরের জনসাধারণের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়। এ সব দায়িত্বের পাশাপাশি বিভিন্ন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান, কর্মসূচি ও উৎসবে র‍্যাব ফোর্সেস নিরাপত্তা দায়িত্ব পালন করে থাকে। জঙ্গিবাদ বর্তমানে সারা বিশ্বকে নাজেহাল করে রেখেছে। বাংলাদেশে ১৯৯৯ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যবর্তী সময়গুলোতে উগ্র ধর্মীয় জঙ্গিবাদ ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করতে শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় ০৬ মার্চ ১৯৯৯ সালে যশোরে উদীচর সমাবেশে বোমা হামলা, ১৪ এপ্রিল ২০০১ সালে ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে রমনা বটমূলে বোমা হামলা, ০৭ ডিসেম্বর ২০০২ সালে ময়মনসিংহের চারটি সিনেমা হলে সিরিজ বোমা হামলা, ২১শে আগস্ট ২০০৪ সালে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর প্রাণ নাশের উদ্দেশ্যে জনসভায় গ্রেনেড হামলা, ১৭ আগস্ট ২০০৫ সালে একই সাথে ৬৩টি জেলায় সিরিজ বোমা বিস্ফোরণ এবং ২৯ নভেম্বর ২০০৫ সালে গাজীপুর বার এসোসিয়েশনে বোমা হামলার মাধ্যমে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে নিরীহ মানুষকে হত্যার মাধ্যমে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে উগ্র ধর্মীয় জঙ্গি দলগুলো তাদের উপস্থিতি জানান দেয়ার চেষ্টা করে। তাদের এহেন ধ্বংসাত্মক ও দেশবিরোধী কার্যক্রম বন্ধ করার লক্ষ্যে র‍্যাব ব্যাপক তৎপরতা শুরু করে।

র‍্যাবের নিরলস পরিশ্রম ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার কারণে জেএমবি ও গুজির মত জঙ্গি সংগঠনকে সমূলে উৎপাটন করা সম্ভবপর হয়েছে। জেএমবি'র প্রধান সংগঠক শায়েখ আব্দুর রহমান, দ্বিতীয় শীর্ষ নেতা মোঃ সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলা ভাই, অন্যতম সূরা সদস্য আতাউর রহমান সানীসহ ১২ জন সুরা সদস্য ও শীর্ষ পর্যায়ের প্রায় সকল নেতা এবং গুজি, হিজবুত তাহরীর প্রভৃতি নিষিদ্ধ সংগঠনের ১,৮৩৭ জন ধর্মীয় জঙ্গিদের র‍্যাব গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে। র‍্যাব ফোর্সেস কর্তৃক উক্ত জঙ্গি সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে পরিচালিত সাফল্যজনক অভিযানের মাধ্যমে জেএমবির বোমা বিশেষজ্ঞ মোঃ জাহিদ হোসেন সুমন ওরফে বোমারু মিজান এবং তার স্ত্রী হালিমা বেগম ওরফে শারমীন, গুজির নায়েবে আমীর এবং ২১শে আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলার অন্যতম আসামি মোঃ আব্দুল হান্নান, সদস্য আইনুল হক ও মাওলানা শেখ ফরিদ আহমেদ ওরফে ফরিদ ওরফে রশিদ, জেএমবির তৎকালীন আমীর ও ২১শে আগস্ট গ্রেনেড হামলার চার্জশীটভুক্ত পলাতক আসামি মোঃ ইয়াহিয়া ও ০২ জন সক্রিয় সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়। ফলে জঙ্গিবাদের বীজ এদেশে দানা বেঁধে ওঠার আগেই তা অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়। এরই ক্রমধারায় র‍্যাব ২০১৮ সালে জঙ্গি নেতা কর্মী ও সদস্যদের কার্যক্রম মনিটরিং -এ রেখে ক্রমাগত জঙ্গির আস্তানায় হামলা দিয়ে জঙ্গিদের সংঘবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা রুখে দেয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে এ যাবৎ জঙ্গি গ্রেফতারের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

এসব জঙ্গি নেতা কর্মী ও সদস্যদের গ্রেফতারের সময় তাদের নিকট হতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ দেশি-বিদেশি অস্ত্র ও গোলাবারুদ, বিস্ফোরক, আইইডি, আইইডি তৈরি সরঞ্জামাদি, রাসায়নিক দ্রব্য, জিহাদী বই ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী উদ্ধার করা হয়।

ক্রমিক	জঙ্গি সংগঠন	জঙ্গির প্রকার	গ্রেফতার -এর সংখ্যা
১.	জেএমবি	সূরা	১২
২.		এহসার সদস্য	১৪৬
৩.		গায়েরে এহসার	৫৩
৪.		আত্মঘাতী	১৮
৫.		কর্মী	৬৪৫
৬.		সমর্থক	৭০
৭.	অন্যান্য জঙ্গি সংগঠন	হরকাতুল জিহাদ	৪৬
৮.		হিযবুত তাহরীর/তাওহীদ	৪৪১
৯.		আল্লাহর দল	০৭
১০.		আনসারুল্লাহ বাংলা টিম	৫৪
১১.		শহীদ হামজা ব্রিগেড	০৯
১২.		অন্যান্য	৩৩৬
	মোট গ্রেফতার		**১৮৩৭**

৩. চরমপন্থীদের গ্রেফতার ও নির্মূল

চরমপন্থীদের দৌরাত্ম মূলত আজকের নয়। ব্রিটিশ শাসনামল থেকেই এর গোড়াপত্তন। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন জেলাসমূহে এদের উত্থান। তারা খুন, ধর্ষণ, লুটতরাজ, চাঁদাবাজিসহ নানা ধরনের অপকর্ম সাধনের মাধ্যমে ঐ অঞ্চলে এক ভীতিকর পরিবেশের সৃষ্টি করে। তাদের অনিয়ন্ত্রিত হামলায় সাধারণ মানুষের পাশাপাশি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বেশ কয়েকজন সদস্য আহত ও নিহত হয়। চরমপন্থীদের দ্বারা উক্ত সময়ে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কিছু ফাঁড়ি ও অস্ত্র লুটের ঘটনাও ঘটে।

গত চৌদ্দ বছরে আনুমানিক ৪২৭ জন বিভিন্ন পর্যায়ের চরমপন্থী নেতাদের গ্রেফতারের মাধ্যমে এ অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় র‍্যাব তার সফলতার প্রমাণ দেখিয়েছে। র‍্যাব কর্তৃক পরিচালিত সাফল্যজনক অভিযানে পূর্ব বাংলা কমিউনিষ্ট পার্টি (এমএল জনযুদ্ধ)

এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান মোঃ আব্দুর রশিদ মালিথা তপন ওরফে দাদা তপন, বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি ও সর্বহারা দলের আঞ্চলিক নেতা তৈয়বুর রহমান ওরফে তোতা ওরফে নিরু, জাসদ গণবাহিনীর অন্যতম শীর্ষ নেতা আশরাফুল ইসলাম ওরফে আশা, শ্রমজীবি মুক্তি আন্দোলনে সামরিক শাখার প্রধান কাজী এহসান বারী হায়দার, বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির (হক গ্রুপের) আঞ্চলিক নেতা মোজাম সর্দার, পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টি (জনযুদ্ধ) এর ঝিনাইদহ এলাকার কমাণ্ডার মোঃ আব্দুল কুদ্দুস ওরফে বোমা কুদ্দুস, পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টি (জনযুদ্ধ) এর সামরিক শাখা কমাণ্ডার জিয়ারুল রহমান জিয়া, পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল লাল পতাকা) এর নেতা মোস্তাফিজুর রহমান ওরফে কিলার মোস্তাক, গণমুক্তি ফৌজ এর কেন্দ্রীয় নেতা বিধান চন্দ্র বিশ্বাস, দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের শীর্ষ সন্ত্রাসী এবং নিউ বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির আঞ্চলিক নেতা ও সামরিক কমাণ্ডার শ্রী শৈলেন্দ্র নাথ বিশ্বাস ওরফে প্রদীপ বিশ্বাস ওরফে শৈলেন এবং হক গ্রুপের প্রধান মোঃ রফিউদ্দিন @ছোট তারেকসহ অনেক চরমপন্থী নেতাকে আইনের আওতায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। ফলে বর্তমানে এসব চরমপন্থীদের কর্মকাণ্ড স্তিমিত প্রায়।

৪. জলদস্যুতা/বনদস্যুতা প্রতিরোধ

বিগত বছরগুলোতে সুন্দরবন এলাকায় জেলে অপহরণ, চাঁদাবাজি, ডাকাতি প্রভৃতি অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাওয়ায় র‌্যাব নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করে আসছে। বাংলাদেশ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাসমূহের কয়েক লাখ উপকূলবর্তী মানুষ বিগত কয়েক দশক ধরে সুন্দরবনের মধু, কাঠ, গোলপাতা, চিংড়ির পোনা, কাঁকড়া, সাদামাছ আহরণ ও শুটকি তৈরীর মধ্য দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে আসছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুন্দরবনের অপরিসীম গুরুত্ব বিবেচনায় ও এলাকার জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানে সুন্দরবনসহ এর তৎসংলগ্ন উপকূলবর্তী এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় র‌্যাব সর্বদাই সচেষ্ট।

গত ০৩ জুলাই, ২০১২ তারিখে উপকূলীয় জেলাসমূহে মৎস্যজীবী জেলেদের মৎস্য আহরণ নির্বিঘ্ন ও জলদস্যু দমনের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক জাতীয় টাস্কফোর্স কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত জাতীয় টাস্কফোর্সে মহাপরিচালক, র‌্যাব ফোর্সেস মহোদয়কে

জলদস্যু/বনদস্যুদের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আত্মসমর্পণ

জলদস্যু/বনদস্যুদের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আত্মসমর্পণ

প্রধান সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। টাস্কফোর্স গঠনের পর হতে অদ্যাবধি টাস্কফোর্স কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন অভিযানের মাধ্যমে ৪৯১ জন জলদস্যু, ২৬ জন বনদস্যু, ৭৮ জন উপকূলীয় অঞ্চলের ডাকাতসহ মোট ৭২৩ জনকে গ্রেফতার করা হয় এবং সশস্ত্র প্রতিরোধ করতে গিয়ে র‍্যাবের সাথে বন্দুক যুদ্ধে অনেক জলদস্যু/বনদস্যু নিহত হয়। এছাড়া টাস্কফোর্স গঠনের পর বিভিন্ন ধরনের ১,৭৬৯ টি অস্ত্র, ৩৯,৯০০ রাউণ্ড গুলি, ১৫১টি ধারালো অস্ত্র ও ৪৫ জন অপহৃত জেলেকে উদ্ধার করতে সমর্থ হয়। আনুমানিক ১৯২ জন জলদস্যু/বনদস্যুর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। যার মধ্যে জুলফিকার বাহিনী, রাজু বাহিনী, জিহাদ ও সোহাগ বাহিনী, ছোট্ট বাহিনী, মোর্তুজা বাহিনী, আমজাদ বাহিনী, সাইজ্যা বাহিনী, কাশেম বাহিনী ফেরাউন/দারোগা বাহিনী, সাগর সৈকত বাহিনী, রাজু ফরহাদ বাহিনী, মাইজ্যা/মেজ বাহিনী, জামাল বাহিনী, মনির বাহিনী, সুমন বাহিনী, আমির বাহিনী, ইলিয়াছ বাহিনী, মাস্টার বাহিনী, নুরুল আফসার বাহিনী, নয়ন বাহিনী এবং আকাশ বাবু বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ সদস্যরা বিপুল অস্ত্রশস্ত্রসহ গ্রেফতার হয়। এছাড়াও, র‍্যাবের অভিযানে ২০১৮ সালে নিম্নবর্ণিত বাহিনীসমূহ র‍্যাবের তত্ত্বাবধানে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট আত্মসমর্পণ করে।

ক্রমিক	তারিখ	বাহিনীর নাম	জলদস্যুর সংখ্যা	উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও গোলাবারুদ
১।	২৯ মে ১৬	মাস্টার বাহিনী	১০ জন	অস্ত্র - ৫৪টি ও গোলাবারুদ - ৪০০৬ রাউণ্ড
২।	১৭ জুলাই ১৬	মজনু বাহিনী	০৯ জন	অস্ত্র - ১৭টি ও গোলাবারুদ - ৬৬৫ রাউণ্ড
		ইলিয়াস বাহিনী	০২ জন	অস্ত্র - ০৮টি ও গোলাবারুদ - ৩৫৫ রাউণ্ড
৩।	০৭ সেপ্টেম্বর ১৬	আলম বাহিনী	০৪ জন	অস্ত্র - ০৭টি ও গোলাবারুদ - ৩৫৮ রাউণ্ড
		শান্ত বাহিনী	১০ জন	অস্ত্র - ১৩টি ও গোলাবারুদ - ৬৫০ রাউণ্ড
৪।	১৯ অক্টোবর ১৬	সাগর বাহিনী	১৩ জন	অস্ত্র - ২০টি ও গোলাবারুদ - ৫৯৬ রাউণ্ড
৫।	২৫ নভেম্বর ১৬	খোকাবাবু বাহিনী	১২ জন	অস্ত্র- ২২টি ও গোলাবারুদ - ১০০৩ রাউণ্ড
৬।	০৫ জানুয়ারি ১৭	নোয়া বাহিনী	১২ জন	অস্ত্র - ২৫ টি ও গোলাবারুদ - ১১০৫ রাউণ্ড
৭।	২৭ জানুয়ারি ১৭	জাহাঙ্গীর বাহিনী	২০ জন	অস্ত্র - ৩১টি ও গোলাবারুদ - ১৫০৭ রাউণ্ড
৮।	২৯ মার্চ ১৭	ছোট রাজু বাহিনী	১৫ জন	অস্ত্র - ২১টি ও গোলাবারুদ - ১২৩৭ রাউণ্ড
৯।	২৮ এপ্রিল ১৭	আলিফ বাহিনী	১৯ জন	অস্ত্র - ৩১টি ও গোলাবারুদ - ১১১০ রাউণ্ড
		কবিরাজ বাহিনী	০৬ জন	
১০।	০১ নভেম্বর ১৭	মজিদ বাহিনী	০৯ জন	অস্ত্র - ৩৩টি ও গোলাবারুদ - ১৩২৯ রাউণ্ড
		মানজু	১১ জন	
১১।	০৪ জানুয়ারি ১৮	বড়ভাই বাহিনী	১৮ জন	অস্ত্র - ৩৮টি ও গোলাবারুদ - ২৯৬৯ রাউণ্ড
		ভাই ভাই বাহিনী	০৮ জন	
		সুমন বাহিনী	১২ জন	
১২।	০১ এপ্রিল ১৮	ডন বাহিনী	১০ জন	অস্ত্র - ২৮টি ও গোলাবারুদ - ১০৮১ রাউণ্ড
		ছোট জাহাঙ্গীর বাহিনী	০৯ জন	
		ছোট সুমন বাহিনী	০৮ জন	
১৩।	২৩ মে ১৮	দাদা ভাই বাহিনী	১৫ জন	
		হান্নান বাহিনী	০ ৯ জন	অস্ত্র - ২৫টি ও গোলাবারুদ - ৩৪৯ রাউণ্ড
		আমির আলী বাহিনী	০৭ জন	
		সূর্য্য বাহিনী	১০ জন	অস্ত্র - ৩৩টি ও গোলাবারুদ - ৯৬৫ রাউণ্ড
		ছোট সামসু বাহিনী	০৯ জন	
		মুন্না বাহিনী	০৭ জন	
১৪।	১৯ অক্টোবর ১৮	আনজু বাহিনী	১০ জন	অস্ত্র - ২৪টি ও গোলাবারুদ - ৩৪৫ রাউণ্ড
		রমিজ বাহিনী	০২ জন	অস্ত্র - ০৮টি ও গোলাবারুদ - ১২০ রাউণ্ড
		নুরুল আলম কালাবদা বাহিনী	০৬ জন	অস্ত্র - ২৩টি ও গোলাবারুদ - ৩৩৩ রাউণ্ড
		জালাল বাহিনী	১৫ জন	অস্ত্র - ২৯টি ও গোলাবারুদ - ৬,৭৯৮ রাউণ্ড
		তইয়ুব বাহিনী	০৯ জন	অস্ত্র - ১৯টি ও গোলাবারুদ - ৩৭ রাউণ্ড
		আলাউদ্দিন বাহিনী	০১ জন	অস্ত্র - ০১টি ও গোলাবারুদ - ০৪ রাউণ্ড
১৫।	০১ নভেম্বর ১৮	আনোয়ারুল বাহিনী	০৮ জন	অস্ত্র - ১৪টি ও গোলাবারুদ - ৩৬৫ রাউণ্ড
		তইবুর বাহিনী	০৫ জন	
		সাত্তার বাহিনী	১২ জন	অস্ত্র - ৪৪টি ও গোলাবারুদ - ২,৯৮৬ রাউণ্ড
		সিদ্দিক বাহিনী	০৭ জন	
		আলামিন বাহিনী	০৫ জন	
		শরীফ বাহিনী	১৭ জন	
	মোট	**৩৮টি বাহিনী**	**৩৭১ জন**	**অস্ত্র-৫৬৮টি ও গোলাবারুদ-৩০,২৭৩ রাউণ্ড**

৫. অবৈধ মাদকদ্রব্য উদ্ধার

বর্তমান সরকারের মাদকের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান র‍্যাবকে আরও বেগবান করেছে। র‍্যাব তার সমগ্র শক্তি দিয়ে মাদকের বিস্তার রোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যার প্রমাণ প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে র‍্যাব কর্তৃক এ পর্যন্ত মাদকদ্রব্য উদ্ধারের পরিসংখ্যান হতে উপলব্ধি করা যায়

ক্রমিক	মাদকদ্রব্যের নাম	এ যাবৎ কালের উদ্ধারের পরিমাণ
১।	হেরোইন	৫২৩.৬৯৯ কেজি
২।	কোকেন	২৯.৭৯৯ কেজি
৩।	আফিম	৩৩.৭৭৯ কেজি
৪।	ইয়াবা	৩,২২,২৭,৩০০ পিছ
৫।	ফেন্সিডিল	৩১,৪৬,৭০৮ বোতল
৬।	গাঁজা	৭৮,৯৭১.১৩৫ কেজি
৭।	মদ (বিদেশি)	১,৭২,১৪১ বোতল
৮।	মদ (দেশি)	৬০,৩০,০০০২.০৫০ লিটার
৯।	বিয়ার	৪,২১,৫৮৩ ক্যান

৬ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে ৬,৭৭,০৫৬ পিছ ইয়াবা এবং ০১ টি বিদেশি পিস্তলসহ ০২ জন মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

৫ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে ৫,০০,০০০ পিছ ইয়াবাসহ ০৮ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

৬. অবৈধ ভিওআইপি ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ

এ যাবৎ র‍্যাব অবৈধ ভিওআইপি ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ৪৬০টি সফল অভিযান পরিচালনা করে ৬৪৮ জন আসামি গ্রেফতার করে বিপুল পরিমাণ অবৈধ ভিওআইপি সামগ্রী উদ্ধার করে।

ভিওআইপি সরঞ্জামাদিসহ ০২ জন গ্রেফতার

৭. অশ্লীল চলচ্চিত্র ও ভিডিও পাইরেসি রোধকল্পে টাস্কফোর্স

চলচ্চিত্রের সার্বিক মান উন্নয়নে র‍্যাবের নেতৃত্বে অশ্লীল চলচ্চিত্র বিরোধী টাস্কফোর্স নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। কঠোর পরিশ্রম, একাগ্রতা এবং ঐকান্তিক ইচ্ছার ফলে এই টাস্কফোর্স অতি অল্পসময়ের মধ্যে অশ্লীলতায় মুখ থুবড়ে পড়া বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে। র‍্যাব প্রতিষ্ঠার পর হতে এ সংক্রান্তে র‍্যাব ১০০৭টি

সফল অভিযান পরিচালনার করে পর্নো/অশ্লীল সিডি ৪,০৪,৯০০টি এবং পাইরেটেড সিডি ১৬,৮৬,৮০৮টিসহ মোট ২,৭৯৬ জন আসামিকে গ্রেফতার করে। এছাড়াও, গত ২০১৮ সালে র‌্যাব কর্তৃক এ সংক্রান্ত ২২টি অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে ১২ জন আসামি গ্রেফতারসহ বিভিন্ন অবৈধ সিডি উদ্ধার করে।

৮. অপহরণকারী আটক ও অপহৃত ব্যক্তিবর্গ উদ্ধার

র‌্যাব মানবাধিকার রক্ষায় যেমন সচেষ্ট তেমনি অপহরণ ও হত্যার বিরুদ্ধে আইনগতভাবে যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সর্বদা সচেষ্ট। র‌্যাব প্রতিষ্ঠার পর হতে এ যাবৎ অপহরণকারী গ্রেফতার ২,৬২৩ জন এবং ভিকটিম উদ্ধার ১,৭২২ জন।

২২ মার্চ ২০১৮ তারিখে সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি থানা
থেকে ০২ জন অপহরণকারী সদস্য গ্রেফতার

২২ মার্চ ২০১৮ তারিখে সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি থানা
থেকে ০২ জন অপহরণকারী সদস্য গ্রেফতার

৯. ভুয়া ডাক্তার/ভুয়া আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য/প্রতারক গ্রেফতার

প্রতিষ্ঠার পর হতে র‍্যাব এ পর্যন্ত নিম্নেবর্ণিত সংখ্যক ভুয়া ডাক্তার/ভুয়া আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য/প্রতারক গ্রেফতার করে:

ক্রমিক	গ্রেফতার	সংখ্যা
১।	ভুয়া ডাক্তার	২৫০ জন
২।	ভুয়া র‍্যাব	৪৩৮ জন
৩।	ভুয়া সেনা/নৌ/বিমান/পুলিশসহ অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য	৩১২ জন

১০. অবৈধ অস্ত্র, গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক উদ্ধার

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সহজেই অবৈধ অস্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটে। এসব অবৈধ অস্ত্রের অনুপ্রবেশ রোধে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই র‍্যাব ফোর্সেস, অস্ত্র উদ্ধার অভিযানগুলো সফলতার সাথে পরিচালিত করে যাচ্ছে।

৩১ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে ০৭টি বিদেশি পিস্তল, ১৪টি ম্যাগাজিন এবং ৪৭ রাউণ্ড গুলিসহ ০১ জন অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী গ্রেফতার

১১ মার্চ ২০১৮ তারিখে ০৬টি বিদেশি পিস্তল, ০৯টি ম্যাগাজিন এবং ৩৬ রাউণ্ড গুলিসহ ১০ জন অপহরণকারী গ্রেফতার

১১. অবৈধ অস্ত্র, গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক উদ্ধার

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সহজেই অবৈধ অস্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটে। এসব অবৈধ অস্ত্রের অনুপ্রবেশ রোধে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই র‌্যাব ফোর্সেস, অস্ত্র উদ্ধার অভিযানগুলো সফলতার সাথে পরিচালিত করে যাচ্ছে।

ক্রমিক	অস্ত্র/গোলাবারুদ ও বিস্ফোরকের নাম	সংখ্যা/পরিমান
১।	এসএমজি	১১১ টি
২।	রিভলবার (দেশি/বিদেশি)	২,৮৪০ টি
৩।	পিস্ত (দেশি/বিদেশি)	৩,২২৬ টি
৪।	রাইফেল	৫৭৫ টি
৫।	অন্যান্য অস্ত্র	৮,৫৭৭ টি
৬।	গ্রেনেড	৩৩ ৭ টি
৭।	বোম্ব/ককটেল	১৭,৭৬৪ টি
৮।	ডেটোনেটর	৮,৪৯৯ টি
৯।	গোলাবারুদ	২, ২৭ ,৩৫৬ রাউণ্ড
১০।	বিভিন্ন অস্ত্রের ম্যাগাজিন	৩ ,৫৫৮ টি
১১।	বিভিন্ন প্রকার বিস্ফোরক	৪০৮৫.৪৯৭ কেজি

২৮ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে আন্তর্জাতিক অনলাইন প্রতারক চক্রের ১৪ জন বিদেশি নাগরিক গ্রেফতার

১১ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে ২৯ জন্য মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

১২. আইন-শৃংখলা রক্ষায় সরকারি বিভিন্ন সংস্থাকে সহায়তা প্রদান

র‍্যাব ফোর্সেস সাধারণত স্বতন্ত্রভাবে নিজ দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় কার্যক্রম পরিচালনা করার পাশাপাশি বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকেও সর্বাত্মকভাবে সহায়তা প্রদান করে আসছে। নিম্নে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমন্বিত সহায়তার বিবরণ দেয়া হলো:

১২.১ মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং বিভিন্ন ভিভিআইপির বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে এসএসএফ ও পিজিআর -এর সাথে নিরাপত্তা প্রদান করার পাশাপাশি র‍্যাবের বোম্ব ও ডগ স্কোয়াড মোতায়েন করে সুইপিং -এর মাধ্যমে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

১২.২ জননিরাপত্তা নিশ্চিত করণার্থে র‍্যাব বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কর্তৃক আগুত হরতাল, অবরোধ, বিক্ষোভসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচিতে সহিংস এবং ধ্বংসাত্মক কোন কর্মকাণ্ড যাতে না ঘটে সেজন্য সদা তৎপর।

১২.৩ বিশ্ব ইজতেমা, থার্টিফার্স্ট নাইট, বড়দিন, বিভিন্ন ঈদ ও পূজাসহ রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে র‍্যাবও নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা দিয়ে যাচ্ছে।

১৩. মানব পাচার রোধে র‍্যাবের ভূমিকা

র‍্যাব এ যাবৎ নারী ও শিশু পাচার রোধে ২৫৩ টি অভিযান পরিচালনা করে ১৫৪ জন নারী ও ১০৬ জন শিশুকে উদ্ধার করে এবং এ সংক্রান্তে ২৬০ জনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। এছাড়াও অবৈধভাবে মালয়েশিয়া গমনকারী ৩১৪ জন ভিকটিম উদ্ধার ও ১৮ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়।

১৪. সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসী সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ

র‍্যাব ফোর্সেস -এর গোয়েন্দা উইং এবং ব্যাটালিয়ন সমূহের আভিযানিক দল যেকোন অভিযানের পূর্বে নিজস্ব প্রযুক্তি ও জনবল কাজে লাগিয়ে মাঠ পর্যায়ে পর্যালোচনা এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সন্ত্রাস এবং সন্ত্রাসী সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করে থাকে। সন্ত্রাসীদের চালচলন/গতিবিধি এবং তাদের কর্মকাণ্ড যতই চাতুর্যপূর্ণ হোক না কেন র‍্যাব ফোর্সেস -এর গোয়েন্দা উইং এবং ব্যাটালিয়নসমূহ কঠোর একাগ্রতার সাথে আধুনিক প্রযুক্তি ও সরঞ্জাম ব্যবহারের মাধ্যমে তাদেরকে সর্বদা এক ধাপ পিছিয়ে রেখেছে। তাছাড়া কারাগারে আটক থাকা সাজাপ্রাপ্ত ও বিচারাধীন অপরাধীদের (জঙ্গি, শীর্ষ সন্ত্রাসী, চরমপন্থী ইত্যাদি) শনাক্তকরণের সুবিধার্থে র‍্যাব সদর দপ্তরে ক্রিমিনাল ডাটাবেজ সংরক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, র‍্যাবই সর্বপ্রথম ২০১২ সালে অত্যাধুনিক ডিজিটাল ক্রিমিনাল ডাটাবেজ পদ্ধতির সূচনা করে যাতে সন্ত্রাসীদের আঙ্গুলের ছাপের পাশাপাশি চোখের আইরিশের ছাপ নথিভুক্ত থাকে যার মাধ্যমে পরবর্তীতে সন্ত্রাসীদের চিহ্নিতকরণ ও গ্রেফতার সহজতর হবে। উল্লেখ্য যে, অদ্যাবধি ৭১,০৮২ জন সন্ত্রাসীর তথ্য র‍্যাবের ডিজিটাল ক্রিমিনাল ডাটাবেজে নথিভুক্ত করা হয়েছে।

অনেক সময় একজন ধৃত অপরাধী তার প্রকৃত নাম ঠিকানা প্রভৃতি তথ্য সরবরাহ না করে ভুল তথ্য প্রদান করে। কিন্তু সংগৃহীত অপরাধীর Fingerprint এবং ছবি দ্বারা তার প্রকৃত নাম ঠিকানা যাচাইয়ের জন্য বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন -এর সহিত RAB Forces -এর সমঝোতা হয়।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের National Database -এ প্রায় ১০ (দশ) কোটি ৪০ (চলিশ) লক্ষ ভোটারের ছবি এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট সহকারে রেকর্ডস সংরক্ষিত আছে। ফলে Rab Babis Criminal Database এ সংরক্ষিত অপরাধীগণের ফিঙ্গারপ্রিন্ট দ্বারা National Database -এর সংরক্ষিত ফিঙ্গারপ্রিন্ট -এর সহিত ম্যাচ করে অপরাধীদের প্রকৃত নাম-ঠিকানা প্রভৃতি সংগ্রহ করা হয়। অপরাধীর প্রকৃত পরিচয় থেকে তার অবস্থানের সূত্র উদঘাটন করে আটক করা এবং আইনের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব।

১১ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে মতিঝিল থানাধীন সাইমন এয়ার ট্রাভেলস হতে ০৫ জন সক্রিয় মানব পাচারকারী গ্রেফতার

১৮ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে মানব পাচারের সাথে জড়িত ০৩ জন সদস্যকে গ্রেফতার

১৫. সরকার নির্দেশিত যে কোন অপরাধের তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা

র‍্যাব প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ সংস্থা সরকার দ্বারা নির্দেশিত হয়ে অথবা স্বপ্রণোদিত হয়ে যথাযথ নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে বিভিন্ন চাঞ্চল্যকর মামলা তদন্ত করে সফলভাবে তা সম্পন্ন করে অপরাধীদের আইনের আওতায় আনতে সক্ষম হয়েছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে গত চৌদ্দ বছরে র‍্যাব কর্তৃক মোট তদন্তকৃত মামলার সংখ্যা ১,৪৮৪টি। অর্থাৎ, র‍্যাব কর্তৃক তদন্তকৃত মামলার সাজার হার শতকরা ৫০ শতাংশ যা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি মাইল ফলক হিসেবে প্রতীয়মান।

১৬. দেশমাতৃকার নিরাপত্তায় জীবন উৎসর্গকারী র‍্যাবের সদস্যবৃন্দ

দেশমাতৃকার নিরাপত্তা রক্ষায় বিভিন্ন অভিযান পরিচালনার সময় ও দুর্ঘটনাজনিত কারণে এ পর্যন্ত র‍্যাবের মোট ২৩ জন অকুতোভয় সদস্য নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে ০৯ জন সেনাসদস্য, ০২ জন নৌবাহিনীর সদস্য, ০৭ জন পুলিশ সদস্য, ০৩ জন বিজিবি সদস্য ও ০২ জন আনসার সদস্য।

১৭. র‍্যাব সদস্য কর্তৃক আইন-শৃঙ্খলা ও নিয়ম ব্যত্যয়ে গৃহীত ব্যবস্থা

র‍্যাব সদস্য কর্তৃক যে কোন আইন ও নিয়ম বহির্ভূত কার্যক্রম গোচরীভূত হওয়ার সাথে সাথে র‍্যাবের আভ্যন্তরীণ তদন্ত সেল, ইনভেস্টিগেশন উইং ও ব্যাটালিয়ন পর্যায়ে তদন্ত করতঃ সকল অনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

অদ্যাবধি বিভিন্ন অনৈতিক কাজে জড়িত থাকার কারণে ১৪৪ জনকে চাকরি হতে স্থায়ীভাবে বরখাস্ত (শুধুমাত্র বরখাস্ত ১২৬ জন, জেলসহ বরখাস্ত ১৮ জন), শৃঙ্খলাজনিত কারণে ৯৭৩ জনকে 'গুরুদণ্ড' এবং ২৩১২ জনকে 'লঘুদণ্ড' সহ মোট ৩,২৮৫ জনকে সাজা প্রদান করা হয়েছে।

উপসংহার

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদমুক্ত একটি সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে র‍্যাব যেভাবে দেশের জনগণের আস্থা অর্জনে সমর্থ হয়েছে তা এক কথায় অনন্য। জনগণের ভালবাসাই র‍্যাবের মূল চালিকা শক্তি। **'বাংলাদেশ আমার অহংকার'** এই মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ নির্মাণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ র‍্যাবের প্রতিটি সদস্য। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে বলীয়ান র‍্যাব ফোর্সেস উত্তরোত্তর সাফল্য অর্জন করবে এবং মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায় চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ

'সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী' খ্যাত ২২৩ বছরের ঐতিহ্যবাহী বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) জাতির গৌরব ও আস্থার প্রতীক। বিজিবি'র রয়েছে সুদীর্ঘ ও সমৃদ্ধ ইতিহাস। মহান মুক্তিযুদ্ধে এ বাহিনীর বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস। ১৯৭১ -এর ২৫ মার্চের কালরাতে বিজিবি (তৎকালীন ইপিআর) সদর দপ্তর, পিলখানায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কাপুরুষোচিত আক্রমণে ইপিআর -এর অনেক বাঙালি সদস্য শহীদ হন। আরো অনেকে দখলদার বাহিনীর হাতে আটক ও নিষ্ঠুর নির্যাতনে পরবর্তীতে শাহাদত বরণ করেন। ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে ইপিআরের সিগন্যাল সেন্টারের কর্মীরা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান -এর স্বাধীনতার ঘোষণা ওয়্যারলেসযোগে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দেন। এ বাহিনীর প্রায় ১২ হাজার বাঙালি সদস্য মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং শত্রুদের মোকাবেলা করে ৮১৭ জন সদস্য শাহাদাত বরণ করেন। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ এ বাহিনীর ২ জন বীরশ্রেষ্ঠ, ৮ জন বীর উত্তম, ৩২ জন বীর বিক্রম এবং ৭৭ জন বীর প্রতীক খেতাব অর্জন করে বিজিবি'র ইতিহাসকে মহিমান্বিত করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ এ বাহিনীকে ২০০৮ সালে 'স্বাধীনতা পদকে' ভূষিত করা হয়। কালের বিবর্তনে এ বাহিনীর নাম বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন করা হয়েছে। ২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি পিলখানায় সংঘটিত অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার প্রেক্ষিতে দেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে যুগোপযোগী করতে বিজিবি পুনর্গঠন রূপরেখা ২০০৯ প্রণয়ন করা হয়। সে অনুযায়ী এ বাহিনীর নতুন নামকরণ করা হয় 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ'। ২০১০ সালের ২০ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদে 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন ২০১০' পাসের মাধ্যমে এ বাহিনীকে ঢেলে সাজানোর কাজ শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বিগত ৯ বছরে এ বাহিনীর সর্বক্ষেত্রে সরকারের যুগান্তকারী উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের ফলে শৃঙ্খলা, মনোবল, দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিজিবি আজ জনসাধারণের আস্থার প্রতীকে পরিণত হয়েছে। নিম্নে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বিজিবি'র বিভিন্ন কর্মকাণ্ড তুলে ধরা হলো:

১. অপারেশনাল কর্মকাণ্ড ও সীমান্ত ব্যবস্থাপনায় সাফল্য

বিজিবি সদস্যরা দেশের সীমান্ত রক্ষার সুমহান দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সাথে পালন করে আসছেন। 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন ২০১০' অনুযায়ী এ বাহিনীর কার্যাবলি অর্থাৎ সীমান্তের নিরাপত্তা রক্ষা করা, চোরাচালান, নারী ও শিশু এবং মাদক পাচার সংক্রান্ত অপরাধসহ অন্যান্য আন্তঃরাষ্ট্র সীমান্ত অপরাধ প্রতিরোধ, অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান এবং সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্য যেকোন দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে বিজিবি সদস্যরা দিন-রাত পরিশ্রম করছেন। বিজিবি'র উল্লেখযোগ্য আভিযানিক কর্মকাণ্ড ও সফলতা নিচে তুলে ধরা হলো:

শ্রীমঙ্গল ব্যাটালিয়ন কর্তৃক ০২ মে ২০১৮ তারিখে ৭৬৮ পিস ভারতীয় শাড়ি উদ্ধার

২. সীমান্তে চোরাচালান প্রতিরোধ

সীমান্ত সুরক্ষার মাধ্যমে চোরাচালান প্রতিরোধ করে দেশের অর্থনীতিতে বিজিবি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। সীমান্তে বিজিবির আভিযানিক সফলতা পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে সর্বমোট ৯৮৫ কোটি ৭৭ লক্ষ ৪০ হাজার ৮৪৬ টাকার চোরাচালান ও মাদকদ্রব্য জব্দ করা হয়েছে যার মধ্যে ৪১২ কোটি ২৬ লক্ষ ৮৬ হাজার ৬৯ টাকা মূল্যের মাদকদ্রব্য এবং ৫৭৩ কোটি ৫০ লক্ষ ৫৪ হাজার ৭৭৭ টাকার অন্যান্য চোরাচালান দ্রব্য রয়েছে।

৩. মাদক পাচার প্রতিরোধ

মাদকদ্রব্য পাচারের বিরুদ্ধে বিজিবি 'জিরো টলারেন্স নীতি' গ্রহণ করেছে। সীমান্তে বিজিবি'র সার্বক্ষণিক কড়া নজরদারির ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে জব্দকৃত মাদকদ্রব্যের মধ্যে ১,২৩,২৭,২০৩ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট, ৩,৫৬,৬৭৮ বোতল ফেন্সিডিল, ৩০ কেজি ১১ গ্রাম হেরোইন, ৯৯,২২৯ বোতল বিদেশি মদ, ৫০,৭৫০ বোতল বিয়ার, ৭৪০১ লিটার দেশি মদ, ১৫,৭৫৩ কেজি গাঁজা, ১,০২,৮৫০ পিস এ্যানেগ্রা ট্যাবলেট, ৩,৫৪,৪১৩ পিস সেনেগ্রা ট্যাবলেট, ১,০৩,৫০,৭০৪ পিস অন্যান্য ট্যাবলেট এবং ১৯,৬২৯টি নেশা জাতীয় ইনজেকশনসহ বিভিন্ন প্রকার মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

টেকনাফ ব্যাটালিয়ন কর্তৃক ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে তেত্রিশ কোটি ষাট লক্ষ টাকা মূল্যমানের এগার লক্ষ বিশ হাজার পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন কর্তৃক ১৮ মার্চ ২০১৮ তারিখে ০৮ জন আসামিসহ ২১,৬০০ ইউএস ডলার, ৫৯০০ ভারতীয় রুপি, ৩৯৭৬০ বাংলাদেশি টাকা, ৩৫৯টি বিভিন্ন প্রকার মালামাল এবং ১১টি মোবাইল আটক

যশোর ব্যাটালিয়ন কর্তৃক ০৫ আগস্ট ২০১৭ তারিখে ০১ জন আসামি ও প্রাইভেট কারসহ ২৩৫০ বোতল ফেন্সিডিল আটক

সিলেট ব্যাটালিয়ন কর্তৃক ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে ৪৫০ বোতল ভারতীয় অফিসার্স চয়েস মদ আটক

৪. অস্ত্র উদ্ধার

মাদকদ্রব্যের মতো অস্ত্র পাচারের বিরুদ্ধেও বিজিবি'র 'জিরো টলারেন্স নীতি' বলবৎ রয়েছে। সে অনুযায়ী বিজিবি'র গোয়েন্দা তথ্য কাজে লাগিয়ে বিশেষ করে সীমান্তের যেসব এলাকায় অস্ত্র পাচারের প্রবণতা রয়েছে সেখানে বিজিবি'র বিশেষ নজরদারি করা হচ্ছে। বিজিবি'র অব্যাহত তৎপরতায় ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ৮০ টি পিস্তল, ৩৩ টি বন্দুক, ০১ টি রিভলবার, ৭৫ টি ম্যাগাজিন, ২৮৭ রাউণ্ড গুলি, ৬৬ টি ককটেল এবং ১৩ টি বিভিন্ন প্রকারের বোমা এবং ৫০০ কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়।

রহনপুর ব্যাটালিয়ন কর্তৃক ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে ০১ জন আসামিসহ ০২ টি ইউএসএ তৈরি পিস্তল, ০৪ টি ভারতীয় লং ব্যারেল পিস্তল এবং ১৩ রাউণ্ড গুলি উদ্ধার

জকিগঞ্জ ব্যাটালিয়ন কর্তৃক ১৭ মে ২০১৮ তারিখে আটককৃত বিস্ফোরক

৫. সোনা উদ্ধার

সীমান্ত দিয়ে সোনা পাচার প্রতিরোধে বিজিবি'র নিয়মিত অভিযানের পাশাপাশি গোয়েন্দা তথ্য কাজে লাগিয়ে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বিজিবি'র অভিযানে সীমান্তে পাচারের সময় ১৩৮ কেজি ৮৬০ গ্রাম সোনা উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধারকৃত এসব সোনার আর্থিক মূল্য ৫৬,১২,৭২,১২০/- টাকা। এছাড়া ৪৬ জন সোনা পাচারকারীকে আটক করে থানায় সোপর্দ এবং ৪৬ টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

যশোর ব্যাটালিয়ন কর্তৃক ০৯ আগস্ট ২০১৮ তারিখে ০১ জন আসামীসহ ৭২ কেজি ৪৫০ গ্রাম সোনা (৬২৪ টি বার) এবং ০১ টি রামদা উদ্ধার

চাঁপাইনবাবগঞ্জ ব্যাটালিয়ন কর্তৃক ০২ জন শিশুসহ ১ জন পাচারকারী আটক

৬. মানব পাচার প্রতিরোধ

সীমান্তে নারী ও শিশু পাচারসহ যেকোন ধরনের মানব পাচার প্রতিরোধে বিজিবির কঠোর নীতি অনুসরণ ও গোয়েন্দা তৎপরতার ফলে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বিজিবি'র অভিযানে সীমান্তে পাচারের সময় ২৪৬ জন নারী, ১৩০ জন শিশু এবং ৭৮৫ জন পুরুষকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত ৪৩৪ টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

৭. রাজস্ব আদায়ে ভূমিকা

সীমান্তে বিভিন্ন প্রকারের চোরাচালান দ্রব্য জব্দকরণ এবং ক্যাটেল করিডোরের মাধ্যমে আসা গবাদি পশুর বিপরীতে রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করণের মাধ্যমে বিজিবি দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বিজিবি ৬২৫ কোটি ২ লক্ষ ১ হাজার ৮৭৭ টাকার সরকারি রাজস্ব অর্জনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখেছে, যার মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের চোরাচালান দ্রব্য জব্দকরণের আর্থিক মূল্য ৫৭৩ কোটি ৫০ লক্ষ ৫৪ হাজার ৭৭৭ টাকার এবং ক্যাটেল করিডোর হয়ে আসা ১০,৩৩,৩৮৮টি গবাদি পশুর বিপরীতে ৫১ কোটি ৫১ লক্ষ ৪৭ হাজার ১০০ টাকার রাজস্ব আদায় সম্ভব হয়েছে।

পিলখানায় ২৩-২৬ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪৬তম বিজিবি-বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ে সীমান্ত সম্মেলন

৮. সীমান্ত সম্মেলন

প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে সীমান্ত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে নিয়মিত ভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে সীমান্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। চলতি বছর ২৩-২৭ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে ঢাকায় এবং ০৩-০৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে ভারতের নয়াদিল্লীতে বিজিবি-বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ে সীমান্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া এবছর ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সাথে রিজিয়ন কমাণ্ডার-বিজিবি ও আইজি-বিএসএফ পর্যায়ে ২টি সীমান্ত সম্মেলন, সেক্টর কমাণ্ডার পর্যায়ে ২৩টি ও ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার পর্যায়ে ১১১টি পতাকা বৈঠক এবং ২২,১৭৪টি যৌথ সীমান্ত টহল অনুষ্ঠিত হয়েছে। মায়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সাথে চলতি বছর ০৯-১২ জুলাই ২০১৮ তারিখে ঢাকায় বিজিবি-বিজিপি সিনিয়র পর্যায়ে সীমান্ত সম্মেলন ছাড়াও রিজিয়ন পর্যায়ে ১টি ও ব্যাটালিয়ন পর্যায়ে ১১টি পতাকা বৈঠক এবং ১৯০টি যৌথ সীমান্ত টহল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব বৈঠকের ফলে ভারত ও মায়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সাথে বিরাজমান সুসম্পর্ক জোরদারসহ সীমান্ত অপরাধ কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

পিলখানায় ০৯-১২ জুলাই ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বিজিবি-বিজিপি সিনিয়র পর্যায়ে সীমান্ত সম্মেলন

৯. সীমান্তে প্রাণহানির ঘটনা হ্রাস

বিজিবি ও বিএসএফ -এর মধ্যে বিরাজমান সুসম্পর্ক ও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশেষ করে গত এক বছরে সীমান্ত হত্যার ঘটনা অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। তথাপি সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিক নিহতের ঘটনায় বিজিবি'র পক্ষ হতে বিএসএফের নিকট লিখিত প্রতিবাদলিপি ও পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে জোরালো প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে। বিজিবির এসব জোরালো তৎপরতার ফলে সীমান্তে নিহতের ঘটনা শূন্যের কোঠায় নেমে আসবে বলে আশা করা যায়।

১০. 'ক্রাইম ফ্রি জোন' ঘোষণা

বিজিবি ও বিএসএফ -এর প্রচেষ্টা ও পারস্পরিক সহযোগিতায় ২০১৮ সালের মার্চ মাসে যশোর সীমান্তের পুটখালী ও দৌলতপুর বিওপি'র মধ্যবর্তী ৮.৩ (আট দশমিক তিন) কিলোমিটার এলাকা প্রথমবারের মতো 'ক্রাইম ফ্রি জোন' বা 'অপরাধমুক্ত এলাকা' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া সীমান্তের বাংলাদেশ অংশে রেসপন্স ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকারের সার্ভেইল্যান্স ডিভাইস যেমন- ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা, সার্চ লাইট, থার্মাল ইমেজার ইত্যাদি স্থাপন করা হয়েছে। একইসাথে অপরাধ প্রতিরোধে স্থানীয় জনসাধারণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে সীমান্তের অন্যান্য এলাকায় 'ক্রাইম ফ্রি জোন' তৈরির লক্ষ্যে বিজিবি ও বিএসএফ সমন্বিত ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

১১. রোহিঙ্গা সংকট ব্যবস্থাপনা

মায়ানমারের জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত নাগরিকেরা (রোহিঙ্গা) আত্মরক্ষার্থে গত আগস্ট ২০১৭ হতে সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশকালে বিজিবি তাদের সাথে অত্যন্ত মানবিক আচরণ করে। এছাড়া রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাময়িক আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রদান, চিকিৎসা সহায়তা, আশ্রয় কেন্দ্রে স্থানান্তর ও রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমে বিজিবি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। বিজিবি'র এই মানবিক সহায়তা দেশের জনসাধারণের কাছে ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এ বাহিনী তথা বাংলাদেশের সুনাম ও মর্যাদা অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে।

'ক্রাইম ফ্রি জোন' এলাকায় বিজিবি মহাপরিচালকের পরিদর্শন

বাংলাদেশে আশ্রয়গ্রহণকারী মায়ানমারের এক বৃদ্ধাকে কোলে নিয়ে চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যান বিজিবির মেজর আশিকুর রহিম

১২. অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা

বিজিবি দেশের অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তাসহ সরকার কর্তৃক অর্পিত যেকোন দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে মোট ২৯,৫৬৯ প্লাটুন বিজিবি দেশের বিভিন্ন এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে। পাবনার রূপপুরে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্টে অধিকতর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সার্বক্ষণিক ৩ প্লাটুন এবং রাজধানীর কূটনৈতিক এলাকায় প্রতিদিন ৪ প্লাটুন বিজিবি সদস্য নিরাপত্তা প্রদান করছে। এছাড়া ঢাকা, সিলেট ও চট্টগ্রাম বিমান বন্দরে বিজিবি'র ডগ স্কোয়াড নিয়োজিত রয়েছে। উল্লেখ্য, এ বাহিনী নির্বাচনকালীন দায়িত্ব পালন, বিভিন্ন অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে গণপরিবহন চলাচলে নিরাপত্তা প্রদান, জননিরাপত্তা বিধান, প্রাকৃতিক দুর্যোগে উদ্ধার কার্যক্রম ও ত্রাণ বিতরণ এবং জনসাধারণের সেবায় অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে সকলের প্রশংসা অর্জন করেছে।

১৩. অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ ও অর্জনসমূহ

বিজিবি'র অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশেষ করে ২০০৯ সাল হতে চলতি বছর পর্যন্ত গৃহীত ও বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ও অর্জনসমূহ নিচে তুলে ধরা হলো :

১৩.১ রিজিয়ন, সেক্টর, ব্যাটালিয়ন সৃজন ও বিওপি নির্মাণ

বিজিবি'র অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে বিজিবি'র সাংগঠনিক কাঠামো সম্প্রসারণের ধারাবাহিকতায় নবগঠিত রামু রিজিয়নসহ মোট ৫টি রিজিয়ন সৃজন করে কমাণ্ড স্তর বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। নতুন ৪টি সেক্টর, নবগঠিত নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর ব্যাটালিয়নসহ ১৭টি ব্যাটালিয়ন সৃজনসহ ১৩৬টি নতুন বিওপি স্থাপনের মাধ্যমে সীমান্ত ব্যবস্থাপনা জোরদার করা হয়েছে। সুন্দরবন এলাকায় টহল পরিচালনার সুবিধার্থে ২টি ভাসমান বিওপি স্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বিজিবি'র সক্ষমতা বৃদ্ধির পরিকল্পনায় আরও ৪টি সেক্টর, ১০টি ব্যাটালিয়ন, ডগ ট্রেনিং ও ব্রিডিং ইউনিট এবং নতুন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সৃজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমারের নাগরিকদের রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম

১৩.২ বর্ডার ম্যানেজমেন্ট আধুনিকীকরণ

বিজিবি'র বিভিন্ন কর্মকাণ্ড আধুনিকায়নের ফলে সীমান্ত ব্যবস্থাপনা পূর্বের তুলনায় আধুনিক, দ্রুততর এবং যথাযথ হয়েছে। আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে দুর্গম সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত বিওপিসমূহের সাথে যোগাযোগ নিশ্চিত হয়েছে। সীমান্তে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল বিওপিতে পর্যায়ক্রমে নাইট ভিশন ডিভাইস সরবরাহ করা হচ্ছে। সীমান্তে নজরদারী বৃদ্ধির সুবিধার্থে বিওপিসমূহে মোটর সাইকেল সরবরাহ করা হয়েছে এবং চোরাচালান প্রবণ সীমান্তে পর্যায়ক্রমে সার্চ লাইট স্থাপন করা হচ্ছে। বেনাপোলের আমড়াখালী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনামসজিদ আইসিপি সংলগ্ন কয়লারমুখ চেক পোস্টে ২টি ভেহিকেল স্ক্যানার স্থাপনের মাধ্যমে অস্ত্র, গোলাবারুদসহ অন্যান্য অবৈধ দ্রব্যাদি উদ্ধারের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। এছাড়া ৬টি মোবাইল ভেহিকেল স্ক্যানার ক্রয়ের কার্যক্রমও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

১৩.৩ বর্ডার সার্ভেইল্যান্স এণ্ড রেসপন্স সিস্টেম

বিজিবি'র জনবল স্বল্পতা ও সীমান্তে অপরাধের ধরণ বিবেচনায় নিয়ে সীমান্ত সুরক্ষার লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তি ও যানবাহন সমৃদ্ধ 'বর্ডার সার্ভেইল্যান্স এণ্ড রেসপন্স সিস্টেম' স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের সাথে ভারত ও মায়ানমার সীমান্তের ৩২৮ কিলোমিটার স্পর্শকাতর ও ঝুঁকিপূর্ণ সীমান্ত চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে যশোরের পুটখালীর ৭ কিলোমিটার স্পর্শকাতর সীমান্তে থার্মাল ক্যামেরা, ভিডিও ক্যামেরা, রাডার, সেন্সরযুক্ত বিভিন্ন যন্ত্র ও সর্বাধুনিক যোগাযোগ নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে বর্ডার সার্ভেইল্যান্স এণ্ড রেসপন্স সিস্টেম স্থাপনের কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া কক্সবাজার জেলার টেকনাফ সীমান্তের ১০ কিলোমিটার এলাকায় এই সিস্টেম স্থাপনের কাজও প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। আগামী বছর নাগাদ কক্সবাজার জেলার অধিকাংশ সীমান্ত এলাকা, নওগাঁর হাপানিয়া সীমান্ত, দিনাজপুরের হিলি সীমান্ত এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জের সীমান্তবর্তী চরাঞ্চলে এসব প্রযুক্তি স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা হবে।

বর্ডার সার্ভেইল্যান্স প্রযুক্তির মাধ্যমে সীমান্তে নজরদারির পাশাপাশি দ্রুততম সময়ের মধ্যে সীমান্তে 'রেসপন্স টিম' পৌঁছানোর লক্ষ্যে সব ধরনের ভূমিতে চলাচল উপযোগী 'অল টেরেইন ভেহিকেল', ট্রাক্টর এবং নদী পরিবেষ্টিত সীমান্তের জন্য এয়ার বোট, হাইস্পীড বোট, লজিস্টিক শিপ, ফাস্ট ক্র্যাফট ইত্যাদি যানবাহন ক্রয়ের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া সীমান্তের চেকপোস্টগুলোতে নিরাপত্তা ও নজরদারি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতিমধ্যে বেনাপোল, হিলি ও ভোমরা আইসিপি সিসিটিভি নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সীমান্তের সকল চেকপোস্ট একইভাবে সিসিটিভি নেটওয়ার্কের আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে।

খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা উপজেলার ৪ নং দীঘিনালা ও ৫ নং বাবুছড়া ইউনিয়ন পরিষদের
সাধারণ নির্বাচনে মোবাইল ও স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে বিজিবি সদস্যরা

চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিজিবি ডগ স্কোয়াড বাহিনী

১৩.৪ সীমান্তে টহল ও নজরদারীতে সক্ষমতা বৃদ্ধি : বিজিবি'র অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে ২০০৯ সাল থেকে এ যাবৎ ২৬,০৩৯ জন লোক নিয়োগ, নারী সৈনিক নিয়োগ, সীমান্তের বিভিন্ন সংকীর্ণ স্থানে টহল পরিচালনার জন্য মোটর সাইকেল সরবরাহ, বাইনোকুলার ও নাইট ভিশন ডিভাইস সরবরাহ, বিওপি নির্মাণ এবং ডগ স্কোয়াড গঠনের ফলে বিজিবি'র অপারেশনাল সক্ষমতা অতীতের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৩.৫ অরক্ষিত সীমান্ত সুরক্ষা : ভারত এবং মায়ানমার -এর সাথে ৫৩৯ কিলোমিটার অরক্ষিত সীমান্ত এলাকায় নতুন ৬০টি বিওপি নির্মাণের মাধ্যমে ৪৪২ কিলোমিটার সীমান্ত ইতোমধ্যে নজরদারীতে আনা হয়েছে। আরও ২০টি বিওপি স্থাপনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের সীমান্তসহ অবশিষ্ট ৯৭ কিলোমিটার অরক্ষিত সীমান্ত নজরদারীর আওতায় আনার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সুন্দরবনের ৬০ কিলোমিটার অরক্ষিত সীমান্ত এলাকায় ২টি ভাসমান বিওপি স্থাপনের মাধ্যমে ইতিমধ্যে ২০ কিলোমিটার এলাকা সুরক্ষিত হয়েছে। আরও ৩টি ভাসমান বিওপি স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পরবর্তীতে কয়েকটি ভাসমান বিওপি স্থাপনের মাধ্যমে সুন্দরবনের অবশিষ্ট অরক্ষিত সীমান্ত পর্যায়ক্রমে সুরক্ষিত করা হবে।

১৩.৬ যানবাহন সরবরাহ : বিজিবি'র অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ১০০টি মোটর সাইকেল, ১০০টি বাইসাইকেল, ০৭টি ডাবল কেবিন পিকআপ, ৪৪টি অফরোডার, ০৩টি সিডান কার, ০৩টি মাইক্রোবাস, ০১টি এ্যাম্বুলেন্স এবং ০৪টি বাস সরবরাহ করা হয়েছে।

নবগঠিত রামু রিজিয়ন সদর দপ্তর, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর ব্যাটালিয়নের পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

১৩.৭ এয়ার উইং সৃজন

বিজিবিকে একটি ত্রিমাত্রিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলা বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে বিওপি নির্মাণে সহায়তা, রেশন দ্রব্য ও লজিস্টিক সহায়তা পৌঁছানো, মুমূর্ষু বিজিবি সদস্যকে হাসপাতালে পৌঁছানো, জরুরি উদ্ধার অভিযান ও বিজিবি'র অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিজিবি এয়ার উইং সৃজন করা হয়েছে। শিঘ্রই ২টি নতুন এমআই-১৭১ই হেলিকপ্টার রাশিয়া হতে ক্রয়ের মাধ্যমে এয়ার উইং পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করবে।

সীমান্তে স্থাপিত আধুনিক বর্ডার সার্ভেইল্যান্স ডিভাইস

সীমান্তে স্থাপিত আধুনিক বর্ডার সার্ভেইল্যান্স ডিভাইস

সুন্দরবনের আঠারোবেকীতে স্থাপিত ভাসমান বিওপি

১৩.৮ সীমান্ত সড়ক ও রাস্তা

বাংলাদেশের সম্পূর্ণ সীমান্ত বরাবর পর্যায়ক্রমে সীমান্ত সড়ক নির্মাণে সরকার নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের সাথে ভারত ও মায়ানমার সীমান্তের ৩১৭ কিলোমিটার সীমান্ত সড়ক নির্মাণ প্রকল্প ইতোমধ্যে সরকারের অনুমোদন লাভ করেছে, যা সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে নির্মাণের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এছাড়া রামগড় হতে কান্তালং পর্যন্ত ২৯০ কিলোমিটার সীমান্ত সড়ক বিজিবির তত্ত্বাবধানে নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, সীমান্ত সুরক্ষার নিমিত্তে সঠিকভাবে সীমান্ত সড়ক নির্মাণের লক্ষ্যে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া সীমান্ত বরাবর পায়ে হেঁটে টহল পরিচালনার সুবিধার্থে বিভিন্ন সীমান্তে ৩ ফুট প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

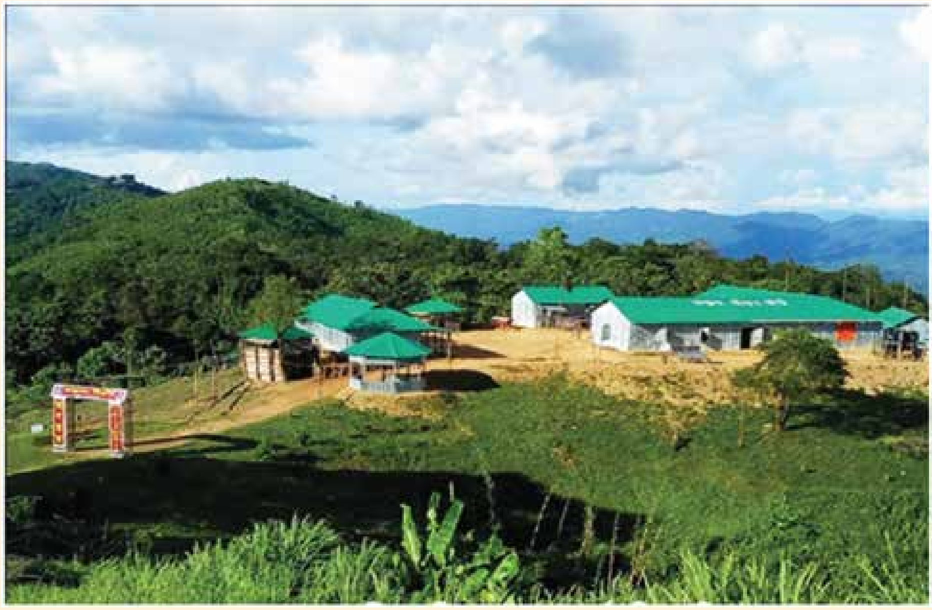

বাঘাইহাট ব্যাটালিয়ন -এর নবনির্মিত কান্তালং বিওপি

বিজিবি'র টহল কার্যক্রম

১৩.৯ বিওপি'র মানোন্নয়ন

বিওপিসমূহে বিজিবি সদস্যদের অবস্থান সুবিধাজনক করতে সেগুলোর সার্বিক মানোন্নয়নে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। এই ধারাবাহিকতায় বিদ্যুৎবিহীন ৩৩৩ টি বিওপিতে সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে। সীমান্তে নিয়োজিত বিজিবি সদস্যদের সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে বিভিন্ন ব্যাটালিয়নে ২০টি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, ২৫০টি বিওপিতে ওয়াটার ফিল্টার এবং ৫০ টি ওয়াটার পিউরিফায়ার সরবরাহ করা হয়েছে। যেসকল বিওপিতে বিদ্যুত সরবরাহ আছে সেখানে বিজিবি সদস্যদের খাবার সংরক্ষণের সুবিধার্থে ডীপফ্রিজ সরবরাহ করা হয়েছে।

নদী সীমান্ত এলাকায় বিজিবি'র নজরদারী

সীমান্তের নিরাপত্তা রক্ষা ও চোরাচালান প্রতিরোধে মোটর সাইকেলযোগে টহল

১৩.১০ প্রশিক্ষণ

বিজিবি পুনর্গঠনের পাশাপাশি বিজিবি সদস্যদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে বিজিবি'র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বর্ডার গার্ড ট্রেনিং সেন্টার এণ্ড কলেজ এর আধুনিকায়নসহ প্রশিক্ষণ কারিকুলাম ঢেলে সাজিয়ে যুগোপযোগী করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠান ছাড়াও রিজিয়ন ও সেক্টরসমূহে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০০৯ সাল থেকে এ যাবত সর্বমোট ১,২৫,১৬৩ জন বিজিবি'র প্রশিক্ষণার্থীকে দেশের মধ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া একই সময়কালে বিদেশে বিভিন্ন কোর্সে মোট ৬৭৫ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ২০১৭ সালে ১৮৯টি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ, ১০১টি ক্যাডার এবং ২০টি বৈদেশিক প্রশিক্ষণে সর্বমোট ১৫,১২৩ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে। উল্লেখ্য ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ১৪৭ জন নারী সৈনিকসহ মোট ৯৯২ জন নবীন সৈনিককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

প্রস্তাবিত বিজিবি এয়ার উইং এলাকা পরিদর্শন করেন বিজিবি মহাপরিচালক

১৪. ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিজিবি'র সাফল্য

বর্ডার গার্ড ক্রীড়া বোর্ডের পৃষ্ঠপোষকতায় বিজিবি'র নিয়মিত খেলোয়াড়বৃন্দ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন ক্রীড়া ইভেন্টে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে চলেছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে জাতীয় হ্যাণ্ডবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন, বিজয় দিবস কাবাডি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন, ফরচুন ট্যুর ডি বাংলাদেশ সাইক্লিং প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন, জাতীয় কুস্তি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন, ফেডারেশন কাপ কারাতে প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন, বীচ তায়কোয়ানডো প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন, জাতীয় সাইক্লিং (পুরুষ) প্রতিযোগিতায় রানার আপ, জাতীয় জুডো প্রতিযোগিতায় রানার আপ, স্বাধীনতা কাপ ফেন্সিং প্রতিযোগিতায় রানার আপ, জাতীয় বক্সিং প্রতিযোগিতায় ৩য় স্থান অর্জন করে বিজিবি ক্রীড়া ক্ষেত্রে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়া চলতি বছর আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিশেষ করে ভলিবল, কাবাডি, তায়কোয়াণ্ডো, কারাতে, জুডো, হ্যাণ্ডবল, সাইক্লিং ও এ্যাথলেটিক্স ইভেন্টে বাংলাদেশ জাতীয় দলের হয়ে বিজিবি'র খেলোয়াড়গণ তাদের ব্যক্তিগত নৈপুণ্য প্রদর্শন করে বিজিবি তথা দেশের জন্য সম্মান বয়ে এনেছেন।

বর্ডার গার্ড ট্রেনিং সেন্টার এণ্ড কলেজ (বিজিটিসিএণ্ডসি) এ সৈনিকদের মৌলিক প্রশিক্ষণ

বর্ডার গার্ড ট্রেনিং সেন্টার এণ্ড কলেজে নারী সৈনিকদের মৌলিক প্রশিক্ষণ

১৫. বিজিবি'র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাফল্য

মানব সম্পদ উন্নয়নের অংশ হিসেবে ঢাকাসহ সারাদেশে বিজিবি'র ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ১৩টি উচ্চমাধ্যমিকসহ সর্বমোট ৪৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অত্যন্ত সুশৃঙ্খল, নিরাপদ ও মনোরম পরিবেশে প্রায় ৪০ হাজার শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজিবি পরিবারের সন্তানসহ সাধারণ জনগণের সন্তানেরা পড়ালেখার সুযোগ পাচ্ছে। বিজিবি মহাপরিচালকের দিকনির্দেশনায় পড়ালেখার মানোন্নয়নে গুরুত্বারোপের ফলে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গত এক বছরে এইচএসসিতে ৯৭.২৭%, এসএসসিতে ৯৫.৮৭%, জেএসসিতে ৯৭.২০% এবং পিইসিতে ৯৯.৭৭% শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ ও ভালো ফলাফল অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

বিজিবি-বিএসএফ কাবাডি প্রতিযোগিতা ২০১৮ -এ চ্যাম্পিয়ন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ

২০১৮ সালের এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের উল্লাস

১৬. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োগ

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসেবে বিজিবি'র কর্মকাণ্ডে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার ও উন্নত টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে আইসিটি ব্যাটালিয়ন স্থাপন করা হয়েছে। বিজিবি সদর দপ্তরের সাথে সকল রিজিয়ন, সেক্টর ও ব্যাটালিয়নসমূহের অপটিক্যাল ফাইবার কানেকটিভিটি স্থাপন, ডিজিটাল ভিএইচএফ পদ্ধতিতে ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন স্থাপন, ভিডিও কনফারেন্স সুবিধা, সীমান্তে টহলরত বিজিবি সদস্যদের সাথে তাৎক্ষণিক যোগাযোগের লক্ষ্যে ডিজিটাল টেলি কমিউনিকেশন ব্যবস্থা, অভ্যন্তরীণ দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে নিজস্ব ই-মেইল এবং বিজিবি'র নিয়োগ কার্যক্রমে ডিজিটাল পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এছাড়া বিজিবি সদর দপ্তরে একটি সর্বাধুনিক ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

বিজিবি'র ডাটা সেন্টার

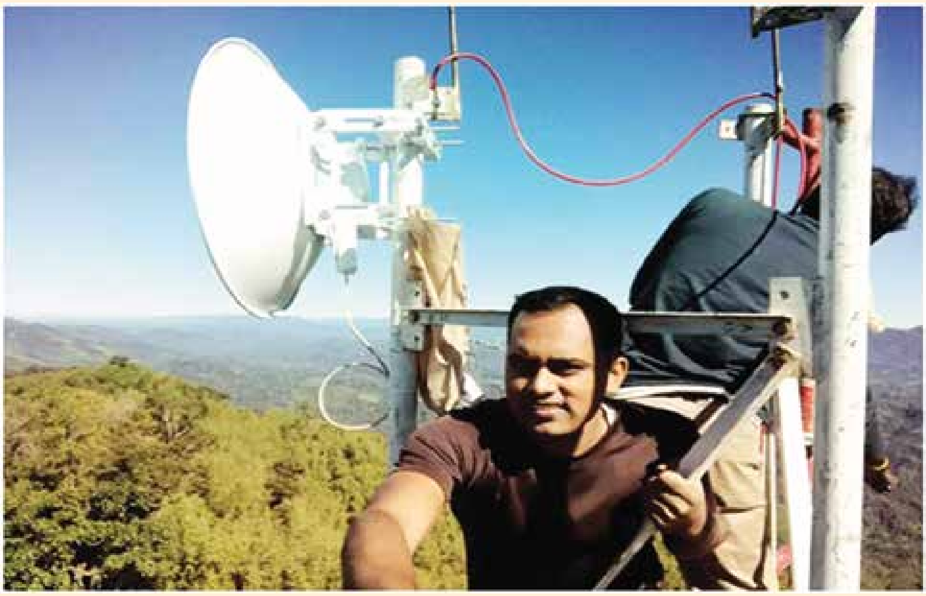

দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে ডিজিটাল মোবাইল রেডিও টাওয়ার

১৭. বিজিবি'র হাসপাতালসমূহ ও চিকিৎসা সেবার উন্নয়ন

বিজিবি সদস্য এবং তাদের পরিবারবর্গের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে ঢাকার পিলখানাস্থ ৩০০ শয্যার হাসপাতালটির আধুনিকায়ন করা হয়েছে। এছাড়া ঢাকার বাইরে চট্টগ্রামের সাতকানিয়া, খাগড়াছড়ির জালিয়াপাড়া, ঠাকুরগাঁও এবং চুয়াডাঙ্গায় ৫০ শয্যা বিশিষ্ট ৪টি আধুনিক হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছে। একইসাথে বিজিবি সদস্যদের চিকিৎসা সুবিধা পূর্বের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিজিবি সদস্যদের সন্তানদের চিকিৎসা প্রদানের সর্বোচ্চ বয়স সীমা ২২ বছরের পরিবর্তে ২৫ বছর করা হয়েছে। বিজিবি সদস্যদের পিতা-মাতা ও শ্বশুর-শ্বাশুড়ি বিজিবি হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছেন। বিজিবির চাকরি হতে অক্ষম ঘোষণাকৃত, অবসরপ্রাপ্ত এবং বিজিবি'র মুক্তিযোদ্ধাসহ তাদের পরিবারবর্গকে ইনডোর/আউটডোর চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। যে সমস্ত স্থানে বিজিবি'র নিজস্ব চিকিৎসা সুবিধা নেই সেখানে আউট সোর্সিং -এর মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের মাধ্যমে চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে। বিজিবি সদস্যদের জরুরি ও বিশেষ প্রয়োজনে বিজিবি হাসপাতালের বাইর থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ও স্বল্প খরচে ডায়াগনোসিস সুবিধাপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশেষ ক্ষেত্রে দেশ/বিদেশ থেকে উন্নত চিকিৎসা গ্রহণের ব্যয়ভারও বহন করা হচ্ছে।

বর্ডার গার্ড হাসপাতাল, ঢাকায় স্থাপিত এনআইসিইউ

৯২তম ব্যাচ রিক্রুট মৌলিক প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অবঃ) তারিক আহমেদ সিদ্দিক কর্তৃক প্যারেড পরিদর্শন

১৮. প্রশাসনিক ও কল্যাণমূলক পদক্ষেপ ও অর্জনসমূহ। বিজিবি সদস্যদের সার্বিক কল্যাণে অনেক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কল্যাণমূলক পদক্ষেপগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১৮.১ জনবল নিয়োগ: ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ১৪৭ জন নারীসহ মোট ৯৯২ জনকে সৈনিক পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ২০০৯ সাল হতে চলতি বছর পর্যন্ত ১৬টি রিক্রুট ব্যাচে ২৩,৮৫০ জনকে সৈনিক পদে এবং ২,১৮৯ জনকে অসামরিক বিভিন্ন পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, কর্মক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের অংশগ্রহণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে বিজিবি'র ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ২০১৫ সালে নারী সৈনিক নিয়োগ করা হয়। ২০১৫ সাল হতে চলতি বছর পর্যন্ত ৫টি নিয়মিত ব্যাচের সাথে সর্বমোট ৩৮৩ জন নারী সৈনিককে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। বিজিবি'র জনবলের সীমাবদ্ধতার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নতুন ১৫ হাজার জনবলের প্রাধিকার অনুমোদন করেছেন। যা আগামী ৩ বছরে পর্যায়ক্রমে নিয়োগ করা হবে।

১৮.২ পদোন্নতি : পদোন্নতিযোগ্য বিজিবি সদস্যদের দ্রুত পদোন্নতি প্রদানের সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সদস্যদের চাকরির রেকর্ড ও তথ্য কম্পিউটার ডাটা বেইজে সংরক্ষণ ও হালনাগাদ করার ফলে পদোন্নতিযোগ্যদের যথাসময়ে মূল্যায়ন ও পদোন্নতি কার্যকর করা সম্ভব হচ্ছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ৩,৮৭৩ জনকে বিভিন্ন পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

১৮.৩ সীমান্ত ভাতা, অগ্রিম বেতনসহ ২ মাসের ছুটি প্রদান : বিজিবি'র সর্বনিম্ন পদ থেকে সুবেদার মেজর পর্যন্ত সদস্যদের সীমান্ত ভাতা প্রদান এবং অগ্রিম বেতনসহ ২ মাস ছুটি ভোগের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

১৮.৪ রেশন ও মসলা ভাতা বৃদ্ধি : বিজিবি সদস্যদের রেশন সুবিধা এবং মসলা ভাতা পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি করা হয়েছে। রেশন সামগ্রীর মধ্যে গরুর মাংস ১২৭ গ্রাম থেকে বৃদ্ধি করে ২০০ গ্রাম, খাসীর মাংস ৯৯ গ্রাম থেকে বৃদ্ধি করে ২০০ গ্রাম এবং মাছ ১৭০ গ্রাম থেকে বৃদ্ধি করে ২০০ গ্রামে উন্নীত করা হয়েছে। এ ছাড়া মসলা ভাতা ১৮ টাকা ৫০ পয়সা -এর পরিবর্তে মাথাপিছু দৈনিক ২১ গ্রাম মসলা সরবরাহ করা হচ্ছে।

বিজিবি'র নারী সৈনিক নিয়োগ কার্যক্রম

বীরত্ব ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বিজিবি সদস্যদের পদক প্রদান

১৮.৫ বীরত্বপূর্ণ/কৃতিত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি : সীমান্ত রক্ষার পাশাপাশি মাদক, অবৈধ অস্ত্র ও অন্যান্য চোরাচালান প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ও সফল অভিযানের জন্য টহল সদস্যদের বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত করা হচ্ছে। বিজিবি সদস্যদের বীরত্বপূর্ণ/কৃতিত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রতি বছর ৪টি ক্যাটাগরিতে মোট ৬০টি পদক প্রবর্তন করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কর্মরত বিজিবি সদস্যদের কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ সেনাবাহিনীর মতো 'অপারেশন উত্তরণ' পদক ইতিমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুমোদন প্রদান করেছেন। এসব স্বীকৃতির ফলে বিজিবি সদস্যদের মনোবল ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৮.৬ আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি : বিজিবিতে কর্মরতদের পর্যাপ্ত আবাসন সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের বিভিন্ন রিজিয়ন, সেক্টর, ব্যাটালিয়ন এবং প্রতিষ্ঠানে ভৌত ও অবকাঠামো সুবিধাদির নির্মাণ এবং বর্ধিতকরণ কাজ সম্পন্ন/চলমান রয়েছে তন্মধ্যে অফিসার্স কোয়ার্টার বিল্ডিং ০৪টি, ১০টি সৈনিক ব্যারাক নির্মাণ, ০৬টি জেসিও'স মেস নির্মাণ, ১০টি সিকিউরিটি পোস্ট, ০৮টি সৈনিকদের ডাইনিং হল নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও বর্তমানে পিলখানায় কর্মকর্তাদের জন্য ৩৬টি ফ্ল্যাট, অন্যান্য পদবির বিজিবি সদস্যদের জন্য ৪৪৮টি ফ্ল্যাট, সীমান্তে ৬০টি নতুন বিওপি'র বিল্ডিং নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

১৮.৭ বিজিবি'র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি, ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাসে থাকার সুযোগ : বিজিবি সদস্যদের সন্তানদের ঢাকার বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখার সুবিধার্থে পিলখানার পার্শ্ববর্তী হাতিরঘাটে ৫তলা বিশিষ্ট আধুনিক ছাত্রাবাস এবং পিলখানার অভ্যন্তরে ৫তলা বিশিষ্ট একটি ছাত্রীনিবাস চালু করা হয়েছে যেখানে বিজিবি সদস্যদের সন্তানেরা নিরাপত্তাসহ স্বল্প খরচে থাকা-খাওয়ার সুবিধা পাচ্ছে।

১৮.৮ বিজিবি সদস্যদের কল্যাণে বিভিন্ন সহায়তা প্রদান : ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বিজিবি সদস্যদের কল্যাণে বিজিবি'র নিজস্ব তহবিল হতে নববিবাহিত বিজিবি সদস্যদের উপহার, যৌতুকবিহীন মেয়ের বিবাহ, মহাপরিচালকের বিশেষ আর্থিক সাহায্য ও শিক্ষাবৃত্তি বাবদ সর্বমোট ৯৯,২৪,১০৩/- (নিরানব্বই লক্ষ চব্বিশ হাজার একশত তিন) টাকা প্রদান করা হয়েছে।

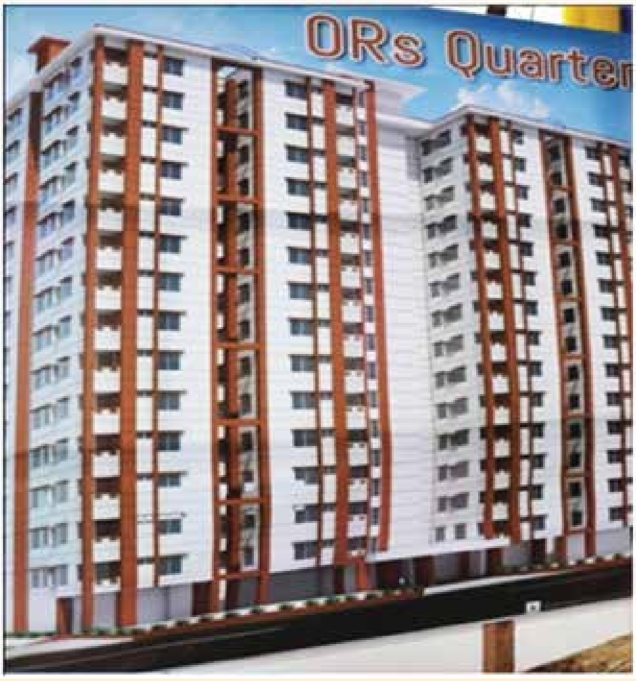

পিলখানায় নির্মাণাধীন পারিবারিক বাসস্থান

পিলখানায় নির্মাণাধীন পারিবারিক বাসস্থান

১৮.৯ সীমান্ত পরিবার কল্যাণ সমিতির কার্যক্রম : বিজিবি সদস্যদের পরিবারের সদস্যদের জন্য কর্মসংস্থানমূলক ও শিক্ষণীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য সীমান্ত পরিবার কল্যাণ সমিতি (সীপকস) -এর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এসব প্রকল্পে হাতের কাজ, কুটির শিল্প, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ইত্যাদি প্রদান করা হচ্ছে।

সীমান্ত পরিবার কল্যাণ সমিতির সম্মানিত প্রধান পৃষ্ঠপোষক সোমা ইসলাম কর্তৃক দর্জি, সুন্দরসূচি ও কম্পিউটার বিভাগের ছাত্রীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ শেষে ফটোসেশন

সীমান্ত পরিবার কল্যাণ সমিতির সম্মানিত প্রধান পৃষ্ঠপোষক সোমা ইসলাম কর্তৃক প্রতিবন্ধী সন্তানদের অনুদান প্রদান

সীমান্ত পরিবার কল্যাণ সমিতির সম্মানিত প্রধান পৃষ্ঠপোষক সোমা ইসলাম -এর সাথে বাওয়া প্রতিনিধি দল

সীমান্ত পরিবার কল্যাণ সমিতির সম্মানিত প্রধান পৃষ্ঠপোষক সোমা ইসলাম কর্তৃক চিলড্রেন ক্লাবের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা পরিদর্শন

১৮.১০ বিজিবি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা : বিজিবি সদস্যদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিজিবি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে। পিলখানায় বিজিবি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের জন্য ৬তলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এ ট্রাস্টের আওতায় পিলখানায় ১০ তলা বিশিষ্ট 'সীমান্ত সম্ভার' মার্কেট নির্মাণ প্রায় সম্পন্ন হতে চলেছে। এ ট্রাস্টের অধীনে বিজিবি সদস্যদের জন্য আরও কল্যাণমূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে।

সীমান্ত পরিবার কল্যাণ সমিতির সম্মানিত প্রধান পৃষ্ঠপোষক সোমা ইসলাম কর্তৃক
কক্সবাজার শাখা সীপকস পরিদর্শন শেষে বৃক্ষরোপণ

পিলখানায় নবনির্মিত ৬তলা বিশিষ্ট বিজিবি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ভবন এবং ১০তলা
বিশিষ্ট সীমান্ত সম্ভার মার্কেট ভবন

১৮.১১ ‘সীমান্ত ব্যাংক’ -এর অগ্রযাত্রা : বিজিবি সদস্যদের সার্বিক কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত ‘সীমান্ত ব্যাংক’ -এর কার্যক্রম ঢাকা ও ঢাকার বাহিরে বিস্তৃত করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে সীমান্ত ব্যাংকের ১৩টি শাখা চালু করা হয়েছে। এগুলো হলো-ধানমণ্ডি (প্রিন্সিপাল) শাখা, মতিঝিল, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ, সাতকানিয়া, যশোরের বেনাপোল, কক্সবাজার, টেকনাফ, কুমিল্লার বিবির বাজার, সিলেট, লালমনিরহাট, গাজীপুরের সীড স্টোর এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার চম্পকনগর।

সিলেটে ‘সীমান্ত ব্যাংক’ -এর ১৩তম শাখা

মানচিত্রে ‘সীমান্ত ব্যাংক’ -এর বিভিন্ন শাখার অবস্থান

''দীপ্ত সীমান্ত'' বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক সোমা ইসলাম এবং বিজিবি'র মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোঃ সাফিনুল ইসলাম, এনডিসি, পিএসসি -এর সাথে আনন্দঘন মুহূর্তে প্রতিষ্ঠানের কোমলমতি শিক্ষার্থীরা

১৮.১২ 'দীপ্ত সীমান্ত' স্কুল চালু : বিজিবি পরিবারের এবং দেশের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের বিশেষ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও থেরাপির সাহায্যে তাদের মানসিক বিকাশে সহায়তা এবং উপযুক্ত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পিলখানায় 'দীপ্ত সীমান্ত' নামে একটি বিশেষায়িত স্কুল চালু করা হয়েছে।

১৮.১৩ ''আলোকিত সীমান্ত'' ও ''সমৃদ্ধির পথে সীমান্ত'' প্রকল্প : ঠাকুরগাঁও সীমান্তে "আলোকিত সীমান্ত" প্রকল্প এবং কুষ্টিয়ায় "সমৃদ্ধির পথে সীমান্ত" প্রকল্পের কার্যক্রম চালু রয়েছে। সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী জনসাধারণের মধ্যে চোরাচালান, মাদক পাচার, নারী ও শিশু পাচারসহ বিভিন্ন ধরনের সীমান্ত অপরাধ ও বেআইনি কর্মকাণ্ড থেকে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে বিজিবি সাধ্যমতো বিভিন্ন ধরনের আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

উপসংহার

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর সার্বিক উন্নয়ন ও কল্যাণের লক্ষ্যে সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা, যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে বাহিনীর সদস্যদের কর্মস্পৃহা, মনোবল, দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশবাসীর আস্থা ও ভালবাসায় সিক্ত 'সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী' বিজিবি সদস্যরা সার্বক্ষণিক দেশমাতৃকার সেবায় নিয়োজিত থেকে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড

জননিরাপত্তা বিভাগের সচিব কর্তৃক ভারতীয় কোস্ট গার্ড প্রধানের নিকট ক্রেস্ট হস্তান্তর।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত পৃষ্ঠপোষকতা, যুগোপযোগী দিক নির্দেশনা এবং সার্বিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের অপারেশনাল কর্মকাণ্ড পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি বেগবান হয়েছে এবং বাহিনীর সাফল্যের হারও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের নজরদারী ও অভিযান বৃদ্ধিতে সমুদ্রপথে অবৈধ কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যাপক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে। এতে অপরাধ কার্যক্রম উল্লেখ্যযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। বিগত ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ২৭০১ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকার অধিক অবৈধ দ্রব্য সামগ্রী আটক করেছে।

১. চোরাচালান প্রতিরোধ

শুধুমাত্র চোরাচালান প্রতিরোধ অপারেশনে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে প্রায় ৪২৩ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা মূল্যমানের বিভিন্ন প্রকার চোরাচালান পণ্য আটক করেছে। এসব পণ্যের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার অবৈধ শাড়ি, থ্রি পিস ইত্যাদি। আটক শেষে এসব পণ্য কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষকে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোন (মোংলা) কর্তৃক আটককৃত অবৈধ শাড়ি ও থ্রিপিস

২. অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ৫১টি বিভিন্ন প্রকার অবৈধ অস্ত্র আটক করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে শট গান, পাইপ গান, রামদা, পিস্তল ইত্যাদি। একই সাথে এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট ১৯ জন ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোন (মোংলা) কর্তৃক ডাকাতসহ অবৈধ অস্ত্র আটক

৩. মৎস্য সম্পদ রক্ষা

মৎস্য সম্পদ রক্ষা অভিযানে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে প্রায় ২২২৪ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা মূল্যমানের ১,৬৭,৮৬৬ কেজি জাটকা/মা ইলিশ; ৯০,৪৬,৩৮,১৭০ মিটার কারেন্ট জাল; ৫,৭৮,১৪,৭৬০ মিটার অন্যান্য জাল; ৬,৩৮০ টি মশারি/বেহুন্দি জাল এবং ১১,৩৮,৮১,৮২৫ পিস চিংড়ি পোনা আটক করা হয়েছে। আটক শেষে জালসমূহ মৎস্য কর্মকর্তার উপস্থিতিতে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি মৎস্য কর্মকর্তাদের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ঢাকা জোন কর্তৃক আটককৃত অবৈধ কারেন্ট জাল

৪. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড নিয়মিতভাবে মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে প্রায় ৪৩১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা মূল্যের বিভিন্ন প্রকার মাদকদ্রব্য আটক করেছে যার মধ্যে ৮৫,৬৩,৮৩৭ পিস ইয়াবা; ১৪,৭০৪ বোতল/ক্যান বিভিন্ন প্রকার মাদক; ১,৭৯,৪০০ শলাকা অবৈধ সিগারেট; ৪,০১৯ লিটার দেশিয় মদ ও ২৫.৪ কেজি গাঁজা রয়েছে। এর মধ্যে বিপুল পরিমাণ মাদক দ্রব্য মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ধ্বংস করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক আটককৃত অবৈধ মাদক ধ্বংসকরণ

৫. বনজ সম্পদ রক্ষা

সুন্দরবনসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মূল্যবান বনজ সম্পদ রক্ষায় পরিচালিত অভিযানে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড উল্লেখ্যযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে প্রায় ৩ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা মূল্যমানের প্রায় ১৫,৩৩৫.৩৬ ঘনফুট বিভিন্ন প্রকার বনজ সম্পদ আটক ও ০৫ টি তক্ষক উদ্ধার করেছে।

বিসিজি স্টেশন সেন্টমার্টিন্স কর্তৃক আটককৃত অবৈধ ইয়াবা

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোন (মোংলা) কর্তৃক আটককৃত বনজ সম্পদ

মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য খুলনা শিপইয়ার্ডে নির্মিত ইনশোর প্যাট্রল ভেসেল-এর লঞ্চিং অনুষ্ঠান

৬. বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্পের তথ্যাদি

ক) "বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য সমুদ্রগামী জলযান সংগ্রহ ও অবকাঠামো নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড নারায়ণগঞ্জ-এর আওতায় নির্মাণাধীন ০২টি ইনসোর প্যাট্রল ভেসেল (আইপিভি), ০২ টি ফাস্ট প্যাট্রল বোট (এফপিবি) নির্মাণ শেষে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। এছাড়াও উক্ত প্রকল্পের আওতায় পরিকল্পিত আবাসিক ভবনসমূহ নির্মাণ শেষে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের নিকট পর্যায়ক্রমে হস্তান্তর করা হবে।

খ) "এনহ্যান্সমেন্ট অব অপারেশনাল ক্যাপাবিলিটি অব বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড (১ম সংশোধনী)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ০৩টি ইনশোর প্যাট্রল ভেসেল (আইপিভি) খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড কর্তৃক নির্মাণ শেষে ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ-এ কোস্ট গার্ডে হস্তান্তর করা হবে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ৬ টি প্রকল্পে উন্নয়ন বাজেটের আওতায় বাহিনীর বিভিন্ন অবকাঠামো, জাহাজ, জলযান ও বোট নির্মাণ কার্য চলমান রয়েছে।

গ) ''বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ০৩ টি স্টেশনে প্রশাসনিক ভবন ও নাবিক নিবাস নির্মাণ'' শীর্ষক (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন বিভিন্ন প্রশাসনিক ভবন ও নাবিক নিবাসগুলো আগামী জুন ২০১৯ তারিখ-এ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডে পর্যায়ক্রমে হস্তান্তর করার পরিকল্পনা রয়েছে।

ঘ) ''বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের অবকাঠামোর পরিসর বর্ধিতকরণ'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বিসিজি বার্থ পতেঙ্গা ও অন্যান্য ভবনসমূহ নির্মাণাধীন রয়েছে। উক্ত ভবনসমূহ যথাক্রমে নির্মাণ শেষে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের নিকট আগামী জুন ২০১৯ তারিখে হস্তান্তর করার পরিকল্পনা রয়েছে ।

ঙ) "বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য বিভিন্ন প্রকার জলযান নির্মাণ" প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন ০২টি ইনশোর প্যাট্রল ভেসেল, ০২টি টাগ বোট, ০৬টি হাইস্পিড বোট (বড়), ০২টি হাইস্পিড বোট (ডাইভিং) এবং ০২টি হাইস্পিড বোট (ফেরি) অন্যান্য জলযানসমূহ নির্মাণাধীন রয়েছে। উক্ত নির্মাণাধীন অঙ্গসমূহ চুক্তি মোতাবেক পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডে হস্তান্তর করার পরিকল্পনা রয়েছে।

৭. বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

ক) মৎস্য সম্পদ রক্ষায় অসামান্য অবদানের জন্য বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড জাতীয় মৎস্য পুরস্কার ২০১৮ (স্বর্ণ পদক) অর্জন করেছে।

খ) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড -এর মহাপরিচালক রিয়ার এ্যাডমিরাল এ এম এম এম আওরঙ্গজেব চৌধুরী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের বাহিনী প্রধান ক্যাটাগরিতে শুদ্ধাচার পুরস্কার অর্জন করেছেন।

গ) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য ইতালি হতে আনা দুইটি অফসোর প্যাট্রল ভেসেল বিসিজিএস মনসুর আলী ও কামরুজ্জামান সংযোজিত হয়েছে, যেগুলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক কমিশনিং -এর অপেক্ষায় রয়েছে।

ঘ) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের টিওএ্যান্ডই-তে বিসিজি বেইস কক্সবাজার সংযুক্ত হয়েছে এবং সুন্দরবন জোন ও বিসিজি বেইস সুন্দরবন সংযোজনের অপেক্ষায় রয়েছে।

ঙ) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের টিওএ্যান্ডই-তে ২৮টি স্টেশন, ১২ টি আউটপোস্ট এবং ৪২৬২ জন বিভিন্ন ক্যাটাগরির জনবল অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

মহাপরিচালক কর্তৃক বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য খুলনা শিপইয়ার্ডে নির্মিত ইনশোর প্যাট্রল ভেসেল-এর কিল লেয়িং অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের সর্ববৃহৎ শৃঙ্খলা বাহিনী হিসেবে ১৯৪৮ সাল হতে অদ্যাবধি দেশের শান্তি শৃঙ্খলা সমুন্নত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। মহান ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা যুদ্ধসহ দেশের প্রতিটি ক্রান্তিলগ্নে এ বাহিনীর গৌরবময় অবদান রয়েছে। এ বাহিনীর সদস্যরা দেশের পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সর্বত্র সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের নিরাপত্তা বিধান, নারীর ক্ষমতায়ন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, দুর্যোগ মোকাবেলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনসহ সকল প্রকার নির্বাচন, সড়ক ও জনপথ, রেলপথ রক্ষা, যানজট নিরসনে ট্রাফিক পুলিশের সাথে দায়িত্ব পালন, শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কলকারখানা, মার্কেট এবং জাতীয় সংসদ, নৌ, বিমান ও স্থলবন্দরসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহে এ বাহিনীর সদস্যরা নিরাপত্তা ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় সহায়তার স্বীকৃতিস্বরূপ সরকারের উচ্চ পর্যায়সহ সকল মহলে প্রশংসা লাভ করেছে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সার্বিক জননিরাপত্তা কার্যক্রমে পুলিশের সাথে এবং পার্বত্য এলাকায় সেনাবাহিনীর সাথে এ বাহিনীর ব্যাটালিয়ন আনসারগণ সক্রিয় অংশগ্রহণ করে থাকে। এছাড়াও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অধীন সার্বক্ষণিক মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যগণ দায়িত্ব পালন করে থাকে।

১. বাহিনীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ক। সুখী, সমৃদ্ধ ও নিরাপদ রাষ্ট্র গঠনে দেশের সর্বত্র শান্তি, শৃঙ্খলা, উন্নয়ন ও নিরাপত্তা বিধান। দেশের জননিরাপত্তা ও দুর্যোগ মোকাবিলা কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ, বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবী সদস্য-সদস্যাকে মানব সম্পদে রূপান্তরের মাধ্যমে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন এবং সরকারের নির্দেশে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও আভিযানিক কার্যক্রমে অন্যান্য বাহিনীর সাথে অংশগ্রহণ এ বাহিনীর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

২. দায়িত্ব ও কার্যাবলি

ক) জননিরাপত্তামূলক কোন কাজে সরকার বা সরকারের অধীন কোন কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান এবং অন্য কোনো নিরাপত্তামূলক কাজে অংশগ্রহণ করা;

খ) দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক নির্দেশিত যে কোন জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা;

গ) দেশের যে কোন জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও মোকাবেলায় সরকার কর্তৃক নির্দেশিত কাজে অংশগ্রহণ করা;

ঘ) সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্দেশিত যে কোন কাজ পরিচালনা করা;

এছাড়াও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বেকার জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন কারিগরি, মৌলিক ও পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তরকরণে সার্বিক সহায়তা করে থাকে।

৩. বাহিনীর জনবল কাঠামো

ক্রঃ	বাহিনীর কর্মকর্তা-কর্মচারী	মোট ব্যাটালিয়নের সংখ্যা	সর্বমোট জনবল সংখ্যা	মন্তব্য
১.	স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারী	-	৩,৪৮৯ জন নিয়মিত	নিয়মিত
২.	ব্যাটালিয়ন আনসার পুরুষ	৩৯টি	১৫,৭৫৬ জন	-ঐ-
৩.	ব্যাটালিয়ন আনসার (মহিলা)	০২ টি	৮১৬ জন	-ঐ-
৪.	মহিলা আনসার	০২ টি	৬৭২ জন	-ঐ-
		সর্বমোট=	২০,৭৩৩ জন	

ক্রঃ	বাহিনীর কর্মকর্তা-কর্মচারী	মোট ব্যাটালিয়নের সংখ্যা	ভাতা ভিত্তিক/স্বেচ্ছাসেবী
১.	অঙ্গীভূত সাধারণ আনসার	৪৮,৭৪৭ জন	-ঐ-
২.	প্লাটুনভুক্ত সাধারণ আনসার	১,৮৪,৫৫৪ জন	১৫,৭৫৬ জন
৩.	ভিডিপি সদস্য	৫৫,৯৫,৮১৭ জন	৮১৬ জন
৪.	হিল আনসার	৬০০ জন	৬৭২ জন
৫.	হিল ভিডিপি	৭,৮৮৭ জন	৬৭২ জন
৬.	বিশেষ আনসার (আত্মসমর্পণকৃত)	৪৮০ জন	৬৭২ জন
৭.	টিডিপি (শহর প্রতিরক্ষা দল)	১,৯৭,৪০০ জন	৬৭২ জন
		সর্বমোট=	৬০,৩৬,০০২ জন

৪. ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ক) পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ ও উন্নততর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
খ) সমগ্র দেশে বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে তথ্য আদান প্রদান ব্যাবস্থাপনায় একটি সামগ্রিক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা;
গ) সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, যৌন হয়রানি প্রভৃতি রোধকল্পে ভিডিপি সদস্য-সদস্যাদের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সামগ্রিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা;
ঘ) আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে বাহিনীর সকল সদস্য-সদস্যাক ব্যাংকিং সেবার আওতায় আনা;
ঙ) প্রত্যেক গ্রামে/ওয়ার্ডে সক্রিয় ভিডিপি প্লাটুন প্রস্তুত করে আপামর জনসাধারণের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

৫. বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে অর্জিত সাফল্য

৫.১ নির্বাচন : ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে রংপুর, খুলনা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ নির্বাচন, দশম জাতীয় সংসদের ২৯ গাইবান্ধা-১ ও ২৪ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১ শূন্য আসনে উপ-নির্বাচনসহ বিভিন্ন (জাতীয় সংসদ, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ) সাধারণ, বন্ধ ঘোষিত ও উপ/পুনঃ-নির্বাচন উপলক্ষে ভোটকেন্দ্রে আইন-শৃংখলা রক্ষায় ৫১,৩৮৬ জন অঙ্গীভূত আনসার ও ভিডিপি সদস্য-সদস্যা এবং ৩১২৯ জন ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্য সফলভাবে দায়িত্ব পালন করেন।

দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রংপুর বাবুখাঁ (কামার পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের) ভোট কেন্দ্রে মহিলা আনসারগণ ভোটারদের ভোটদানে সহযোগিতা করছেন।

৫.২ দুর্গাপূজা : শারদীয় দুর্গাপূজা ২০১৭ উপলক্ষে সারাদেশে মোট ২৯২২৫টি পূজামন্ডপের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় মোট ১,৬৮,৪৬২ (এক লক্ষ আটষট্টি হাজার চারশত বাষট্টি) জন আনসার ও ভিডিপি সদস্য-সদস্যা এবং সম্ভাব্য দুষ্কৃতিমূলক ঘটনা প্রতিরোধে ০৪টি টিমে ৩২ জন আনসার স্ট্রাইকিং ফোর্সের সদস্যগণ মেট্রোপলিটন এলাকায় টহল দায়িত্ব পালন করেন।

৬. বিশ্ব ইজতেমা

টঙ্গীতে অনুষ্ঠিত ০২ পর্বের বিশ্ব ইজতেমা উপলক্ষে ইজতেমা মাঠ সংলগ্ন কন্ট্রোল রুম ও সাব-কন্ট্রোল রুমের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় ১৪ দিনের জন্য মোট ১০০ জন ব্যাটালিয়ন আনসার এবং ৩০০ জন অঙ্গীভূত সাধারণ আনসার দায়িত্ব পালন করেন।

৭. পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর এবং ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে

ট্রেনে যাতায়াতকারী যাত্রী সাধারণের নিরাপত্তায় চট্টগ্রাম ও সৈয়দপুরের রেল স্টেশনসমূহের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং পাটুরিয়া ও আরিচা ফেরী ঘাটের নিরাপত্তায় ৮৩০ জন ব্যাটালিয়ন আনসার এবং ২৩২৮ জন অংঙ্গীভূত আনসার সদস্য দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও বিভিন্ন জেলার সড়ক-মহাসড়ক / লঞ্চঘাটের যানজট নিরসন ও যাত্রী সাধারণের নিরাপত্তা ও স্বল্পকালীন আইন-শৃংখলা রক্ষায় অঙ্গীভূত আনসারগণ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নির্দেশনা মোতাবেক সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন।

৮. বাণিজ্য মেলা

২৩তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০১৭-এর নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় মোট ৪৫ জন ব্যাটালিয়ন আনসার দায়িত্ব পালন করেন।

৯. বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায়

(প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর, পদ্মা সেতু, হযরত শাহজালাল (রহ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, মাতারবাড়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, আইসিডিডিআরবি, মেট্রোরেল ও অন্যান্য) কর্মরত দেশি-বিদেশি নাগরিকদের নিরাপত্তায় ১০৬৬ জন ব্যাটালিয়ন আনসারগণ সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করছেন।

১০. আনসার স্ট্রাইকিং ফোর্স (এএসএফ) গঠন

বিদেশি দূতাবাস ও ব্যক্তিবর্গের আবাসস্থল ও চলাফেরার নিরাপত্তা বিধান, সরকারি, বেসরকারি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা প্রদান এবং সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৩০০ সদস্যের একটি আনসার স্ট্রাইকিং ফোর্স (এএসএফ) গঠন করা হয়েছে যা বাস্তবায়নাধীন আনসার গার্ড ব্যাটালিয়নে আত্মীকৃত হবে।

১১. বাংলাদেশ আনসার বাহিনী

উপজেলা আনসার কোম্পানি, উপজেলা আনসার প্লাটুন ও ইউনিয়ন আনসার প্লাটুনের সদস্য-সদস্যাদের (স্বেচ্ছাসেবী) নিয়োগ ও অব্যাহতি নীতিমালা ২০১৭ জারি করা হয়েছে।

১২. আনসার ও ভিডিপি সদস্যদের মাসিক ভাতা বৃদ্ধি

অস্থায়ী ব্যাটালিয়ন আনসার: অস্থায়ী ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যদের মাসিক ভাতাদি সমতল এলাকায় ৯,১২০/- টাকা হতে বৃদ্ধি করে ১৫,৫০০/- এবং পার্বত্য এলাকায় ৯,৬১১/- টাকা হতে বৃদ্ধি করে ১৬,০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। সেই সাথে ১০,০০০/- টাকা হারে বছরে ০২(দুই)টি উৎসব ভাতাও মঞ্জুর করা হয়েছে।

১২.১ **হিল আনসার :** হিল আনসার সদস্যদের মাসিক ভাতা পিসিদের ৯,৫০৩/- থেকে বৃদ্ধি করে ১৬,০০০/- এবং আনসার সদস্যদের ৯,০১১ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১৫,৩০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

১২.২ **হিল ভিডিপি :** হিল ভিডিপি সদস্যদের মাসিক ভাতা দলনেতাদের ১,০৩৫/- থেকে বৃদ্ধি করে ৩,০০০/- এবং সদস্যদের ৭৬০/- টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২,৫০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

১২.৩ **ইউনিয়ন/ওয়ার্ড দলনেতা/নেত্রী :** ইউনিয়ন/ওয়ার্ড দলনেতা/দলনেত্রীদের মাসিক ভাতা ১,০০০/- টাকা বৃদ্ধি করে ২,৫০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

১৩.৪ **অঙ্গীভূত আনসার :** বিভিন্ন সংস্থায় কর্মরত অঙ্গীভূত আনসার সদস্য (পিসি/এপিসি) মাসিক ভাতাদি সমতল এলাকায় ৯,০১১/- টাকা হতে বৃদ্ধি করে ১৩,৮০০/- ও পার্বত্য এলাকায় ৯,৫০৩/- টাকা হতে বৃদ্ধি করে ১৫,০০০/- টাকায় এবং আনসার সদস্যদের মাসিক ভাতাদি সমতল এলাকায় ৮,৫২০/- টাকা হতে বৃদ্ধি করে ১৩,০৫০/- এবং পার্বত্য এলাকায় ৯,০১১/- টাকা হতে বৃদ্ধি করে ১৪,২০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

১৩. উপজেলা/থানা আনসার কোম্পানি কমান্ডারদের মাসিক সম্মানী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী আইন ১৯৯৫ -এর আওতায় দায়িত্ব পালনকারী উপজেলা/থানা আনসার কোম্পানী কমান্ডারসহ বিভিন্ন পদবির বিপরীতে ১০০০/- টাকা হতে ১৫০০/- টাকা মাসিক ভিত্তিতে সম্মানী নির্ধারণে অর্থ মন্ত্রণালয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছে।

১৪. প্রশাসনিক কার্যক্রম

ক) বিসিএস (আনসার) ক্যাডার হতে অতিরিক্ত মহাপরিচালক পদ সৃজনসহ ৬০টি পদ সৃজন এবং ২টি পদের গ্রেড উন্নীত করা হয়েছে।

খ) বিগত ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ০৯ জন কর্মকর্তা ও ১৬ জন কর্মচারী মোট ২৫ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

ঘ) অত্র বাহিনীর ১ম ও ২য় শ্রেণির কর্মকর্তাগণের পোষাক ভাতার হার বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ঙ) আনসার ভিডিপি হাসপাতাল (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে।

চ) ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ১৯১ জন ২য় শ্রেণির কর্মকর্তাকে (সার্কেল অ্যাডজুট্যান্ট/সমমান) নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

ছ) ব্যাটালিয়ন আনসার স্থায়ীকরণের সময়সীমা ০৯ বছর হতে ০৬ বছর করা হয়েছে।

১৫. ইউনিট সৃজন

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর অনুকূলে ময়মনসিংহ রেঞ্জ কার্যালয় ও মানিকগঞ্জ জেলার অধীনে একটি নতুন আনসার ব্যাটালিয়ন অনুমোদন করা হয়।

১৬. মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

বিভিন্ন জেলায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে মোবাইল কোর্ট/ভেজাল বিরোধী মোট ৪৩৫৯ টি অভিযানে ৬৪০ জন ব্যাটালিয়ন সদস্য অংশগ্রহণ করে সর্বমোট ১৩,২২,৯৬,৯০৭/- জরিমানা কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করেন।

১৭. দূর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কার্যক্রম

CDMP -এর আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী কর্তৃক সিরাজগঞ্জ ও গাইবান্ধা জেলায় Flood Preparedneness Programmme (FPP) -এর পাইলট প্রজেক্টের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ৯০ জন মাস্টার ট্রেইনার এবং ১৫৬৩টি গ্রামে ১৫,৬৩০ জন আনসার-ভিডিপি ভলান্টিয়ার তৈরি করে তাদের Data Base প্রস্তুত করা হয়েছে।

১৮. ক্রীড়া ক্ষেত্রে অর্জন

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী ক্রীড়া ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় পর্যায়ে ১৩৮টি সোনা, ১২৪টি রৌপ্য ও ৯৮টি তাম্র এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ২৮টি সোনা, ১৬টি রৌপ্য ও ০৪টি তাম্র পদক অর্জন করেছে।

১৯. অবকাঠামো নির্মাণ

অত্র বাহিনীর ১৫টি আনসার ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তরের অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আনসার-ভিডিপি একাডেমিতে ০১টি সুইমিং পুল, ০১টি অফিসার্স মেস এবং ০২ টি মাল্টিপারপাস প্রশিক্ষণ সেড নির্মাণ করা হয়েছে। মহাপরিচালক মহোদয়ের সচিবালয় নির্মাণ করা হয়েছে। গাজীপুর জেলার কোণাবাড়িতে আভিকো টাওয়ার নামে একটি বহুতল বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

আনসার ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর

২০. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

দেশের মানব সম্পদ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, বেকারত্ব দূরীকরণ এবং দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে বিগত ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ৭৮টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে মোট ৩,০০,১০৮ জন সদস্য-সদস্যাকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২১. ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীতে অনলাইন ভিত্তিক আনসার অঙ্গীভূতকরণের ক্ষেত্রে HRM System প্রস্তুত, e-GP তে অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে ই-টেন্ডার চালু, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সদর দপ্তর, একাডেমি ও ০৯টি রেঞ্জ কার্যালয়ের সাথে ত্বরিত গতিতে যোগাযোগ রক্ষার জন্য Video Conference System চালু করাসহ বাহিনীর সার্বিক আধুনিকায়নে যাবতীয় বিষয় সয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে AMIS নামে অন লাইনভিত্তিক ডিজিটাল সিস্টেম চালু করা হয়েছে।

২২. বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সদর দপ্তরে

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ২০০ লাইন বিশিষ্ট ডিজিটাল পিএবিএক্স সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর করা সম্ভবপর করা হয়েছে। এছাড়াও ১২৫ টি ওয়াকিটকি সেট নতুন সংযোজনের মাধ্যমে বিভিন্ন ইউনিটে ওয়ারলেস যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

২৩. ক্রয় ক্ষেত্রে

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৮৫০ টি শর্টগান, ১,৫০,০০০ টি কার্তুজ এবং ২০০০ টি ৭.৬২ চায়না রাইফেল ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়াও প্রাধিকার ও ঘাটতির বিপরীতে ২৩ টি জীপ, ০৩টি পিকআপ (ডাবল কেবিন), ০১ টি কার, ১০টি ট্রাক (৩ টন), ১১ টি ট্রাক (০৫ টন) ও ৮৩ টি মটর সাইকেল ক্রয় করা হয়েছে।

২৪. আনসার ভিডিপি একাডেমির

৩ নং গেইট সংলগ্ন ১.১১৬৫ একর, শিলছড়ি, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটিতে অবস্থিত আনসার ব্যাটালিয়নের জন্য সদর দপ্তর ও পার্বত্য চট্রগ্রাম আঞ্চলিক কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ৮.০৯ একর এবং রাজশাহী রেঞ্জ ও জেলা কার্যালয়ের অনুকূলে ১.৮৬২৬ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

২৫. বিভিন্ন কল্যাণ কার্যক্রম

ক্র:	তহবিলের নাম	অনুদানের বিবরণ	জনবল	অনুদানের অর্থ	মন্তব্য
০১	বাংলাদেশ আনসার (সরকারি) কল্যাণ তহবিল	মৃত্যুজনিত কারণে মাসিক ভাতা (আনসার সদস্য) মৃত্যুজনিত কারণে এককালীন অনুদান (আনসার সদস্য) চিকিৎসাজনিত কারণে আর্থিক অনুদান (আনসার সদস্য)	১৮৫ জন ৫৬ জন ১৪৫৯ জন	৪,৩৯,২০০/- ১৪,৮৫,০০০/- ২,৮০,৭৫,৪৪৯/-	
০২	বাংলাদেশ ভিডিপি (সরকারী) কল্যাণ তহবিল।	মৃত্যুজনিত কারণে মাসিক ভাতা (ভিডিপি সদস্য) মৃত্যুজনিত কারণে এককালীন অনুদান (ভিডিপি সদস্য) চিকিৎসাজনিত কারণে আর্থিক অনুদান (ভিডিপি সদস্য)	১০১৭ জন ৫৬ জন ৩৫৭ জন	১৩,৯৫,০০০/- ৩,২২,০০০/- ১,২৪,৩৬,৫০০/-	
		মোট	৩,১৩০ জন	৪,৪১,৫৩১৪৯/=	

২৫.১ বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি (বিভাগীয়) কল্যাণ তহবিল (২০১৮ সাল)

ক্র:	তহবিলের নাম	অনুদানের বিবরণ	জনবল	অনুদানের অর্থ	মন্তব্য
০১	বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি (বিভাগীয়) কল্যাণতহবিল	মৃত্যুজনিত কারণে দাফন-কাফন ও লাশ পরিবহন বাবদ এককালীন অনুাদান	৯২ জন	২৯,৬০,৪৯৫/-	
		মেয়ের বিবাহজনিত কারণে এককালীন অনুদান	৫৮ জন	২,৯০,০০০/-	
		চিকিৎসাজনিত কারণে এককালীন অনুদান	১৭৮ জন	৪২,৭৮,০০০/-	
		মোট=	৩২৮ জন	৭৫,২৮,৪৯৫/-	

২৫.২ মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি তহবিল (২০১৮ সাল)

ক্র:	তহবিলের নাম	অনুদানের বিবরণ	জনবল	অনুদানের অর্থ	মন্তব্য
০১	মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি তহবিল	মৃত্যুজনিত অস্থায়ী ব্যাটালিয়ন আনসার, হিল আনসার, বিশেষ আনসার ও অঙ্গীভূত আনসার (৫,০০,০০০/-)	মৃত-৫১ জন পঙ্গুত্ব-০১ জন	১,৬৫,০০,০০০/-	
		মোট=	৫২ জন	২,৫৭,০০,০০০/-	

২৫.৩ কঠোর শ্রমসাধ্য কাজের সম্মানী ভাতা (২০১৭-২০১৮ অর্থবছর)

ক্র:	তহবিলের নাম	অনুদানের বিবরণ	জনবল	অনুদানের অর্থ	মন্তব্য
০১	আনসার খাত ও ভিডিপি খাত	কর্মকর্তা ও কর্মচারী	১১২০ জন	৫৭,১২,১০০/-	
		মোট=	১১২০ জন	৫৭,১২,১০০/-	

উপসংহার

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের সর্ববৃহৎ বাহিনী হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সর্বত্র দেশমাতৃকার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় অন্যান্য বাহিনীকে সহায়তার পাশাপাশি সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের নিরাপত্তা বিধান, সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে সংগঠিতকরণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান, নারীর ক্ষমতায়ন, দুর্যোগ মোকাবেলা, পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে যাচ্ছে। সর্বোপরি বলা যায়, জননিরাপত্তা রক্ষায় সন্ত্রাস দমন, জঙ্গিবাদ নির্মূল ও দেশের সার্বিক আর্থ-সামজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের একটি অনন্য বাহিনী হিসেবে সর্বমহলে প্রশংসনীয়।

NTMC
...Beyond The Horizon

ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি)

বর্তমান বিশ্বে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এক স্থান হতে অন্য স্থান, এক দেশ থেকে অন্য দেশ -এর মধ্যে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যোগাযোগের জন্য টেলিযোগাযোগ অন্যতম মাধ্যম। টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা মানুষের জীবন যাপন যেমন সহজ করেছে, তেমনি এর অপব্যবহার মানুষের জীবনকে করে তুলে দুর্বিষহ। উগ্রপন্থি, চরমপন্থি, জঙ্গি, আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ভঙ্গকারী ব্যক্তিবর্গ টেলিযোগাযোগ মাধ্যমকে ব্যবহার করে তাদের স্বার্থ হাসিল করে থাকে। বিশ্বব্যাপী অবাধ তথ্য প্রবাহের কারণে সংবেদনশীল তথ্যের অযাচিত প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ, অপরাধ কার্যক্রমে প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধ, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার এবং নানাবিধ সম্ভাব্য অপতৎপরতা রোধসহ বাস্তবিক প্রয়োজনে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা অপব্যবহারের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সকল প্রকার টেলিফোন কথোপকথন, ইন্টারনেট ব্যবস্থা ও বার্তা আদান-প্রদান ইন্টারসেপ্ট ও মনিটরিংয়ের প্রয়োজন হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ৩১ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে সরকারি আদেশের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পৃষ্ঠপোষকতায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বতন্ত্র সংস্থা হিসেবে ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি) আত্মপ্রকাশ করে এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি নতুন সংস্থা হিসেবে কাজ করে আসছে।

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, সচিব জননিরাপত্তা বিভাগ ও আইজিপিসহ এনটিএমসির পরিচালক-এর সভা

১. এনটিএমসির প্রধান কার্যক্রম সমূহ

ক) জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন।

খ) আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসমূহকে আইনানুগ ইন্টারসেপশন সহায়তা প্রদান।

গ) সংবেদনশীল তথ্যের অযাচিত প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ, অপরাধ কার্যক্রমে প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধকরণ এবং নানাবিধ সম্ভাব্য অপতৎপরতা বন্ধকরণ।

ঘ) সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক সকল প্রকার ইলেক্ট্রনিক যোগাযোগ মাধ্যমের জন্য আইনানুগ ইন্টারসেপশন -এর কাঠামো তৈরি করা।

ঙ) যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তিগত গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করতঃ সরকার কর্তৃক নির্দেশিত সংস্থাসমূহকে সরবরাহ করা হয়।

চ) Lawful Interception (LI) সিস্টেমের সচলতা ও কার্যক্ষমতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২৪/৭ রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম চলমান রাখা।

ছ) এনটিএমসি ও এনটিএমসি'র সাথে সম্পৃক্ত সকল আইন প্রয়োগকারী ও গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের জনবলের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা।

জ) যোগাযোগ মাধ্যম ও তথ্য প্রযুক্তিগত বিষয়ে সার্বক্ষণিক গবেষণা ও উন্নয়ণ কার্যক্রম চলমান রাখা এবং এনটিএমসি ব্যবহৃত সকল প্রযুক্তি হালনাগাদ করার মাধ্যমে চলমান ও ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির সাথে বাংলাদেশের Interception System -এর সামঞ্জস্যতা বজায় রাখা।

ঝ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিটিআরসি, আইন প্রয়োগকারী ও গোয়েন্দা সংস্থার সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন করে Lawful Interception (LI) কার্যক্রম গতিশীল রাখা।

২. এনটিএমসি'র অধিগত অর্জন ও সাফল্য সমূহ

ক) ILIS– বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সমূহ হতে প্রশাসনিক এবং আর্থিক অনুমোদন সাপেক্ষে এনটিএমসি কর্তৃক নতুন প্রযুক্তি ILIS (Integrated Lawful Interception System) ২০১৭ সালের জুন মাসে নির্ধারিত যাচাই-বাছাই এবং ক্রয় কমিটির মাধ্যমে ILIS ক্রয় কার্যক্রমসহ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু করা হয় যা বর্তমানে শেষ পর্যায়ে রয়েছে। উক্ত ক্রয়কার্য সম্পন্ন শেষে নিম্নে বর্ণিত সুবিধাদি ব্যবহার করা যাবে:

খ) দেশের সকল টেলিযোগাযোগ মাধ্যমসমূহকে কেন্দ্রীয় কমান্ড, কন্ট্রোল এন্ড মনিটরিং সিস্টেম -এর মাধ্যমে সকল রকম যোগাযোগ কার্যক্রম (ভয়েস এবং ডাটা) পর্যালোচনা ও মনিটরিং করতঃ জনগণের সুরক্ষা নিশ্চিত করবে।

গ) বাংলাদেশের সরকার কর্তৃক নির্দেশিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিটি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে তাদের অপারেশনাল কাজের সহায়তা প্রদানের জন্য এনটিএমসি'র এই প্রজেক্ট প্ল্যাটফর্ম সুবিধা প্রদান করবে।

ঘ) তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নের সুবিধা গ্রহনের মাধ্যমে অপরাধী নানাবিধ অপরাধ সংঘটিত করছে। এসব অপরাধীদের শনাক্তকরণ এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ইন্টারনেটভিত্তিক যোগাযোগ মাধ্যম সমূহে মনিটরিং -এর জন্য Integrated Lawful Interception System (ILIS) প্রকল্পের অধীনে ইতিমধ্যে Social Media Monitoring System (OSINT) and Related Services -এর ক্রয়কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ঙ) এনটিএমসি দেশের একমাত্র প্লাটফর্ম যেখানে বিভিন্ন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ সিস্টেমটি হতে তাদের চাহিদা মোতাবেক সেবা গ্রহণ করছে।

চ) বর্তমানে জননিরাপত্তা বিভাগের অধীনে এনটিএমসি সাধারণ কল এবং ডাটা মনিটরিংয়ের পাশাপাশি বিভিন্ন তথ্যের ভেতরে 'কো-রিলেশন' (Co-relation) করার জন্য দেশের সকল প্রকার ডাটাবেজের সাথে সংযোগ প্রাপ্তির (ডাটা কানেক্টিভিটি) জন্য কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে মোবাইল অপারেটর, পাসপোর্ট ডাটাবেজসহ বেশ কয়েকটি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের ডাটাবেজের সাথে কানেক্টিভিটির কাজ চলমান রয়েছে:

ছ) এনআইডি ডাটাবেজ।
জ) জন্ম নিবন্ধন।
ঝ) বিআরটিএ ডাটাবেজ।
ঞ) ক্রিমিনাল ডাটাবেজ।
ট) জেল ডাটাবেজ।

ঠ) মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরদের সাথে ইতোমধ্যে ৫০০ এমবিপিএস এর ফাইবার অপটিক্যাল কানেক্টিভিটির কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

ড) এই প্রজেক্টের আওতায় মনিটরিংয়ের লক্ষ্যে সকল মোবাইল অপারেটর, পিএসটিএন, ওয়াইম্যাক্স (Wimax), আইআইজি (IIG), নিক্স (NIX) এবং ৩৩টি আইএসপি তালিকাভুক্ত রয়েছে এবং এ সকল সার্ভিস প্রোভাইডারের সাথে কানেক্টিভিটি স্থাপনের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে সার্ভে ও তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

ঢ) এনটিএমসি'র চলমান ILIS প্রজেক্টয়ের আওতাধীন ক্রিমিনাল প্রোফাইল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের জন্য বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি ডাটাবেজের সহিত ইন্টিগ্রেশনের কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে পার্সপোর্ট, NID, ক্রিমিনাল ডাটাবেজ, জেল ডাটাবেজ, ইন্টিগ্রেশনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

ণ) এনটিএমসি -এর ILIS ক্রয় প্রকল্পে ৩ মে: ওয়াট ক্ষমতার সাব-স্টেশন এবং TIER-3 ক্ষমতার ডাটা সেন্টার তৈরির কাজ হাতে নিয়েছে যা বাংলাদেশের অন্যতম TIER-3 সমমানের ডাটা সেন্টার হবে।

ত) ২০১৬ সালে MCng এর সাথে PSTN ৩টি সুইচ -এর কানেক্টিভিটি-২০১৬ সালে নতুন MCng সিস্টেমের সাথে PSTN -এর তিনটি সুইচ LI তে Integrate করার ফলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ সকল PSTN ফোন নম্বর মনিটর করতে সক্ষম হচ্ছে।

৩. এক নজরে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এনটিএমসি'র সম্পাদিত কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ :

ক) এ্যাকটিভ/প্যাসিভ মোবাইল ইন্টারসেপটর।
খ) মোবাইল ফরেনসিক।
গ) হার্ডওয়্যার ফরেনসিক।
ঘ) জাতীয় নির্বাচন ২০১৮ ডাটাবেজ তৈরী।
ঙ) এ্যাক্সেস কন্ট্রোল সিষ্টেম।
চ) ভিডিও কনফারেন্স সিস্টেম।
ছ) অফিস অটোমেশন এবং মেইলিং সিস্টেম।
জ) এনটিএমসির নিজস্ব ওয়েবসাইট (ntmc.gov.bd)
ঝ) আইপি টেলিফোন সিস্টেম।
ঞ) এনটিএমসি সার্ভার রুম।
ট) এ্যাকটিভ/প্যাসিভ মোবাইল এবং ওয়াই-ফাই ইন্টারসেপটর সার্ভার রুম।
ঠ) কন্টেন্ট বকিং এবং ফিল্টারিং।
ড) ওয়াই ফাই ইন্টারসেপটর।
ঢ) রিমোট কল মনিটরিং।
ণ) Rogue BTS রুম।
ত) ওয়েসিন্ট (OSINT) মনিটরিং সিস্টেম।
থ) আইটি ল্যাব।
দ) আইটি ও সাইবার এক্সপার্ট দল।
ধ) রিসিপশন ভবন নির্মাণ।

৪. ওপেনসোস- ইন্টেলিজেন্স

ক) মনিটরিংয়ে সহায়তা করার লক্ষ্যে আইন প্রয়োগকারী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে এনটিএমসি -এর অধিকৃত ওপেনসোর্স ইন্টেলিজেন্স প্ল্যাটফর্ম দিয়ে সহায়তা করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে প্রত্যেকটি আইন প্রয়োগকারী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সাথে ডাটা কানেক্টিভিটি স্থাপন করা হয়েছে।

খা মনিটরিং সার্ফেস, ডিপ ও ডার্ক ওয়েব এবং বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেশ বিরোধী অপপ্রচার,জঙ্গিবাদ ও রাজনৈতিক উস্কানিমূলক কার্যাবলি মনিটরিং; জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্তকরণ এবং সকল সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলি প্রয়োজন সাপেক্ষে আইন প্রয়োগকারী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে প্রদান করা হয়ে থাকে।

৫. প্রশাসনিক

ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি) -এর অর্গানোগ্রাম বিগত ৩১/০১/২০১৩ইং তারিখ অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী অত্র সংস্থায় ২৩টি প্রথম শ্রেণির, ০১টি ২য় শ্রেণির, ০৭টি ৩য় শ্রেণির এবং ১৩টি ৪র্থ শ্রেণির (আউট সোর্সিং) কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদের (সর্বমোট ৪৪টি) অনুমোদন পাওয়া যায়। তবে বর্তমানে অত্র সংস্থায় ০৯ জন প্রথম শ্রেণির এবং ১৩ জন ৪র্থ শ্রেণির কর্মকর্তা-কর্মচারী (সর্বমোট ২২ জন) নিযুক্ত আছে যা নিম্নরূপ:

৫.১ কর্মকর্তা/কর্মচারিদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
মন্ত্রণালয়	-	-	-	-	-
অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ/সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)	৪৪	২২	২২	-	০৯ জন কম-কর্তা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বদলিকৃত এবং ১৩ জন ৪র্থ- শ্রেণির কর্মচারী এনটিএমসি'র নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় (আউট সোর্সিং) হিসেবে ভর্তিকৃত।
মোটঃ	৪৪	২২	২২	-	

* অনুমোদিত পদের হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ মন্তব্য কলামে উল্লেখ করতে হবে।

৫.২ শূন্যপদের বিন্যাস

অতিরিক্ত সচিব/তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
-	-	১৪	০১	০৭	-	২২

৫.৩ অতীব গুরুত্বপূর্ণ (Strategic) পদ (অতিরিক্ত সচিব/সমপদমর্যাদা সম্পন্ন/সংস্থা-প্রধান/তদূর্ধ্ব) শূন্য থাকলে তার তালিকা। নাই।

৫.৪ শূন্যপদ পূরণে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা। খসড়া নিয়োগবিধি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে, অনুমোদন সাপেক্ষে ১৪টি শূন্যাসনের অনুকূলে নিয়োগ দেয়া হবে।

৬. অডিট আপত্তি

৬.১ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৭ থেকে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত)

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের অডিট গত ০৪ নভেম্বর ২০১৬ হতে ০৯ নভেম্বর ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের অডিট গত ০৮ মার্চ ২০১৮ হতে ১৪ মার্চ ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অডিট আপত্তির প্রতিবেদন নিম্নরূপ:

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমান (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমান (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১.	এনটিএমসি	০৭	০.৪৫	০২	০১	.০৩	০৬	০.৪২

নোটঃ ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে অত্র সংস্থার অনুকূলে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের বাজেট হেড কোড না থাকায় অন্য হেডের (বাজেট কোড-৪৮৯৯ অন্যান্য) টাকা খরচ করার প্রেক্ষিতে আপত্তিটি উত্থাপিত হয়েছে। পরবর্তীতে ঘটনা-উত্তর অনুমোদন সংগ্রহ করে অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করায় বিষয়টি নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের ০৫টি অডিট আপত্তির ব্রডশিট জবাব প্রস্তুত করা হচ্ছে, যা অতি শিঘ্রই প্রেরণ করা হবে।

৭. মানবসম্পদ উন্নয়ন

৭.১ দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০১৭ থেকে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২
০২টি	০৪ জন (এনটিএমসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারী)

৭.২ মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে (২০১৭-২০১৮) কোন ইন হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকলে তার বর্ণনা। Intregrated Lawful Interception System (ILIS) কার্যক্রমের সহিত সম্পৃক্ত সকল আইন প্রয়োগকারী ও গোয়েন্দা সংস্থাসহ এনটিএমসি'র ILIS সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে এবং ILIS -এর Tactical Component-Active Intrusion Training সম্পর্কে যথাযথভাবে প্রশিক্ষিত করার লক্ষ্যে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে অত্র সংস্থার তত্ত্বাবধানে নিম্নেবর্ণিত ইন হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়:

প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণের সময়কাল		বিভিন্ন আইনপ্রয়োগকারী ও গোয়েন্দা সংস্থা হতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
	হইতে	পর্যন্ত	
ILIS Gi এর Tactical Component-Active Intrusion Training	২২-০৫-২০১৮	০৪-০৬-২০১৮	১৫ জন

৭.৩ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণ বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা। নাই।

৭.৪ মন্ত্রণালয়ে অন-দ্য-জব ট্রেনিং (OJT) -এর ব্যবস্থা আছে কিনা, না থাকলে অন-দ্য-জব ট্রেনিং আয়োজন করতে বড় রকমের কোন অসুবিধা আছে কি-না? নাই।

৭.৫ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (০১ জুলাই ২০১৭ থেকে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত) প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা। ১৩ (তের) জন।

৮. সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৭ থেকে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত)

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহনকারীদের সংখ্যা
১৫টি	BTRC, AMTOB, PSTN, দেশের সকল আইন প্রয়োগকারী ও গোয়েন্দা সংস্থা (LEA's), মোবাইল অপারেটর এবং ভবন নির্মাণ প্রকল্পের সহিত জড়িত প্রতিনিধিগণ।

৯. তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার দিন দিন আশাতীত ভেবে বেড়ে চলেছে। তথ্য-প্রযুক্তি খাতে কম্পিউটারের ব্যবহার অনস্বীকার্য সেটা ডেস্কটপ কম্পিউটার হোক আর ল্যাপটপ কম্পিউটার হোক। এনটিএমসি যেহেতু জাতীয়ভাবে টেলিযোগাযোগ মনিটরিংয়ের কাজ করে সেহেতু অত্র সংস্থায় কম্পিউটারের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। সুতরাং প্রয়োজনের নিমিত্তে এনটিএমসির অনুকূলে পর্যাপ্ত কম্পিউটার প্রদান করা একান্ত দরকার। বর্তমানে ইস্যুকৃত ১৫টি এবং ০৫টি ল্যাপটপ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল যা নিম্নরূপ:

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা সমূহে ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা সমূহে ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা সমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
১	২	৩	৪	৫	৬
২০টি (১৫টি ডেস্কটপ এবং ০৫টি ল্যাপটপ)	আছে	আছে	আছে	১১	৫৯ জন (বিভিন্ন বাহিনী/সংস্থা হতে অস্থায়ীভাবে সংযুক্ত)

১০. সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের লভ্যাংশ/মুনাফা/আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ (অর্থ বিভাগের জন্য)

		৭২০১৭-২০১৮		২০১৬-১৭		হ্রাস (-)/বৃদ্ধির (+) হার	
		লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
১		২	৩	৪	৫	৬	৭
রাজস্ব আয়	ট্যাক্স রেভিনিউ	-	-	-	-	-	-
	নন-ট্যাক্স রেভিনিউ	-	০.০৪১২	-	০.০০৭৪	-	-
উদ্বত্ত (ব্যবসায়িক আয় থেকে)		-	-	-	-	-	-
লভ্যাংশ হিসেবে		-	-	-	-	-	-

১১. প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন/সমস্যা সংকট

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি নিম্নরূপ :

ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এাণ ভাণ্ডার সংলগ্ন এলাকায় নবনির্মিত এনটিএমসির নিজস্ব কার্যালয় ভবনের কাজ গত ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে।

খ) একটি ভেহিকেল মাউন্টেন্ট ডাটা ইন্টারসেপশন ক্রয়ের টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে, যা সরবরাহের শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

গ) একটি Integrated Lawful Interception System (ILIS) এর আংশিক ক্রয়ের টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।

ঘ) একটি ভিডিও কনফারেন্স ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।

ঙ) একটি এক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।

চ) "Part Procurement of Integrated Lawful Interception (LI) System –Social Media Monitoring System (OSINT) and Related Services" ক্রয়ের টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।

ছ) ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বরাদ্দকৃত অর্থের ৯৯.৪৯% খরচ করা হয়েছে।

১২. উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত (০১ জুলাই ২০১৭ থেকে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত)

বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ০.৯৪ একর জমির ভূমিস্বত্ব পাওয়ায় ইতোমধ্যেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ভাণ্ডার সংলগ্ন এলাকায় ০২টি ভবন, বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন টাওয়ার, রিসিপশন ভবনসহ এনটিএমসি কমপ্লেক্স নির্মাণ হয়েছে। গত ০১ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ভাণ্ডার সংলগ্ন এলাকা, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ এনটিএমসি'র নিজস্ব কাযা–লয় ভবন শুভ উদ্বোধনের মাধ্যমে ডিজিএফআই ভবন হতে স্থানান্তরিত হয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ভবন নির্মাণ কাজের অগ্রগতি, বরাদ্দকৃত এবং ব্যয়িত অর্থের বিবরণ নিম্নরুপ :

প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে এডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	প্রতিবেদনাধীন বছরে মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা
১	২	৩	৪
০১	১৪.২৯২৪	১৩.২১৬৯ (১০০%)	-

১২.১ প্রকল্পের অবস্থা (০১ জুলাই ২০১৭ থেকে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত)।

শুরু করা নতুন প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	প্রতিবেদনাধীন বছরে উদ্বোধনকৃত সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	প্রতিবেদনাধীন বছরে চলমান প্রকল্পের কম্পোনেন্ট হিসাবে সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো
১	২	৩	৪
-	০১	-	-

১৩. অবকাঠামো উন্নয়ন। তেজগাঁও বিমান বন্দরস্থ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এাণ ভাণ্ডার সংলগ্ন এলাকায় অত্র সংস্থার জন্য নতুন ০২টি ভবন নির্মাণের কাজ গত ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ভবন নির্মাণ কাজের অগ্রগতি, বরাদ্দকৃত এবং ব্যয়িত অর্থের বিবরণ নিম্নরূপ :

অর্থ বছরে (২০১৭-২০১৮) বরাদ্দকৃত অর্থ	ব্যয়িত অর্থ	সংশ্লিষ্ট অর্থবছরে (২০১৭-২০১৮) লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতি
১৪.২৯২৪ (১ম সংশোধিত প্রকল্প)	১৩.২১৬৯	১৩.২১৬৯	১০০%

উপসংহার

এনটিএমসি বাংলাদেশ সরকারের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সংবেদনশীল প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান নিঃসন্দেহে সরকারি বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কার্যক্রম আরও জোরদার করবে। এই প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র দেশের স্বার্থে ব্যবহার করা হবে, কোন ব্যক্তিগত কারণে এই প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করা যাবে না। এই প্রতিষ্ঠানের এবং সংশ্লিষ্ট সকলের কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় এর সার্বিক নিরাপত্তার বিষয়টি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পরিচালনা করতে হবে।

তদন্ত সংস্থা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল এ্যাক্ট, ১৯৭৩ এর ৮(১)ধারা মোতাবেক বিগত ২৫.০৩.২০১০ইং তারিখে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল তদন্ত সংস্থা গঠিত হয়। বর্ণিত এ্যাক্টের বিধানাবলী অনুযায়ী ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সময়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আল-বদর ও আল-শামসসহ বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্যদের দ্বারা সংঘটিত হত্যা, গণহত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগসহ যাবতীয় মানবতাবিরোধী অপরাধের তদন্ত করা, জড়িত অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা এবং বর্ণিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলাসমূহের বিচারকালে মাননীয় ট্রাইব্যুনালে সাক্ষী হাজির করাসহ বিচারিক কার্যক্রমে যাবতীয় সহযোগিতা করা তদন্ত সংস্থার অন্যতম প্রধান কাজ।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল তদন্ত সংস্থার অর্গানোগ্রাম বিগত ০৯/০৬/২০১৩ইং তারিখ অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী তদন্ত সংস্থায় ১৭টি প্রথম শ্রেনির, ২৫টি ২য় শ্রেনির, ২০০টি ৩য় শ্রেনির এবং ৪৭টি ৪র্থ শ্রেনির কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদের (সর্বমোট ২৮৯টি) অনুমোদন পাওয়া যায়। তবে বর্তমানে তদন্ত সংস্থায় ২২ জন প্রথম শ্রেনির, ১১ জন ২য় শ্রেনির, ১১২ জন ৩য় শ্রেনির এবং ৩২ জন ৪র্থ শ্রেনির কর্মকর্তা-কর্মচারী (সর্বমোট ১৭৭ জন) নিযুক্ত আছে।

তদন্ত সংস্থা বিগত ৩০/০৯/২০১৮ ইং তারিখ পর্যন্ত ৬৪ টি মামলায় ২৫৪ জনের বিরুদ্ধে তদন্তকার্য সম্পন্ন করেছে। তন্মধ্যে ৩৫টি মামলায় ৭৮ জনের বিরুদ্ধে বিচারকার্য সম্পন্ন হয়েছে। বিচারে ৫২ জনের বিরুদ্ধে মৃত্যুদন্ডাদেশ, ২৫ জনের বিরুদ্ধে আমৃত্যু কারাদণ্ডাদেশ ও ০১ জনের ২০ বছরের সাজা প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৬ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। বর্তমানে ২৯টি মামলায় ১৬৯ জনের বিরুদ্ধে মাননীয় ট্রাইব্যুনালে বিচারকার্যক্রম বিভিন্ন পর্যায়ে চলমান রয়েছে। তদন্ত সংস্থায় বর্তমানে ২৮টি মামলায় ৩৩ জনের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ তদন্তাধীন আছে। সারাদেশের বিভিন্ন আদালত, থানা ও জনগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত মোট ৭৪৫টি মামলা/অভিযোগ (৩৮০৪জনের বিরুদ্ধে) তদন্ত সংস্থা কর্তৃক অনুসন্ধান/তদন্তের অপেক্ষায় মুলতবি আছে।